শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্তৃক

পদ্যে অনুবাদিত।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ
পার্থোবৎসঃ সুধী র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

গীতামাহাত্ম্য।

উপনিষদ্‌গাভীবৃন্দ, দোগ্ধা শ্রীগোবিন্দ,
গোপাল নন্দন;
গীতামৃত দুগ্ধ তায়, পার্থ বৎস আর,
পিয়ে সুধিজন।

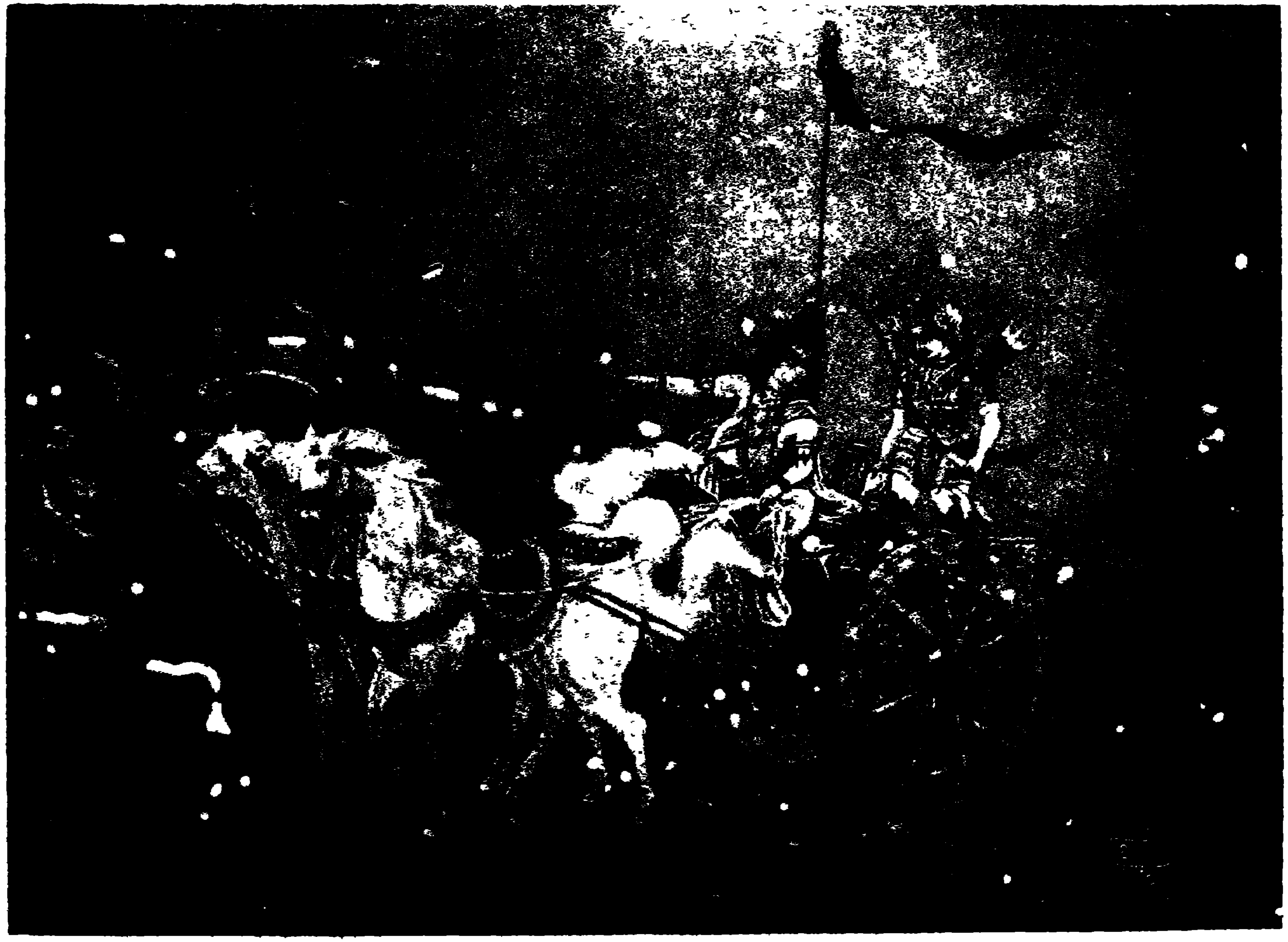

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন।

স্নেহ উপহার

প্রাণাধিকা ইন্দিরা দেবীর

করকমলে।

বিজ্ঞাপন।

আমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি, এ সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি। এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, গীতার এতগুলি অনুবাদ থাকিতে তাহার উপর আর একটী অনুবাদ ছাপাইবার প্রয়োজন কি? প্রথম যখন আমি এই অনুবাদ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন যে গীতার অন্যতর বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ আছে তাহা জানিতাম না—নাই বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। পরে কয়েক খানি পদ্যানুবাদ আমার হস্তগত হয়, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটী ভাবার্থ অনুবাদ, অন্যগুলি শব্দার্থ অনুবাদ। নবীনবাবুর অনুবাদ শব্দ, ছন্দ ও সর্ব্বপ্রকারে এত মূল সংস্কৃত ঘেঁসা যে, স্থানে স্থানে তাহার অর্থবোধ দুরূহ হইয়া পড়ে। কুমারনাথের অনুবাদ সরল বাঙ্গলায় অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে কিন্তু তাহাতে মূল সংস্কৃতের গুরুগম্ভীরতা ও গাম্ভীর্য্যের অভাব বোধ হয়। এই সমস্ত পদ্যানুবাদ দেখিয়া আমার মনে হয়, আর একটী নূতন অনুবাদের স্থান এখনো সম্পূর্ণ অধিকৃত হয় নাই; নিদানপক্ষে এস্থলে "অধিকন্তু ন দোষায়" বচনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও ক্ষতি নাই। এ অনুবাদে আমি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছি; যাহাতে মূল সংস্কৃতের রস, সৌন্দর্য্য ও গরিমার অপচয় ও ব্যতিক্রম না ঘটে অথচ বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য ও লালিত্য রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছি। সে যত্ন কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের বিচারের উপর নির্ভর। উল্লিখিত কয়েকটী অনুবাদ হইতে আমি যে এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্যলাভ করিয়াছি তাহা বলা বাহুল্য ও তজ্জন্য

অনুবাদক কবিদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিতে পারি না। যে সকল শ্লোকের অর্থবোধের জন্য টীকার প্রয়োজন, তাহা প্রতি অধ্যায়ের শেষে যোগ করিয়া দিয়াছি এবং গীতার কালনির্ণয়, ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা উপক্রমণিকায় যতদূর সাধ্য বলিয়াছি। যদি আমার এই অনুবাদের কোন অংশে দোষ বা ত্রুটি হইয়া থাকে, যদি ব্যাখ্যার ভুল বা অসম্পূর্ণতা থাকে, পাঠকগণ ঔদার্য্য ও ক্ষমাগুণে সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন, অবশেষে আমার এই বিনীতভাবে প্রার্থনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচিপত্র।

উপক্রমণিকা।

১। গীতার কালনির্ণয়

২। ধর্ম্মতত্ত্ব

জ্ঞানযোগ—ভক্তিযোগ—কর্ম্মযোগ—পরকাল ও মুক্তি

৩। দর্শন

সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা ও বেদান্তের সহিত গীতার সম্বন্ধ। গীতার ব্রহ্মবাদ

গীতা।

অধ্যায়।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	অর্জ্জুন-বিষাদ	১
২।	সাংখ্য-যোগ	২৭
৩।	কর্ম্ম-যোগ	৬৭
৪।	জ্ঞান-যোগ	৯৩
৫।	সন্ন্যাস-যোগ	১২১
৬।	ধ্যান-যোগ	১৩৬
৭।	বিজ্ঞান-যোগ	১৬১
৮।	ব্রহ্ম-যোগ	১৭৭
৯।	রাজগুহ্য-যোগ	১৯৩
১০।	বিভূতি-যোগ	২১২
১১।	বিশ্বরূপ দর্শন	২৩৫
১২।	ভক্তি-যোগ	২৬১

অধ্যায়।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১৩।	প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ	২৭৬
১৪।	গুণত্রয় বিভাগ	২৯৪
১৫।	পুরুষোত্তম-যোগ	৩০৯
১৬।	দৈবাসুর সম্পদ-বিভাগ	৩২২
১৭।	শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ	৩৩৯
১৮।	মোক্ষযোগ	৩৫২

উপক্রমণিকা।

১। গীতার কালনির্ণয়।*

ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকতাসম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতই উদয় হয়; যথা, গীতার প্রণেতা কে? তাহার প্রণয়নকালই বা কি? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে, আনুমানিক প্রমাণে সম্ভব-অসম্ভব-বিবেচনায়, যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তাহা পাঠকদের সম্মুখে ধারণ করাই আমার অভিপ্রেত। ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। ব্যাসদেব মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং ব্যাসদেবই গীতার প্রণেতা বলিয়া সাধারণ লোকের ধারণা। ঐরূপ ধরিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই, কেন না, গীতাকারের নামধাম ভারতসাহিত্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গীতার রচনাকৌশলে প্রকাশ পায় যে, উহাতে ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু গীতাগ্রন্থখানিকে কি ভগবৎপ্রচারিত বলা যাইতে পারে? ইহাতে অবশ্য অনেক পরমার্থতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে, অনেক সারবান ধর্ম্মোপদেশ আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহার সকল কথাই যে অভ্রান্ত-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা নহে। ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থের যে সকল লক্ষণ প্রত্যাশিত, তাহা ইহাতে সর্ব্বাংশে বিদ্যমান আছে, আমি এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। দ্বিতীয়তঃ, যদি শ্রীকৃষ্ণ সত্যই গীতার রচনাকর্ত্তা হন, তবে গীতাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক

---

* Gita and the Gospel.—By Neil Alexander.
ছদ্মনামের পুস্তিকায় এই বিষয়ে অন্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা দৃষ্ট হইবে

বলিতে হয়। কিন্তু কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ যে গীতারচনার বহুকাল পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বেদ-সঙ্কলনের সমকালীন ঘটনা, খৃষ্টপূর্ব্ব সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এবং গীতার জন্ম বৈদিক সময়ের অনেক পরে, বোধ করি ইহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না। গীতা শ্রুতি নহে, স্মৃতির মধ্যে গণ্য।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আবির্ভাবকালে ঈশ্বরাবতাররূপে আর্য্যসমাজে গৃহীত হইতেন, তাহা হইলে সে সময়ে অথবা তাঁহার তিরোভাবের পরে ধর্ম্মরাজ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, যেমন খৃষ্টের আবির্ভাবকালে হইয়াছিল; যদি তাহা হইত, তবে পরবর্ত্তী শত শত বৎসরের সাহিত্যে তাহার কোন-না-কোন নিদর্শন থাকা সম্ভব, কিন্তু তাহা কোথায়? ব্রাহ্মণ বল, আদিম উপনিষদ্ বল, কোথাও এ কথার কোন প্রসঙ্গই নাই। শতপথব্রাহ্মণ, যাহা কুরুপাঞ্চালপ্রদেশে বিরচিত, যাহাতে মহাভারতের অনেক বীরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে তিনি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য, দেবকীপুত্র বলিয়া কথিত, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচিত নহেন। এই সকল গ্রন্থের পর অনেককাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, কিন্তু দেবতা বলিয়া অর্চ্চিত নহেন। পাণিনিতে "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" বলিয়া একটি সূত্র আছে, তাহা হইতে এইটুকু পাওয়া যায় যে, তখনকার কালে কৃষ্ণার্জ্জুনভক্ত কোন উপাসকসম্প্রদায় ছিল, কিন্তু গীতাতে দেবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ একাধিপত্য সূচিত, তদনুযায়ী বিশ্বাস ঐ সূত্র হইতে প্রমাণিত হয় না। পাণিনির মহাভাষ্যেও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কোন নিদর্শন নাই।

এই ত একপ্রকার প্রমাণ। এখন দেখা যাউক, গীতোক্ত ঘটনাটি

কত দূর সম্ভব ? দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে উদ্যত, এমন সময়ে যে একপক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথস্থাপনপূর্ব্বক অষ্টাদশ অধ্যায় যোগশাস্ত্র শুনিতে বসিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এই সুযোগে কৌরব-সেনাপতিগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি অজস্র বাণনিক্ষেপ করিতে কেনই বা ক্ষান্ত থাকিবেন ? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অর্জ্জুনের স্থায় প্রতিভাশালী পুরুষ এক ইসারায় সমস্তটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। আমি ত গীতা হইতেই দেখিতে পাই যে, অনেক সময়ে কৃষ্ণোপদেশের ভাবার্থগ্রহণে অর্জ্জুন নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাক্, আবার এরূপ যুক্তিও শুনিয়াছি যে, আরম্ভে হয়ত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় ছিল না, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন ছিল, শেষের কয়েক অধ্যায় উত্তরকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি এক ভাগ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে অন্য ভাগ প্রক্ষিপ্ত হইবার বিচিত্র কি ? ফলে, এ কথা স্বীকার করিলে, সমগ্র গ্রন্থখানি অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। যাঁহারা প্রচলিত বিশ্বাস সমর্থন করিবার জন্য এইরূপ ওকালতী করিতে তৎপর আমি তাঁহাদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে প্রস্তুত নহি।

আর এক কথা। ধর, রণক্ষেত্রে সত্যসত্যই এইরূপ ধর্ম্মালোচনা চলিয়াছিল, কিন্তু ব্যাসদেব তো আর সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কেমন করিয়া সমস্তটা শুনিলেন ? ইহার উত্তর এই যে, ব্যাসদেব-তুল্য মহর্ষি যোগবলে দূর হইতে সকলি জানিতে পারিয়াছিলেন। এ উত্তরের কোন প্রত্যুত্তর নাই। যুক্তিক্ষেত্রে দৈবী শক্তির অবতারণা করিলে, অসম্ভবকে সম্ভব করা কিছুই কষ্টসাধ্য নহে। "শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়"—সকলি সম্ভবে। দৈবশক্তিপ্রয়োগের কাছে কোন যুক্তিই টিকিতে পারে না।

যাহারা গীতার প্রাচীনত্বরক্ষার জন্য সমুৎসুক হইয়া এইরূপ এক যুক্তি অবলম্বন করেন, আমি তাঁহাদের দোষ দিতেছি না—শাস্ত্র যত প্রাচীন হয়, সেই পরিমাণে তাহা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আমি কেবল সত্যের উপরোধে এই স্থানে ভিন্নমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। দুই পক্ষেরই যুক্তি তুলনা করিয়া আমার বিচারে দাঁড়ায় এই যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা প্রণয়ন করেন নাই, অন্য কোন ব্যক্তি গীতার প্রণেতা। যুদ্ধপক্ষসমর্থন উপলক্ষ্য করিয়া লোক সমাজে বিশুদ্ধ জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে কথাপ্রসঙ্গে বাহির করিয়াছেন, ইহাও সম্ভব। ৺ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এ বিষয়ে আমার এক মত।

গীতার ভাষা, ভাব ও মতামত আলোচনা করিয়া দেখিলে ঐ গ্রন্থ কোন্ সময়কার নয়, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ ধারণা হয়। কোন্ সময়কার নয়, তাহা আগে স্থির হইলে, সাহিত্যক্ষেত্রে গীতার স্থান ও তাহার প্রণয়নকাল আপনা-আপনি একটা দাঁড়াইয়া যায়।

প্রথম, ঋগ্বেদসংহিতা। যে সময়ে বৈদিক ঋষিগণ প্রাকৃতিক দেবতাদের স্তবস্তুতিপূর্ণ সূক্তাবলী রচনা করিতেছিলেন, সে কাল গীতার বহুশতাব্দপূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বৈদিক সূক্তসকল সঙ্কলিত হইয়া ঋক্, যজু, সাম, এই সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। এই সময়ে আমরা আর এক রাজ্যে প্রবেশ করি। তখন ঋগ্বেদের যে কবিত্বের উচ্ছ্বাস, তাহা আর নাই; তখন এদেশে পৌরোহিত্যের প্রভাব দিগ্বিদিক্-প্রসারিত হইতেছে। সাহিত্যেও পৌরোহিত্যের আভা প্রতিফলিত। সে সময়ে যে সাহিত্য-ভাণ্ডার প্রস্তুত হয়, তাহার ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত—পশ্চিমে শতদ্রু হইতে পূর্ব্বে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ও গীতার আবির্ভাবকাল নহে। গীতার জন্ম ইহারও অনেক পরে।

গীতার অনেকস্থলে, ত্রিবেদেরই উল্লেখ দেখা যায়, চতুর্থ যে অথর্ব্ববেদ, তাহার কোন উল্লেখ নাই। ভগবান্ একস্থানে ঋক্, যজুঃ, সাম রূপে আত্মবর্ণন করিয়াছেন (৯।১৭); বিভূতিযোগাধ্যায়ে বেদের মধ্যে আপনাকে সামবেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১০।২২); কিন্তু কোথাও অথর্ব্ববেদের কোন কথাই নাই। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদ ব্রাহ্মণসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গীতার প্রণয়নকাল সাব্যস্ত হয় এবং এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত গীতার প্রাচীনত্ব অনুমান করেন, কিন্তু এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত মনে করা যায় না। অথর্ব্ববেদ বহুকাল পর্য্যন্ত সংহিতাসমাজে বেদ বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। উহাতে যাতুবিদ্যা (জাদু), ভৈষজ্য প্রভৃতি নানা বিষয় আছে, যাহা যাজ্ঞিক ক্রিয়াকর্ম্মের উপযোগী নহে। কর্ম্ম-কাণ্ডে ব্যবহারযোগ্য বিষয় উহাতে অতি অল্পই আছে এবং যাহা আছে, তাহা শেষভাগে প্রক্ষিপ্ত। এই হেতু শ্রৌতগ্রন্থাবলীর মধ্যে অথর্ব্ববেদের কোন মাহাত্ম্য নাই। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে উহার কোন উল্লেখ নাই। শতপথব্রাহ্মণও বেদকে ত্রয়ীবিদ্যা বলিয়াই জানেন—বৌদ্ধযুগেও উহা ত্রয়ীবিদ্যারূপে পরিচিত। কৌষীতকীব্রাহ্মণে—ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত—অধিক কি, অমরকোষেও * অথর্ব্ববেদ বেদের মধ্যে ধর্ত্তব্যই নহে। যদিও পাতঞ্জলভাষ্য এবং কোন কোন উপনিষদে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে, তথাপি মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে আসিয়া না পৌঁছিলে উহার বৈদিক প্রতিপত্তি অনুভূত হয় না। বিষ্ণুপুরাণে অথর্ব্ববেদের একজন স্বতন্ত্র পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গোপথব্রাহ্মণে অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মবেদ বলিয়া কীর্ত্তিত। কিন্তু মহাভারত ও পুরাণের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, সূত্র প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রে উহার বেদাসন নির্দ্দিষ্ট হয়

* ঋক্সামযজুষী—ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী—(স্বর্গবর্গ)।

নাই। অতএব দেখা যায় যে, অথর্ব্ববেদ বেদের মধ্যে গণ্য হইবার পূর্ব্বে বহুকাল অতিক্রান্ত হয়। এখনো পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের অনেকানেক অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণেরা ঐ বেদকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। এই সকল কারণে, অথর্ব্ববেদের কোন উল্লেখ নাই বলিয়া গীতার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয় না।

উপনিষৎসকল বেদের শেষভাগ, এইজন্য উপনিষৎকে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল অংশ ব্রাহ্মণনামে অভিহিত, তাহা উপনিষদ্ অপেক্ষাও প্রাচীনতর, সন্দেহ নাই।

উপনিষদ্ আবার একসময়কার রচনা নহে। উহাদের রচনা ও বিষয় ভেদে কালবিভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি উপনিষদ্ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি আধুনিক, কতক বা এই দুই কালের মধ্যবর্ত্তী। উপনিষৎসমস্ত চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের শীর্ষস্থানীয় আদিম উপনিষদ্গুলি গদ্যে প্রণীত; সে গদ্য আধুনিক সংস্কৃতগদ্যের অনুরূপ নহে, ব্রাহ্মণগদ্যের আদর্শে রচিত। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌশীতকী এই শ্রেণীভুক্ত। কেনোপনিষদ্ গদ্য-পদ্যে বিরচিত। কেনোপনিষদ্ হইতে আমরা ছন্দোবদ্ধ পদ্যোপনিষদে আসিয়া পাই—কঠোপনিষদ্, ঈশোপনিষদ্, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, মহানারায়ণী এই সমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয়-শ্রেণীর উপনিষদ্গুলি আবার গদ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এই গদ্য আধুনিক সংস্কৃতগদ্যের ধরণে রচিত। মৈত্রায়ণীয় ও অপর কয়েকটি উপনিষদ্ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চতুর্থশ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত উপনিষদ্ পরিগণিত, তাহা অথর্ব্ব-উপনিষদ্, গদ্যপদ্যে বিরচিত। যতগুলি পাওয়া গিয়াছে, সর্ব্বসমেত প্রায় সপ্তবিংশতিসংখ্যক হইবে।* ইহাদের অনেকগুলি আধুনিক, এমন কি, আল্লোপনিষদ্নামক গ্রন্থবিশেষ ইহার

* Macdonell's Sanskrit Literature.

মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য এই উপনিষৎত্রয় অথর্ব্বোপনিষদের অন্তর্ভূত। ইহাদের দার্শনিক ভিত্তি বেদান্ত।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত তত্ত্বের উপদেশ সন্নিবেশিত, তাহা চারপ্রকার—

১। আত্মতত্ত্ব।

২। যোগসাধন।

৩। সন্ন্যাস।

৪। অবতারবাদ ও কৃষ্ণ-বিষ্ণু-শিবের দেবত্বপ্রতিষ্ঠা।

গীতার কালনিরূপণ করিতে হইলে ইহাকে কঠাদি দ্বিতীয়শ্রেণীর পরবর্ত্তী বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই শ্রেণীর উপনিষদের উপদেশ ও ভাবার্থ গীতার অনুকরণীয়; এমন কি, ইহাদের কতিপয় শ্লোক গীতার মধ্যে সশরীরে সমানীত দেখা যায়।

অথর্ব্বোপনিষদের সহিত গীতোক্ত উপদেশের সমধিক সাদৃশ্য উপলব্ধ হয়। অপরাপর তত্ত্ব ছাড়িয়া অবতারবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কিয়ৎপরিমাণে গীতার কালনির্ণয়ের সন্ধান পাইতে পারি। গীতায় যে অবতারবাদের কথা আছে, তাহা বেদে নাই, ব্রাহ্মণে নাই, আদ্যোপনিষদ্‌গুলিতেও নাই। ঈশ্বরের অবতার কল্পনা—কৃষ্ণ বিষ্ণু শিবের ঈশ্বরত্বস্থাপন—সাম্প্রদায়িকভাবে আর্য্যধর্ম্মের এইরূপ পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পরিচায়ক। এই হিসাবে গীতাকে অথর্ব্বোপনিষদের সমকালবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বোধ হয় না।

গীতার পূর্ব্বে যে আমাদের দর্শনশাস্ত্রসকল প্রণীত হইয়াছিল—সাংখ্যদর্শন, যোগ ও বেদান্তদর্শন—শুধু মুখে মুখে অসম্বদ্ধ, অসম্পূর্ণ কথায় নয়, কিন্তু শাস্ত্র বা সূত্রাকারে গীতার সময় সে সমস্ত প্রচলিত ছিল, গীতার মধ্য হইতেই তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। গীতায় সাংখ্যতত্ত্বসকল বিস্তারিতরূপে উপদিষ্ট—সাংখ্যদর্শনকে গীতার দার্শনিক

ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতার সময় সাংখ্যশাস্ত্র সূত্রাকারে গঠিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবারও কারণ আছে। তাহার সাক্ষী অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৩শ, ১৮শ শ্লোক দেখ। ১৩শ শ্লোকের "সাংখ্য কৃতান্ত" অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্ত এবং ১৯শ শ্লোকোক্ত 'গুণসংখ্যান' অর্থাৎ গুণের সংখ্যাকরণ,—ভাষ্যকারেরা এই বাক্যগুলি সাংখ্যশাস্ত্র অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, তখনকার কালে সাংখ্যদর্শন বাঁধাবাঁধি শাস্ত্রাকারে পরিণত হইয়াছে।

যোগদর্শনও গীতার আদরের বস্তু। ইহার এক নামই যোগশাস্ত্র। জ্ঞানযোগে সাংখ্য, কর্ম্মযোগে যোগশাস্ত্র—গীতার অবলম্বন। আমরা দেখিতে পাই, যে, পাতঞ্জলদর্শনের যোগসাধনপ্রণালী গীতোক্ত উপদেশের অন্তর্ভূত; ভগবানে চিত্তসংযোগ প্রভৃতি, ভগবদ্ভক্তিসূচক কতকগুলি কথা, যাহা কিছু নূতন, তাহাই গীতার নিজস্ব সম্পত্তি। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে যোগশাস্ত্রসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "পুরাতন যোগশাস্ত্র কাল-প্রভাবে নষ্ট হইয়াছে—হে পরন্তপ! তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ—উত্তম রহস্য আমি অদ্য তোমাকে বলিলাম।"

বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই—সে সম্বন্ধ পদে পদে প্রতীয়মান হয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ের একস্থানে ভগবান্ 'বেদান্তকৃৎ' বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। শ্রীধরস্বামী তাহার এই অর্থ করেন—"আমি তৎসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরু।" যদি শ্রীকৃষ্ণকে বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে গীতার সময় বেদান্তদর্শনের অস্তিত্ব ও লোকসমাজে প্রচার সহজেই প্রতিপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, ১৩শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকোক্ত 'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব' কথাগুলি এই প্রসঙ্গে বিচারযোগ্য, উহা পরে আলোচিত হইবে।

উল্লিখিত দর্শনত্রয়ের মধ্যে সাংখ্যই প্রাচীনতম। কপিলমুনি

সাংখ্যশাস্ত্রের আদিগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি বৌদ্ধযুগেরও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ধারণা হয়, কেন না, বৌদ্ধধর্ম্মে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রভাব বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, আর বৌদ্ধদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, বুদ্ধদেবের জন্মভূমি যে কপিলবাস্তু, কপিলের নাম হইতেই তাহার নামকরণ হয়। সে যাহা হউক, কপিলের স্বরচিত কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সাংখ্যসূত্র পাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। গীতার সময় দর্শনশাস্ত্রসকল কি আকারে প্রচলিত ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। যদি এমন মনে করা যায় যে, সে সময় পাতঞ্জলদর্শন বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে গীতার প্রণয়নকাল খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দীরও উত্তরকাল হইয়া পড়ে।

কিন্তু যদিও এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, তথাপি সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে গীতার প্রাচীনত্বসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ জন্মে। যখন দেখা যায় যে, গীতোক্ত দর্শনতত্ত্ব তাঁহার পূর্ব্বগামী দর্শন হইতে সংগৃহীত—সেই সমস্ত দর্শনের সমন্বয়সাধনেই গীতার বিশেষত্ব, তখন গীতার কাল নিদানপক্ষে দর্শনসূত্রসঙ্কলনের পরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষণের প্রতি গীতার বিশেষ লক্ষ্য। বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইতে সমাজবিপ্লবের আশঙ্কা উহাতে পদে পদে সূচিত হইতেছে। পরধর্ম্মের তুলনায় স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, পরধর্ম্মাবলম্বন বিনাশের মূল— এইরূপ উপদেশ আর্য্যসমাজের আদিম অবস্থার কথা নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ঐ সমাজে যে ঘোরতর জাতিবিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই বিপ্লব নিবারণ করা ঐ সমস্ত উপদেশের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গীতাকে বুদ্ধের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন ভূতোপাসনা, সাকারবাদ ও ভক্তিযোগের কথাসকল আধুনিক কালের অনুকূল সাক্ষ্য প্রদান করে।

সূত্রসাহিত্যের পর মহাভারত ও মনুসংহিতার উল্লেখ করিতে হয়। ইহাদের প্রভাবও গীতার স্থানে স্থানে উপলব্ধি করা যায়। সৃষ্টি-প্রকরণ, বর্ণাশ্রমের কর্ম্মবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে মনুর সহিত গীতার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, গদাচক্রধারী বিষ্ণু, সেনাপতি স্কন্দ, সমুদ্রমন্থনপ্রসূত উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, মকরাদির কথা হইতে মহাভারত ও পৌরাণিক আখ্যানসকল স্মরণপথে উদিত হয়। মহাভারতে আছে, ভীষ্মদেব দেহত্যাগের পূর্ব্বে সদগতি-লাভার্থ শরশয্যায় উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। গীতাও উপদেশ দিতেছেন যে, যোগীর উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ হইলে সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয়। মোক্ষ অর্থে নির্ব্বাণশব্দের প্রয়োগ মহাভারতেও দৃষ্ট হয়। মহাভারতের সাদৃশ্য হইতে গীতার কালনির্ণয়ের বিশেষ কোন সাহায্য হয় কি না, দেখা যাউক।

মহাভারত যদি একসময়কার রচনা হইত, যদি তাহার রচনাকাল অকাট্য প্রমাণদ্বারা নিরূপণ করা সুসাধ্য হইত, তাহা হইলে গীতা মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া তাহার কালনির্ণয়ে আমরা অনেকটা কৃত-কার্য্য হইতে পারিতাম, কিন্তু সে পথ বন্ধ। বঙ্কিমবাবু তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে মহাভারতের মধ্য হইতেই দেখাইয়াছেন যে, মহাভারতের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথমটি আদিম কঙ্কাল, তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা চতুর্বিংশতিশ্লোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। প্রথমশ্রেণীর লক্ষণা-ক্রান্ত যে সকল অংশ, সেই অংশই প্রাথমিক বা আদিম; এবং দ্বিতীয়-শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রথম স্তরে ও দ্বিতীয় স্তরে এক গুরুতর প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব

স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন ঐশী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্পষ্টত বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চ্চিত; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করেন; কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ম বিশেষপ্রকারে যত্নশীল। ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরো এক স্তর আছে, তাহা তৃতীয় স্তর। এই তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথা ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও মহাভারতকে স্তরে স্তরে বিভক্ত করেন—

১। আদিম কঙ্কাল (কাব্য)।

২। চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রী সংহিতা (মহাকাব্য)।

৩। স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের আকার।

৪। পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্তাংশ।

তাঁহাদের মতে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে তৃতীয় বা চতুর্থ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাভারতের ব্যাপ্তিকাল। প্রায় সহস্র বৎসরে সহস্র শ্লোক লক্ষাধিক শ্লোকে পুষ্টিলাভ করিয়াছে—বীররসাত্মক কাব্য তাহার এই বর্ত্তমান ধর্ম্মশাস্ত্রের আকারে পরিণত হইয়াছে। এইকালমধ্যে কৃষ্ণ সামান্য নর, নরোত্তম, নারায়ণ, মনুষ্য হইতে ক্রমে দেবতার পদে সমারূঢ় হইয়াছেন।

এই সংযোজনার মধ্যে গীতা কোন্ স্তরে স্থাপিত হইতে পারে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবদ্গীতা ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত, কিন্তু গীতা মহাভারতের প্রক্ষিপ্তাংশ কি না এবং কোন্ সময়েই বা প্রক্ষিপ্ত, এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিস্তর বাদানুবাদ চলিতেছে। অতএব ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত বলিলেও গীতার কালনির্ণয় অধিকদূর অগ্রসর হয় না। মহাভারতের একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইতে পারে—তাহা এই—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ। আদি, ১ম, ১৭৯

"যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দুঃখাভিভূত হইয়া রথোপস্থে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন, হে সঞ্জয়, আমি বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিলাম।" কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে? ইহাতে ত গীতার নামোল্লেখ নাই। এমন হইতে পারে যে, এইশ্লোকোক্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কোনকালে গীতা রচিত হইয়াছিল, যেমন মহাভারতের শকুন্তলাখ্যান অবলম্বন করিয়া কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল বিরচিত। তাহা ছাড়া, উক্ত শ্লোক কোন্ স্তরের অন্তর্গত, তাহা নিরূপণ করাও সহজ নহে। মহাত্মা কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ বাহ্যাভ্যন্তর নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গীতানুবাদের উপক্রমণিকায় গীতার জন্মকাল অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী অনুমান করেন। গীতার ভাষা, ছন্দ, রচনাপ্রণালী, দর্শন, বেদ যজ্ঞ-বর্ণাশ্রমসম্বন্ধে উহার মতামত ইত্যাদি বিষয় লইয়া আভ্যন্তরিক প্রমাণ। গীতার কালনির্ণয়ের উপযোগী বাহ্যপ্রমাণ যাহা পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহার যুক্তির সারাংশ এই :—

তিনি বলেন, শঙ্করাচার্য্য গীতার ভাষ্যকার—শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর লোক, অতএব গীতাগ্রন্থখানি অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে ছিল, ইহা নিশ্চিত।

'কাদম্বরী'-প্রণেতা বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে ভগবদ্গীতার উল্লেখ

আছে। তাহার একস্থানে রাজধানীবর্ণনায় মহাভারতের সহিত রাজার প্রাসাদের উপমা দেওয়া হইয়াছে এবং "অনন্তগীতাকর্ণনানন্দিতনর" এই শব্দগুলি সেই প্রাসাদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। এই বিশেষণ প্রাসাদের প্রতি প্রয়োগ এবং মহাভারতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং তদনুসারে তার দুই ভিন্নার্থ হয়। প্রাসাদে প্রযুক্ত হইলে এই অর্থ হয় যে, সেখানকার লোকেরা অনন্তগীত (সঙ্গীত) শ্রবণে আমোদিত। মহাভারতের সম্বন্ধে এই যে, লোকেরা সেখানে অনন্ত গীতা অর্থাৎ ভগবদ্গীতা শ্রবণে আনন্দিত। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাদম্বরীরচনার সময় মহাভারত ও গীতা পাঠ জনসাধারণে প্রচলিত ছিল।

বাণভট্টের হর্ষচরিতে কবি কালিদাসের নামোল্লেখ আছে, সুতরাং বাণভট্টের পূর্ব্বে কালিদাসের জন্মকাল বলা যাইতে পারে। কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত, ইহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত। কালিদাসের কাব্যে গীতার বচন হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়। দুই-একটি উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মহাত্মা তেলঙ্গ রঘুবংশ হইতে একটী দিয়াছেন, তাহা দশম সর্গে দেবতাদের বিষ্ণুস্তবের ৩১তম শ্লোক—

অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্ম্মণোঃ ॥

কি আছে অলব্ধ কিম্বা অপ্রাপ্য তোমার,
নিত্য পরিপূর্ণ, প্রভু, বিশ্বের আধার ?
জনম-করম তবু করিছ গ্রহণ
কেবল লোকের হিত করিতে সাধন॥

নবীনচন্দ্র দাস।

ইহা হইতে গীতার অনেক স্থানের শ্লোক ও ভাবার্থ স্মরণ হয়

ভগবানের যে কোন কর্ত্তব্য নাই, লোকানুগ্রহের জন্যই তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত, তাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ২০শ হইতে ২৪শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের "দিব্য জন্ম কর্ম্ম" এই বাক্যগুলি শব্দশ অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিষ্ণুস্তবের আর একটি শ্লোক আমার মনে হইতেছে—

(২৭) ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্ম্মণাম্।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণাম্ অভূয়ঃসন্নিবৃত্তয়ে॥
বিষয়বিরাগমতি যেই যতিগণ,
যোগবলে নিজ চিত্ত নিবেশি তোমায়;
সর্ব্বকর্ম্ম তোমা'পরে করে সমর্পণ,
মোক্ষগতি পায় তারা তোমারই কৃপায়॥

নবীনচন্দ্র দাস।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

এ দুয়ের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, তাহা বিনা ঋণগ্রহণে উৎপন্ন হইতে পারে না।

আবার কুমারসম্ভবের ষষ্ঠ সর্গে ৬৭তম শ্লোকে সপ্তর্ষিদের মুখে হিমালয় স্থাবর বলিয়া বর্ণিত। গীতার বিভূতিযোগাধ্যায়েও ভগবান্ "স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ" বলিয়া আত্মবর্ণন করিতেছেন। মল্লিনাথ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যথার্থই লিখিয়াছেন—"'স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ' ইতি গীতাবচনাৎ।"

এই কয়েকটি উদাহরণ হইতে কালিদাসের কাব্যে গীতার আভাস সহজেই উপলব্ধ হয়, সুতরাং গীতা পঞ্চমশতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা নিশ্চয় হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত গীতানুবাদকের সহিত আমাদের এক মত। অতঃপর তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, গীতা বেদান্তসূত্র অপেক্ষাও প্রাচীন। এই মত সমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুসরণ করিতে পারিলাম না। বাদরায়ণের বেদান্তসূত্র প্রাচীনশাস্ত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে গীতার কোন নামোল্লেখ নাই। কোন কোন সূত্রে প্রমাণস্বরূপ স্মৃতির কথা আছে বটে, কিন্তু সে কোন্ স্মৃতি, তাহার নির্দ্দেশ নাই। ভাষ্যকারেরা বলেন, সে স্মৃতি গীতা, কিন্তু সে তাঁহাদের নিজের মত, তাহার পৃষ্ঠপোষকপ্রমাণাভাব। অন্যান্য পণ্ডিতেরা ইহাতে মতভেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বেদান্তসূত্রের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র—গীতা স্বয়ং একস্থানে সেই নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

ঋষিভির্বহুধা গীতংছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ১৩

"ঋষিগণকর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে এবং হেতুবিশিষ্ট সুনিশ্চিত "ব্রহ্মসূত্র'পদ দ্বারা উহা (ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব) পৃথক্‌রূপে বহুধা গীত হইয়াছে।"

ভট্ট মোক্ষমূলর তাঁহার প্রণীত ষড়্‌দর্শনে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই শ্লোকে 'ব্রহ্মসূত্র' পদে 'বেদান্তসূত্র' বুঝিতে হইবে। "হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" এই দুই বিশেষণ সূত্রশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। বেদান্তসূত্রে যে স্মৃতির প্রমাণ কথিত আছে, তাহা গীতা ভিন্ন অন্য কোন স্মৃতি হইতে পারে—স্মৃতির মূল যে শ্রুতি, তাহার বচনও হইতে পারে; এ বিষয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যেও মতভেদ; কিন্তু, তাঁহারা যাহাই বলুন, গীতোক্ত ব্রহ্মসূত্র

বেদান্তসূত্র অর্থে গৃহীত হওয়া যতদূর সঙ্গত, তাহার বিপরীতপক্ষে তাঁহাদের ব্যাখ্যা তেমন প্রতীতিজনক নহে।

অতএব গীতার কালনির্ণয়সম্বন্ধে তেলঙ্গমহোদয় যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে দোষ ধরিবার নাই, এমন নহে। সে যাহা হউক তিনি গীতার যে জন্মকাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাও উহাকে দূরে ফেলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না—বরং আরো উত্তরকালীন বলিলেও বলা যাইতে পারে। অনেকানেক সমীচীন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পক্ষপাতী। গীতার সময় প্রাচীন যোগশাস্ত্র লুপ্তপ্রায়, ইহাতে তাহার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইতেছে। কাপিলসাংখ্যও এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে যে, কপিলমুনি সিদ্ধযোগীর পদে সমারূঢ় হইয়াছেন। ১০।২৬ ব্যাসদেবও অসিত দেবলের সঙ্গে দেবর্ষিমধ্যে পরিগণিত। ১০।১৩ তাহা ছাড়া, গীতার ভাষাও বৈদিক নহে, সামান্য ব্যতিক্রম বাদে আধুনিক সংস্কৃত ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে গীতার প্রণয়নকাল বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা যায় না। উপনিষদের অথর্ব্বভাগ, মহাভারতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের গঠনকাল যাহা, গীতার রচনাকাল মোটের উপর তাহাই ধরা যাইতে পারে—বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মধ্যবর্ত্তী—খৃষ্টাব্দপ্রবর্ত্তনের কিছুকাল অগ্রপশ্চাৎ উহার জন্ম বলাই সঙ্গত। যাহা হউক, এ সকলই অনুমানের উপর নির্ভর, আমি এ বিষয়ে কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এ কথা বলিতে সাহস করি না।

২। ধর্ম্মতত্ত্ব।

জ্ঞানযোগ।

ভগবদ্গীতা জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-সমন্বিত একটী সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানযোগ হইতে গীতার আরম্ভ —কর্ম্মযোগ উহার শেষ কথা, কেননা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই গীতা শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে তিনি কাহাকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একস্থানে বলা হইয়াছে—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাৎ ধনঞ্জয়
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফল হেতবঃ। ৪৯

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ (জ্ঞানযোগ) হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট, অতএব জ্ঞানযোগের শরণাপন্ন হও। যাহারা সকাম কর্ম্মী তাহারা নিকৃষ্ট।

জ্ঞানকর্ম্মের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদুক্তি যাহা আছে অর্জ্জুনের বুদ্ধিতে তাহা 'ব্যামিশ্র' বলিয়া বোধ হইল, তাই প্রশ্ন করিলেন—

"যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব, আমাকে এই অঘোর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?" ৩।১-২

এই প্রশ্নের উত্তরে পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞান কর্ম্মের তারতম্য ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিলেন।

সে সম্বন্ধ এই যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্ম তাহার সাধন। তত্ত্বজ্ঞান কিনা ব্রহ্মজ্ঞান, "পরা বিদ্যা", যে বিদ্যা দ্বারা সেই অবিনাশী সত্য-স্বরূপকে জানা যায়। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধি

গম্যতে।” নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে সেই জ্ঞান লাভ করা যায় না। যিনি তাহা লাভ করিয়াছেন তিনি কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয়েন।

নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক হইতে এ বিষয়ে গীতার উপদেশ সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে। ৬।৩

যে মুনি (জ্ঞান) যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়, যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, শম অর্থাৎ নিবৃত্তিই তাঁহার সহায়।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। ৪।৩৮

ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর নাই; যোগসিদ্ধ পুরুষ কালক্রমে সেই জ্ঞান আপনাতে লাভ করেন। জ্ঞানতেই কর্ম্মের পরিসমাপ্তি—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, জ্ঞানেতেই সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠরাশি ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।

এই সমস্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই—যে জ্ঞান লক্ষ্য—কর্ম্ম সোপান—

নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি করিয়া জ্ঞানমঞ্চে আরোহণ করিতে হইবে। যিনি তথায় আরূঢ় হইয়াছেন তাঁহার আর কর্ম্ম নাই।

কি উপায়ে এই জ্ঞানলাভ করা যায়? গীতা উপদেশ দিতেছেন—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

যিনি শ্রদ্ধাবান্, নিষ্ঠাবান্ ও সংযতেন্দ্রিয় তিনিই এই জ্ঞানলাভ করেন। তৎপরঃ—কিনা ঈশ্বরপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত। ভক্তি বিনা জ্ঞানের সার্থকতা হয় না, যিনি যথার্থ জ্ঞানী তিনি ভগবদ্ভক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেইজন্য গীতায় ভগবানের ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী-কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জ্ঞানী ভগবান্‌কেই প্রীতি করেন এবং ভগবানও জ্ঞানীর প্রতি সদাই প্রসন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন
আর্ত্তো জিজ্ঞাসু রর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনো ঽত্যর্থ মহং সচ মম প্রিয়ঃ ১৬-১৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! চতুর্ব্বিধ পুণ্যাত্মা আমাকে ভজনা করেন—দুঃখার্ত্ত, অর্থপ্রার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী; ইহাদের মধ্যে অনন্যভক্তিপরায়ণ যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর একান্ত প্রিয়, জ্ঞানীও আমার প্রিয়।

গীতা জ্ঞানমার্গাবলম্বী, সুতরাং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী নহেন। গীতার মতে কাম্যকর্ম্ম নিকৃষ্ট—কৃপণাঃ ফলহেতবঃ। জ্ঞানবাদীরা কর্ম্মকাণ্ডময় বেদের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, কর্ম্ম বন্ধনকারিতা, জীবহিংসাদি অশেষ দোষের আকর, অতএব কর্ম্মত্যাগই প্রকৃষ্ট পন্থা। গীতাও কর্ম্মাসক্তির নিন্দা করিয়াছেন এবং কর্ম্মবাদীদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কর্ম্মযোগের প্রারম্ভেই বলিতেছেন:—

যা মিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং
ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য ফলং প্রতি
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

অবোধ যে বেদবাক্যে দৃঢ় বাঁধি হিয়া,
আর কিছু নাই বলি' রহে আঁকড়িয়া,
স্বর্গ সুখ একমাত্র পুরুষার্থ জ্ঞান,
স্বর্গ কামনায় সব বাহ্য অনুষ্ঠান ;
বহুক্রিয়া কর্ম্মকাণ্ড করিয়া সাধন,
ভোগৈশ্বর্য্য প্রলোভনে হয় নিমগন ;
কর্ম্মফল জন্মবন্ধ নাহি ঘুচে যার,
নানামতে ভ্রান্তমত করয়ে প্রচার।
তাদের মুখেতে কত পুষ্পিত বচন,
শুনিতে যেমন মিষ্ট বিষাক্ত তেমন,—
এ হেন বচনে ভুলে যেই মূঢ়মতি,
কামনা-আসক্ত-চিত, ভোগৈশ্বর্য্যে রতি,
কাম-কামী এরা সবে অনিশ্চিত বুদ্ধি,
কেমনে লভিবে বল সমাধির সিদ্ধি।

এইরূপ নিন্দাবাদের পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে বেদ সকল "ত্রৈগুণ্য বিষয়" অর্থাৎ সংসার প্রতিপাদক; তুমি বেদকে প্রতিক্রম করিয়া "নিস্ত্রৈগুণ্য" হও অর্থাৎ সংসারাসক্তি পরিত্যাগ কর। যখন "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" বলিয়া

ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, তখন বেদ শব্দের অর্থ কর্ম্ম-কাণ্ড বুঝিতে হইবে। কিপ্রকারে ত্রৈগুণ্য অতিক্রম করিতে পারা যায়—শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাহা কথিত হইতেছে। "(ভব) নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্"—তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও অর্থাৎ মানাপমান, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব রহিত হও। নিত্য সত্ত্বস্থ—সত্ত্বগুণাশ্রিত হও। যোগক্ষেম রহিত অর্থাৎ উপার্জ্জন রক্ষণ ভাবনাদি পরিত্যাগ কর এবং আত্মবান্ কিনা অপ্রমত্ত হও।" কেন না,

যাবানার্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ। ৪৬

এই শ্লোকের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে বঙ্কিম বাবু তাঁহার গীতাভাষ্যে যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহাই আমার সঙ্গত বোধ হয়। সে অর্থ এই যে, সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞানীর সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন অর্থাৎ কোন প্রয়োজনই থাকে না। যখন সকল স্থানই জলপ্লাবিত, ঘরে বসিয়াও জল পাওয়া যায়, তখন বাপী কূপাদিতে কেন যাইবে? তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে বেদে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড বেদে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে পুনরায় এই নিস্ত্রৈগুণ্য তত্ত্বের বিচার চলিতেছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বাসুদেব! মনুষ্য কি আচার সম্পন্ন হইলে ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন? নিস্ত্রৈগুণ্যের লক্ষণ কি?

তাহার উত্তর—

গুণেই গুণের কার্য্য জানিয়া নিশ্চিত
উদাসীন সুখে দুখে, নহে বিচলিত,
সুখ দুঃখ, লোষ্ট্র খণ্ড, কাঞ্চন পাষাণ,
স্তুতিনিন্দা প্রিয়াপ্রিয় তুল্য যার জ্ঞান,

ভেদাভেদ নাহি জানে শত্রু মিত্র পক্ষে,
মান অপমান তুল্য যাহার সমক্ষে,
সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগী হইবে যখন,
তখন ত্রিগুণাতীত জানিবে সেজন।
অনন্য ভকতি-যোগে যেজন সেবে আমায়,
হয়ে সর্ব্বগুণাতীত ব্রহ্মভাব সেই পায়। ২৩-২৬

যে জ্ঞানী সমাধি-যোগে ঈশ্বরে স্থির বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্থির প্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলা যায়। তিনিই গীতার আদর্শ জ্ঞানী। অর্জ্জুন এই স্থির প্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যে কয়েকটী শ্লোকে ভগবান্ তাহার উত্তর দিতেছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোরথান
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞঃ স উচ্যতে।
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহ স্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং
নাভি নন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোহঙ্গানীব সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্যপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

সকল কামনা বিষয়বাসনা
ত্যজে সব তুচ্ছ গণি,
আপনি আপনে রহে তুষ্ট মনে
স্থির বুদ্ধি সিদ্ধ মুনি।
দুঃখে নহে ক্লিষ্ট, নহে সুখে হৃষ্ট,
স্পৃহাশূন্য নিরময়,
কামনাবিহীন, ভয়ক্রোধহীন,
স্থিরবুদ্ধি তারে কয়।

স্নেহশূন্য ভবে আত্ম পরে সুখে,
শুভাশুভ নির্ব্বিশেষ,
নাহি অতি হর্ষ, না হয় বিমর্ষ,
কারো না রাখে বিদ্বেষ।
কূর্ম্ম যথা নিজ অঙ্গ
কোষ মধ্যে করে সংহরণ,
তেমতি বিষয় হতে
ইন্দ্রিয়ে সংহরে প্রাজ্ঞজন।

স্থিরপ্রাজ্ঞ কাহাকে বলে তাহার উত্তর এই। যিনি মনোগত সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনাতে আপনি তুষ্ট, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, রাগ, ভয়, ক্রোধ যাঁর নাই, যিনি সর্ব্ব-স্নেহশূন্য, জীবনাদির শুভাশুভে যাঁহার আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, এক কথায়, যিনি নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় তিনিই স্থিরপ্রাজ্ঞ। গীতার এই আদর্শ জ্ঞানী, সুখে স্পৃহাশূন্য হইবেক, দুঃখে কাতর হইবে না। কূর্ম্মের উপমাটী অতি সুন্দর। কূর্ম্ম যেমন কোষমধ্যে তাহার হস্ত পদাদি সংহরণ করিয়া রাখে, এবং আবশ্যক মতে জীবনের কার্য্য নির্ব্বাহ করে, ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে সেইরূপ সংযম অভ্যাস করিয়া জীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা এইরূপ নিষ্ঠাবান্ পুরুষই স্থির প্রাজ্ঞ।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি। ২।

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা; যিনি ইহা লাভ করিয়াছেন, তিনি কদাপি মোহে মুগ্ধ হন না। অন্তকালেও ইহাতে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রহ্মজ্ঞান—

গীতা অদ্বৈতবাদী অথবা দ্বৈতবাদী ইহা লইয়া মতভেদ হওয়া সম্ভব, কেননা দ্বৈতাদ্বৈত উভয় তত্ত্বই এই গ্রন্থে পোষকতা লাভ করে। ইহা হইতে এই দ্বিবিধ মতের বচন সকল সংগ্রহ করা কঠিন নহে। আবার শ্লোকের অর্থ লইয়াও অনেক সময় মতভেদ দৃষ্ট হয়। অদ্বৈতবাদী অদ্বৈত পক্ষে, দ্বৈতবাদী দ্বৈত পক্ষে ইহার একই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পক্ষে উহার সকল উপদেশই অদ্বৈতবাদে পরিণত করা সহজ; আবার শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যেরা অন্যভাবে গীতার অর্থ করিয়া থাকেন। আমার সহজ বুদ্ধিতে যাহা সোজা অর্থ বুঝিব তাহাই গ্রহণ করিব।

দ্বৈত অদ্বৈতবাদের বাদবিতণ্ডা যাহাই হউক, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, গীতা কোন সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। জ্ঞানী অজ্ঞান, পণ্ডিত মূর্খ, শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ অধিকারী—সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুসারে উঁহার অগাধ ভাণ্ডার হইতে আধ্যাত্মিক অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দ্বৈতাদ্বৈত সমালোচনা রাখিয়া সাকার উপাসনা সম্বন্ধে গীতার মনোভাব কি দেখা যাউক।

ভগবান্ বলিতেছেন—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ৪।১১

যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়। অর্থাৎ আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে, কেননা এক ভিন্ন দেবতা নাই।

হে কৌন্তেয়। যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে অন্য দেবতার

আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকে। আমার পূজার জন্য বহুবিত্তায়াসসাধ্য যাগ যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই, ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে যে যাহা অর্পণ করে—ফল, জল, পত্র, পুষ্পাঞ্জলি, আমি তাহাই সাদরে গ্রহণ করি। ৯৷২৬।

ইহলোকে কেহ কর্ম্মসিদ্ধি কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে, (৪/১২) অন্য উপাসকেরা স্ব স্ব প্রকৃতির অনুগামী হইয়া অজ্ঞানবশতঃ অন্য ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। (৭/২০)।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং। ৭/২১

যে কোন ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাকে সেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি।

যে, যে ভাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, আমি তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। কিন্তু যে সকল লোকে ফল কামনা করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে তাহারা অল্পবুদ্ধি—তাহাদের কাম্যফলও অন্তবৎ—ক্ষণস্থায়ী। দেবব্রত ব্যক্তিরা দেবলোকে, পিতৃব্রত ব্যক্তিরা পিতৃলোকে, ভূতসেবকেরা প্রেতলোকে গমন করে। আর যাহার অন্য কোন কামনা নাই, যে নিষ্কাম ভাবে আমাকে ভজনা করে, সে আমার পরমানন্দস্বরূপ অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত (অতীন্দ্রিয়) যে আমি, নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা আমার অব্যয় অনুত্তম স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে ব্যক্ত ভাবাপন্ন মনে করে। আমি যোগমায়া আবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি, সকলের সমক্ষে প্রকাশমান হই না, এই নিমিত্ত মূঢ়েরা আমাকে জন্মহীন অব্যয় বলিয়া অবগত নয়। ৭/২১-২৪, ২৫

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং
যং প্রাপ্য ননিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমং মম। ৮/২১

অব্যক্ত অক্ষর সেই, জীবের পরমগতি,
পেলে যাঁরে একবার নাহি হয় অবনতি,
লভি যোগী পুণ্যবান্ সে মম পরম ধাম,
ফিরে নাহি আসে পুনঃ পুরে সর্ব্ব মনস্কাম।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গীতার মতে সাকার উপাসনা নিন্দনীয় নহে। তবে কি গীতা সাকারবাদী? তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব। তিনি যখন ঈশ্বরকে 'অব্যক্ত, অক্ষর' বলিয়া, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, যখন স্পষ্টই বলিতেছেন "ময়া তত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা" (৯৷৪) 'আমি অতীন্দ্রিয়রূপে এই সমুদয় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছি, কিন্তু মূঢ়েরা আমাকে ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে, তখন ঈশ্বর সাকার নহেন, গীতার মত ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে।

দ্বাদশাধ্যায়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'নিগুর্ণোপাসক ও সগুণোপাসক ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে?

উত্তরে ভগবান্ কহিলেন—

যাঁহারা আমাতে নিবিষ্টমনা ও নিত্যযুক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই যোগিশ্রেষ্ঠ। আবার যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন, সর্ব্বভূতহিতে রত জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, ধ্রুব সত্য সনাতন, অক্ষর পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন।

'দেহাভিমানীরা অতিকষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত, তাহাদের অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়' (১২৷৫)। এই সমস্ত উপাসকেরা কিরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তার সোপানপরম্পরা পরে বলিয়া দিতেছেন।

প্রথম, স্থিরতররূপে আমাতে চিত্তসমাধান ও বুদ্ধি নিবেশ করিবে।

যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস যোগ দ্বারা একাগ্রতা সাধন করিতে হইবে।

যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার প্রীতির উদ্দেশে মঙ্গল কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধিলাভ হইবে। ইহাতেও অসক্ত হইলে সকল কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া সংযত চিত্তে আমার শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। যাহারা আমার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক অনন্যযোগে আমার ধ্যান ধারণা উপাসনায় নিযুক্ত হয়, আমি তাহাদিগকে অচিরাৎ এই মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। $\frac{১২}{৭-১১}$

অতএব সাকার ও নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে গীতার মত এই—তাঁহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য—ইহাদের মধ্যে কোনটাই নিষ্ফল নহে। ভক্তিই উপাসনার সার—ভক্তিশূন্য উপাসনা ভগবানের নিকট অগ্রাহ্য। ভক্তি-যুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিহীন হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পায় না। যিনি একাগ্রচিত্তে অনন্তের ধ্যান ধারণায় সক্ষম এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পারেন, তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাঁহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে।*

সাকার উপাসনা বিষয়ে গীতার মত যাহা, দ্বৈতবাদ সম্বন্ধেও কতকটা সেইরূপ মনে হয়। গীতার মতে যেমন সাকার উপাসনা কনিষ্ঠ অধি-কারীর জন্য,—সেইরূপ আমার মনে হয় তাঁহার চক্ষে দ্বৈতবাদীও কনিষ্ঠ অধিকারী. অদ্বৈতবাদীই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, জীবব্রহ্মে যে অভেদ-জ্ঞান, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান, প্রভেদ-জ্ঞান, রাজসিক জ্ঞান।

* বঙ্কিম চন্দ্র প্রণীত গীতা।

১৮/২০, ২১ জীবব্রহ্মের অভেদভাবই গীতোক্ত উপদেশের সারতত্ত্বরূপে প্রতীয়মান হয়।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহ মেবং যাস্যসি পাণ্ডব
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি।

প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবাদ্বারা জ্ঞান শিক্ষা কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে তাহার উপদেশ দিবেন।

যে জ্ঞানলাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার মোহে অভিভূত হইবে না; তুমি আপনাতে সমুদয় ভূতকে (অভিন্ন) এবং পরিশেষে পরমাত্মাতে আত্মাকে (অভিন্ন) দেখিবে।

সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি। ৬/২৯, ৩০

যে ব্যক্তি যোগযুক্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে;

যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, সে আমাকে হারায় না, আমিও তাহাকে বিস্মৃত হই না।

এই যে অভেদ জ্ঞান তাহা অতি দুর্লভ।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি—স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ৭/১৯

বহুজন্ম পরে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি "বাসুদেব সর্ব্ব" জ্ঞানলাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। "বাসুদেব সর্ব্ব" জ্ঞান কি না জগৎ ব্রহ্মে একাত্ম জ্ঞান—অভেদ জ্ঞান।

সপ্তমাধ্যায় ও বিভূতি যোগাধ্যায়ে ভগবানের যে বিভূতি বর্ণনা আছে তাহাতেও এই একাত্মভাব অভিব্যক্ত। ভগবান্ নিজ বিভূতি বর্ণনায় কহিতেছেন—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব। ৭।
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষংনৃষু। ৮।
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু। ৯।
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং।
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং। ১০।

হতে পরতর কোন ঠাঁই নাহি কিছু আর,
সবে আমা ওতপ্রোত গাঁথা যথা সূত্রে মণি হার।
সলিলে আমিই রস, প্রভা আমি রবি শশি করে,
প্রণব বেদেতে, ব্যোমে শব্দ, পৌরুষ আমি নরে;
অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে আমি পুণ্যঘ্রাণ,
তপস্বীর তপোবল, সর্ব্বভূতে আমি হই প্রাণ।
আমি সর্ব্বভূত বীজ, সনাতন, জেন আহা স্থির,
জ্ঞানীর আমিই জ্ঞান, তেজ আমি হই তেজস্বীর।

দশমাধ্যায়ে এই বিভূতি আরও বিস্তারিতরূপে বর্ণিত।

অর্জ্জুন—

পরব্রহ্ম পরম ধাম, আদি দেব পুণ্যনাম,
দিব্য পুরুষ সনাতন।
মহর্ষি দেবর্ষি নরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
স্বয়ং প্রকাশ নারায়ণ।
যাহা শুনি সত্য মানি, প্রভু সত্য তব বাণী,
ব্যাখানিলে আপনি কেশব।
তব ব্যক্তি গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
নাহি জানে দেব কি দানব।
আছ নিজ মহিমায়, জান তুমি আপনায়,
ভূতভাবন মহেশ্বর।
বিভূতি তব অশেষ, কহ দাসে সবিশেষ,
ব্যাপ্ত যাহে বিশ্বচরাচর।

* •

যোগৈশ্বর্য্য যাহা তব, বিভূতি বিচিত্র নব,
কৃপা করি কহ, জনার্দ্দন।
সে অমৃত যত শুনি, ইচ্ছা হয় আরো শুনি,
কিছুতেই তৃপ্ত নহে মন। ১২-১৮

কহিব বিভূতি মম, নাহি অন্ত, নাহি পরিমাণ,
না পারে বর্ণিতে কেহ, বলিব হে প্রধান প্রধান।
পরমাত্মা সর্ব্বগত, আমি হে সবার অন্তর্যামী,
আমি আদি, আমি মধ্য, সকল জীবের অন্ত আমি।
আদিত্যের আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্গণে আমি অংশুমান্,
মরীচি মরুতদলে, নক্ষত্রে সুধাংশু কান্তিমান্।
বেদে আমি সামবেদ, দেবগণে আমি হে বাসব,
ইন্দ্রিয়গণেতে মন, জীবকুলে চেতনা পাণ্ডব। ১৯-২২
মহর্ষির আমি ভৃগু, বচনেতে ওঁকার অক্ষর,
যজ্ঞে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবরেতে হিমগিরিবর। ২৫
সাগর মন্থনজাত, উচ্চৈঃশ্রবা আমি হয়েশ্বর,
গজেন্দ্রে ঐরাবত, নরকুলে আমি নৃপবর। ২৭
সকল সৃষ্টির আমি, আদি অন্ত মধ্য, হে অর্জ্জুন,
বিদ্যায় অধ্যাত্মজ্ঞান, বাগ্মিদের বাদ সুনিপুণ।
সমাস সমূহে দ্বন্দ, অক্ষরের আমি হে অকার,
আমিই অক্ষয় কাল, বিশ্বমুখ বিধাতা সবার। ৩২-৩৩
আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, ভবিষ্যৎকল্প মহাযোনি,
কীর্ত্তি, বাক্, শ্রী, ক্ষমা, মেধা, স্মৃতি, ধৃতি, দেবী স্বরূপিণী। ৩৪
সামবেদে বৃহৎসাম, গায়ত্রী ছন্দের ভিতর,
মাসে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুতে বসন্ত ঋতুবর। ৩৫
বৃষ্ণিবংশে বাসুদেব, পাণ্ডবে গাণ্ডীব ধনুর্ধর,
কবিকুলে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে ব্যাস মুনিবর।

এত কথায় কাজ কি ?

যা কিছু প্রভাব, বল, শ্রী, ঐশ্বর্য্যযুত,
মম তেজ অংশে তাহা সকলি সম্ভূত।
অথবা বাহুল্যে এত কিবা প্রয়োজন ?
একাংশে ব্যাপিয়া রহি সমগ্র ভুবন। ৪১-৪২

ভগবান্ আপন বিভূতি আপনাতে মিলাইয়া অর্জ্জুনের সমক্ষে প্রকাশিত হইলেন, সে যে অভূতপূর্ব্ব অপরূপ দৃশ্য তাহা একাদশাধ্যায়ে বর্ণিত।

দেখ পার্থ দেখ চেয়ে শতরূপ সহস্র প্রকার,
নানা বর্ণে বিভূষিত, জ্যোতির্ম্ময় বিচিত্র আকার।
দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র, দেখ যুগ্ম অশ্বিনীকুমার,
কখন যা দেখ নাই, বহুরূপ, চিত্তচমৎকার।
একত্রিত এক ঠাঁই সমুদয় বিশ্ব চরাচর,
দেখ যাহা ইচ্ছা তব, মম দেহে রহে স্তরে স্তর।
তোমার এ চর্ম্মচক্ষে এ দৃশ্য না আসিবে কখন,
দিব্য চক্ষু করি দান, হবে তাহে স্থূলতদর্শন। ৫-৮

সঞ্জয়—

এত কহি, হে রাজন্, যোগেশ্বর হরি
প্রকাশিলা ধনঞ্জয়ে শ্রীমূর্ত্তি মাধুরী।
বহু মুখ, বহু নেত্র অদ্ভুত দর্শন,
বহু দিব্য অস্ত্র-সজ্জা, দিব্য আভরণ,

দিব্য মাল্য গলদেশে, দিব্যাম্বরধর,
দিব্য গন্ধে সুবাসিত সর্ব্বকলেবর।
অত্যাশ্চর্য্যময় দেব, অনন্ত, অব্যয়,
বিশ্বমুখ ব্যাপিয়া রহেন সমুদয়।
একত্রে সহস্র ভানু, অযুত কিরণে,
আলো করি দশদিক্ উদিলে গগনে,
সহস্র সহস্র রশ্মি দীপ্তি নাহি পায়
দেবের সে অতুলন প্রভার ছটায়।
দেব-দেবদেহে দেখে কিরীটি তখন
বহুরূপ ধরি শোভে নিখিল ভুবন। —১৪

অর্জ্জুন যখন এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার স্বীয় মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

এই এক চিত্র; আর একদিকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পুরুষোত্তমরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'পুরুষ' তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—ক্ষর, অক্ষর, এবং ক্ষরাক্ষরের অতীত, লোকত্রয়ভর্ত্তা, অবিনাশী পরমাত্মা।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদায় ভূতই ক্ষর এবং কূটস্থ পুরুষ অক্ষর।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যোলোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

ইহা ভিন্ন অন্য একটী উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পরমাত্মা। সেই অবিনাশী পরমেশ্বর এই লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষরেরও উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত।

এই তিনটী শ্লোক দ্বৈতবাদীদিগের বীজমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এখানে জীবব্রহ্মের অভেদভাব নাই। ক্ষরাক্ষরের অতীত পরম পুরুষ আছেন, যিনি এই জড় ও চেতনশীল জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। জড়, জীব ও পরমাত্মা এখানে এই তিন পৃথক্ সত্তাই স্বীকৃত হইয়াছে।*

আর এক দিক্ দিয়া দেখা যায় যে, গীতার ধর্ম্ম ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম; যেখানে ভক্তি, সেখানে উপাস্য উপাসকের পরস্পর সম্বন্ধ, অন্য কথায়, দ্বৈতভাব অপরিহার্য্য। সে হিসাবে গীতাকে দ্বৈতবাদী বলা অসঙ্গত হয় না। গীতায় যেখানে জগৎ আর ঈশ্বর এক বলিয়া উল্লেখ আছে, দ্বৈতবাদীরা বলেন যে সেখানে ঈশ্বরের সহিত জগৎকে একীভূত করা গীতার উদ্দেশ্য নহে। সাধক যখন ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও অপরিচ্ছিন্নতা এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপর জগতের একান্ত নির্ভর—এত নির্ভর যে ঈশ্বর যদি আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে জগতের কিছুই থাকে না—গাঢ়রূপে আলোচনা করেন এবং অত্যন্ত অনুভব করেন, তখন স্বভাবতঃ তাঁহার মুখ হইতে যে সকল বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহা কতকটা অদ্বৈতবাদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।*

*ভগবদ্গীতা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত।

দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, এই নামে সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়া পড়ে, তাই এ দুই নামের কোনটাই গীতার উপযুক্ত নাম নহে। আমার মতে গীতাধর্ম্মকে ঈশ্বরবাদ বলা যোগ্যতর। আমি সেই মতকে ঈশ্বরবাদ বলি, যাহার বিষয় নির্গুণ ব্রহ্ম নহে কিন্তু পরমপুরুষ পরমেশ্বর। ঈশ্বরের স্বরূপের দুই দিক্ আছে। এক দিক্ দিয়া দেখিলে তিনি অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অনন্তস্বরূপ; নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা—তিনি বাক্য মনের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অন্য দিকে জীব ব্রহ্মে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভূত চরাচর তাঁহার 'অপরা প্রকৃতি'—জীবাত্মা 'পরা প্রকৃতি'। ইহাতে সূচিত হইতেছে যে পরমাত্মার সহিত ভূত চরাচর অপেক্ষা জীবাত্মার এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তিনি আমাদের উপাস্য দেবতা, আমাদের প্রীতি, ভক্তি, পূজা, অর্চ্চনা গ্রহণ করিতেছেন; তিনি আমাদের পিতা, পাতা ও সুহৃৎ; তিনি পাপীর পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা, 'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ"—ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সকলের প্রভু, মহান্ পুরুষ। এ দুই ভাবই গীতায় অভিব্যক্ত। এইজন্য যদি কোন নাম দিতে হয়, তবে গীতাকে ব্রহ্মবাদী বা ঈশ্বরবাদী বলাই ঠিক। উহাতে এমন অনেক কথা আছে যাহা দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, উভয় পক্ষের লোকেই নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। এই ভাবের কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

জ্ঞেয় এক পরব্রহ্ম, বিভু বিশ্বাতীত,
সৎ বা অসৎ, যিনি দুয়েরই অতীত;
সর্ব্বদিকে চক্ষু তাঁর, মস্তক, আনন,
সর্ব্বদিকে বাহু তাঁর, সর্ব্বত চরণ,
সর্ব্বত শ্রবণ তাঁর না কিছু লুকায়,
ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর স্বীয় মহিমায়।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আর যাহার যে গুণ,
সবার ভিতরে জ্বলে তাঁহার আগুন ;
অথচ আপনি তিনি ইন্দ্রিয়বর্জিত,
সবার আধার, স্বয়ং সঙ্গবিরহিত।
সত্ত্ব আদি গুণত্রয় পালিত তাঁ হতে ;
অথচ নির্গুণ তিনি, নির্লিপ্ত জগতে।
ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর, বাহির অন্তর,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, বুদ্ধি অগোচর ;
দূর হৈতে দূরে তিনি ছাড়ায়ে আকাশ,
তেমনি অন্তরে দেখ তাঁহারই প্রকাশ।
কারণ রূপেতে যেই অভিন্ন বিরাজে,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত জীবগণ মাঝে।
জগত জনন তিনি, জগত পালন,
তিনিই প্রলয়কালে সংহার কারণ ;
সব জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্মান্ তাঁহার আভায়,
তিমির অতীত সে যে অকলঙ্ক ভায়,
তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় তিনি; লভ্য হন জ্ঞানে,
সবার হৃদয় পূর্ণ তাঁর অধিষ্ঠানে। ১৩—১৭

গীতার ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ।

ভক্তিযোগ।

অধ্যাত্ম জগতে জ্ঞানের একাধিপত্য নাই। ব্রহ্মের স্বরূপ কেবল জ্ঞানের দ্বারা কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই; ঋষিগণ তাঁহাকে বাক্য মনের অগোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে প্রেম পথের অনেক যাত্রীও তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছেন। 'প্রখর বুদ্ধি' যেখান হইতে ফিরিয়া আসে, প্রেম অনেক সময় ক্লিষ্ট ক্লান্ত পথিককে সেই পথে পৌঁছিয়া দেয়। সত্য বটে যে বিজ্ঞান সারথী সঙ্গে না থাকিলে প্রেম অনেক সময় আমাদিগকে অপথে লইয়া যায়, ভক্তি অনেক সময় অপাত্রে নিয়োজিত হইয়া মনুষ্যকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, তেমনি আবার জ্ঞান্ যদি প্রেমের গণ্ডী ছাড়িয়া যায় তবে তাহা নীরস, দাম্ভিক ও অবিমৃষ্যকারী হইয়া উঠে। অতএব আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন জন্য জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মোদ্যম, মনুষ্যের আত্মা এই তিনটী অবয়বে সুসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এই হেতু গীতা জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভগবান্ বলিতেছেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।

আমাতে নিবিষ্টচিত্ত অনন্যশরণ,
শ্রদ্ধা সহকারে করে ভজন পূজন,
আমায় যে উপাসয়ে কায়মনঃপ্রাণে,
যোগিশ্রেষ্ঠ যুক্ততম সবে তারে মানে।

আমায় তন্ময়চিত্ত, ধ্যানপরায়ণ,
ভজে যেই প্রেমানন্দে হইয়া মগণ
হেন ভক্তে করি আমি বুদ্ধিযোগ দান,
যাহাতে অবাধে তিনি আমাকেই পান।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তোমদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি যুক্তে বং আত্মানং মৎপরায়ণঃ

আমাতেই কর তুমি আত্মসমর্পণ,
জীবন্‌ মরণে লহ আমারি শরণ,
ভজন পূজন মোর কর বার বার,
আমাকেই ভক্তিভরে কর নমস্কার;

হইয়া অনন্যগতি মচ্চিত্ত মৎপরায়ণ,
আনন্দস্বরূপ মম হবে তব দরশন।

যে তু কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥

এক চিত্তে করে যাহা ধ্যান আরাধন,
আমাতে সকল কর্ম্ম করি সমর্পণ,
মৃত্যুময় ভীষণ এ সংসারসাগরে
আমার আশ্রয়ে তারা অনায়াসে তরে।

গীতাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রধানতঃ আমরা দুই দিক্ দেখিতে পাই, একদিকে জ্ঞান ও কর্ম্ম, অন্যদিকে প্রেম ও ভক্তি।

একদিকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধর্ম্মযুদ্ধে উত্তেজনা—অন্য দিকে ভক্তি ও বৈরাগ্য সাধনে আত্মাকে পরমাত্মাতে যোগযুক্ত করা। তাঁহার দিক্‌দর্শনের কাঁটা কখন একদিকে, কখন অন্য দিকে ফেরে। এই প্রসঙ্গে সেই কাঁটা ভক্তি যোগের দিকে ফিরিয়াছে; এখন গীতার ধর্ম্মকে ভক্তি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। গীতায় জ্ঞানীর যে উচ্চ আসন তাহা আমরা দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার ভক্তের প্রতি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ও প্রেম দৃষ্টি। শ্রীকৃষ্ণ একস্থানে বলিতেছেন—

জ্ঞানী ও কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ কিন্তু যিনি আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, তিনিই আমার মতে যোগিশ্রেষ্ঠ যুক্ততম।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

ভগবান্ তাঁহার ভক্তের প্রতি সদাই প্রসন্ন, তাঁহার ভক্তের বিনাশ নাই। সে তাঁহার প্রিয়তমকে হারায় না, তিনিও তাহাকে বিস্মৃত হন না—সকল অবস্থাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করেন।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

ভক্তের লক্ষণ কি ও তাঁহার প্রতি ভগবান্ কিরূপ প্রসন্ন, তাহা নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে:—

নাহি দ্বেষ কোন জনে, বাঁধে সবে মৈত্রী গুণে,
সর্ব্বজীবে সকরুণ প্রাণ;
নির্ম্মল নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখ সম যার,
শত্রুদ্বেষে, ক্ষমাবান্;

সতত সন্তুষ্ট যতী,   আমা পরে স্থিরমতি,
সংযতাত্মা যেই জিতেন্দ্রিয়,
আমাতেই বুদ্ধি মন,   সঁপয়ে জীবন ধন,
সেই ভক্ত—আমার সে প্রিয়।

অন্যে নাহি দেয় ব্যথা,   অব্যথ আপনি তথা,
নাহি জানে চিত্তের বিকার,
হর্ষ রাগ ভয়োদ্বেগ,   ক্রোধের নাহি আবেগ,
সেই ভক্ত প্রিয় সে আমার।

সর্ব্বভাবে নিরপেক্ষ,   যিনি শুচি, যিনি দক্ষ,
উদাসীন রহে নিরাধার,
কর্ম্মে নাহি অনুরাগ,   বিষয়েতে বীতরাগ,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার।

নাহি শোক, হর্ষ, দ্বেষ,   নাহি অহঙ্কার লেশ,
শুভাশুভ না করে বিচার,
আমাতে অচলা ভক্তি,   আমার অনন্যাসক্তি,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার।
শত্রু মিত্র সমজ্ঞান,   তথা মান অপমান,
অনাসক্ত ভকত উদার,
শীত উষ্ণ হর্ষ খেদ,   সুখ দুঃখে নাহি ভেদ,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যার,
স্তুতি নিন্দা তুল্য দেখে,   বাক্যেতে সংযম শেখে,
যাহা পায় সন্তুষ্ট আপনে,

দ্বেষহীন ক্ষমে রতী, প্রশান্ত সরল গতি,
প্রিয় বড় আমার সে জন।
কহিনু যে ধর্ম্মামৃত, সদা তাহে অনুরত,
উপাসয়ে যথা যে নিয়ম,
শ্রদ্ধাবান, ভক্তিমান্, আমায় তদ্গতপ্রাণ,
সব হতে মম প্রিয়তম ঐ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনার বিশ্বরূপ, যে রূপ কেহ কখন দেখে নাই, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্তচমৎকার বিশ্বমূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন। অর্জ্জুন সেই বিশ্বরূপ দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদ ভাবে ভগবানের যে স্তুতিবাদ করেন তাহা একাদশ অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। ভক্তের মুখ হইতে ভক্তি-রসের উচ্ছ্বাসময় কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—৩৩-৪৪

তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি জগতে প্রচার,
তব নামে পুলকিত অখিল সংসার,
রক্ষঃকুল শুনি ভয়ে দিগন্তে পলায়,
সিদ্ধগণ ভক্তিভরে নমে তব পায়।
কেনই বা না নমিবে, তুমি যে মহান্,
ব্রহ্মার জনক তুমি, সর্ব্ব গরীয়ান্।
সুরপতি, জীবগতি, জগন্নিবাস,
সদসৎ পরতর, পূর্ণ অবিনাশ।
তুমিই দেবাদিদেব, পুরুষ পুরাণ,
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান।

সরবজ্ঞ, জানিবার বস্তু ওহে তুমি,
অনন্ত স্বরূপে ব্যাপ্ত স্বর্গ মর্ত্ত্য ভূমি।
অনল, অনিল, যম, শশাঙ্ক, বরুণ,
প্রজাপতি পিতামহ চাহ সকরুণ।
নমি আমি করযোড়ে, নমি শতবার,
ভুয়োভুয় প্রভু পদে করি নমস্কার,
সম্মুখে, পশ্চাতে, হরি করি নমস্কার,
সর্ব্বদিকে প্রণিপাত চরণে তোমার।
তুমি হে অনন্তবীর্য্য, অমিত বিক্রম,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, পুরুষ পরম।
হেন বিশ্বরূপ তব না জানিয়া সার,
সখা জ্ঞানে বলিয়াছি আমি কতবার,
"ওহে কৃষ্ণ! হে যাদব সখা হে আমার।"
একাকী অথবা দেখি সখীগণ সনে,
আসনে, ভোজনে, কিম্বা বিহারে, শয়নে,
অবজ্ঞার পরিহাস করিয়াছি কত,
সমক্ষে পরোক্ষে করি অপরাধ শত,
মোহান্ধ হইয়া যাহা করিয়াছি কভু,
নিজ গুণে ক্ষম তাহা এ মিনতি, প্রভু!
লোক চরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগতবন্দ্য, গুরু গরীয়ান,
কেহ না সমান তব অধিক কোথায়,
তোমার মহিমা ভাতি ত্রিভুবনে তায়।

অতএব নমি, দেব, প্রণত শরীরে
তোমার প্রসাদ, প্রভু, মাগি অগ্রনীরে।

পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা,
সব সহে সখায় সখার,
সহে প্রিয় প্রেয়সীর,
সব দোষ ক্ষম গো আমার

তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে কহিলেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
শক্য এবম্বিধং দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ৫৪ ৫৫

তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, বেদ তপস্যা, দান যজ্ঞ দ্বারাও কেহ সেরূপ দেখিতে পায় না। হে অর্জ্জুন! অনন্যভক্তিযোগেই আমার এই বিশ্বরূপ স্বরূপতঃ জানিতে, দেখিতে ও ইহাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করে, যে আমার ভক্ত ও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, যে আসক্তিরহিত ও সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং॥ ৮।২২

হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ, যাঁহার মধ্যে এই ভূতসকল অবস্থান

করিতেছে, যিনি এই সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, অনন্ত ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ইহাই গীতোক্ত ধর্ম্মের সার কথা।

কর্ম্মযোগ।

গীতায় জ্ঞানী বহু সম্মানের পাত্র কিন্তু তাঁহার মান মর্য্যাদা যতই হউক না কেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞান কর্ম্ম হইতে বিযুক্ত হইলে তাহা কখনই শ্রেয়স্কর হয় না। জ্ঞান ও কর্ম্ম, এ উভয়ের যোগেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। এই হেতু গীতা কর্ম্মযোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে বিশেষরূপে যত্নবান্।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ান্ অকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপিচ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮

তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর; কর্ম্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; অকর্ম্মে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না।

গীতোক্ত কর্ম্মতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, কোন্ সূত্রে গীতার উৎপত্তি তাহা প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ অন্যায়পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে কি যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য? পাণ্ডবদের বিচারে স্থির হইয়াছিল যে যুদ্ধই কর্ত্তব্য। তাই এই উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। এই সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সারথীরূপে সঙ্গে লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক মহোৎসাহে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে স্বজন বন্ধুবান্ধব সমবেত দেখিয়া তাঁহার চিত্ত ঘোরতর বিষাদে আচ্ছন্ন হইল, যুদ্ধে তাঁহার আর প্রবৃত্তি রহিল না। কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে ধর্ম্মযুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন, পাপ আশঙ্কায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিলেন। যুদ্ধে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইলে, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া অর্জ্জুন যখন কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন যে, যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম্ম—যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য। অতএব,

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততোযুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি। ৩৮

সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উৎযুক্ত হও, তাহাতে তোমার কোন পাপ নাই।

যুদ্ধই যদি কর্ত্তব্য অতএব অপরিহার্য্য, তবে তাহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেন না ফল যাহাই হউক, যাহা কর্ত্তব্য তাহা অনুষ্ঠেয়;—করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অনেক কথার মধ্যে কর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, কর্ম্মত্যাগ কেহই করিতে পারে না, অতএব কর্ম্ম করিবে। তবে যদি কর্ম্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কর্ম্ম মঙ্গলকর হয় তাহাই করিবে।

প্রথম, ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। ৭

কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার কিন্তু ফলে কোন অধিকার নাই। ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিও না, কিম্বা কর্ম্মত্যাগে আসক্ত হইও না। সকাম কর্ম্ম যেমন দোষের, কর্ম্মত্যাগও সেইরূপ দোষাবহ।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা—সমত্বং যোগ উচ্যতে। ২।৪৮

যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। যোগ কি? "যোগ" শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে সমত্বই যোগের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। "সঙ্গ" ত্যাগ কি না আসক্তিত্যাগ—ফলকামনা পরিত্যাগ। অতএব গীতার উপদেশ এই যে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান না দিয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধি নিরপেক্ষ হইয়া, তাদৃশ যোগস্থ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিবে। ক্রিয়াকর্ম্ম যদি কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে বিয়োজিত হইয়া কতকগুলি ফলকামনায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্ম অর্থহীন বাহাড়ম্বর মাত্র, তাহার অনুষ্ঠাতার তাহাতে কোন পুণ্য নাই। এই হেতু ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবে।

দ্বিতীয়, কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে। সাংখ্য মতে প্রকৃতি-প্রসূত ত্রিগুণ হইতে সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়—পুরুষ অকর্ত্তা, উদাসীন সাক্ষীমাত্র। এই মত অনুসরণ করিয়া ভগবান্ উপদেশ দিতেছেন

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহমিতি মন্যতে ৩।২৭
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি। ১৪।১৯

প্রকৃতির গুণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু যাহারা অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত, তাহারা নিজেকে কর্ত্তা মনে করে। যখন জীব বুঝিতে পারে যে গুণ ভিন্ন আর কর্ত্তা নাই, এবং গুণের অতিরিক্ত পরমাত্মাকে দেখিতে পায়, তখন সে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।

এই হেতু, দর্শন শ্রবণ, আহার নিদ্রা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, দান গ্রহণ

প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে তত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মযোগী এইরূপ মনে করিবেন যে, ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত রহিয়াছে, আমি কিছুই করিতেছি না। ৫/৮-

তৃতীয়, ঈশ্বরে ফলাফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবে।

"যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ভগবান্ বলিতেছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর। ৩/৯

এই শ্লোকে যজ্ঞের অর্থ ঈশ্বর। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করা কি না ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করা। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম্ম, তাহা কেবল বন্ধনের কারণ। অতএব অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কর্ম্ম করিবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি। ৯/২৭-২৮

যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, যজন, ভোজন, দান, তপস্যা সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে। তাহা হইলে শুভ অশুভ সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, সন্ন্যাস-যোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

গীতা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছেন, কর্ম্মত্যাগ তাঁহার অনুমোদিত নহে। কর্ম্মাসক্তি যেমন দোষের, কর্ম্মত্যাগও তেমনি দোষের। পঞ্চমাধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস, এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়স্কর। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—উভয়ই মুক্তির সাধন, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখের কারণ।

জ্ঞানবাদী ও কর্ম্মবাদী—ইহাদের মধ্যে বহুকাল হইতে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞানবাদীরা কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী। উপনিষদের আচার্য্যেরা জ্ঞানবাদী ছিলেন। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন—

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি—অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—এ সমস্তই অপরা বিদ্যা—সেই পরা বিদ্যা যদ্দ্বারা অবিনাশী পুরুষকে জানা যায়। তাঁহারা বলেন, "বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং", জ্ঞান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়। অপর পক্ষে কর্ম্মবাদীরা কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, কর্ম্ম দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। জীবকে স্বর্গাদির সাধন যজ্ঞ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাতেই জ্ঞানকাণ্ডের সার্থকতা। সাংখ্যেরা জ্ঞানবাদী, মীমাংসকেরা কর্ম্মবাদী। গীতা এই উভয় শ্রেণীর লোকদের উল্লেখ করিয়া ইহাদের বিরোধ ভঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ইতি চাপরে। ১৮-

কোন কোন মনীষীরা কহেন, কর্ম্ম দোষাবহ বলিয়া পরিত্যাজ্য, অন্যেরা বলেন, যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম কদাপি ত্যাজ্য নহে।

গীতা বলিতেছেন—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং।
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ১৮।৭

যজ্ঞ, দান, তপঃ কর্ম্ম কদাপি ত্যাজ্য নহে, ইহাদের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য, কেন না যজ্ঞ, দান, তপস্যা মনীষিদিগের চিত্তশুদ্ধিকর পুণ্যকর্ম্ম। হে পার্থ! আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, আসক্তি ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। মোহবশত ঈদৃশ কর্ম্মত্যাগ তামস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়।

এদিকে যেমন আত্মজ্ঞানীরা বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের অসারতা অনুভব করিয়া কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইলেন, তেমনি তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনধিকারী অন্য লোকেও তাঁহাদেরও ছাড়াইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম দোষবৎ বোধে বর্জ্জনে ব্রতী হইল। কি যাগ যজ্ঞাদি অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম, কি কূপখননাদি লোকোপকারী কর্ম্ম, তাঁহারা নিত্য, নৈমিত্তিক, কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেন না। তাঁহারা কর্ম্ম-সন্ন্যাসী বলিয়া লোকের নিকট আত্মপরিচয় দিতেন। গীতা যদিও জ্ঞানবাদী, তথাপি তিনি কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অনুমোদন করেন না। গীতা বলেন যে, "কর্ম্ম যে বন্ধের কারণ হয়, তাহার হেতু এই যে, জীব ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসক্ত চিত্তে অহঙ্কার-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করে। কিন্তু জীব যদি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় কর্ম্ম করিতে পারে, তবে আর কর্ম্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারিবে না।"*

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ৬।১

* গীতায় ঈশ্বরবাদ
সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী ; নিরগ্নি, নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন।

গীতা জ্ঞানবাদী বলিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপর একেবারেই খড়্গহস্ত তাহা নহে। তিনি স্থানে স্থানে দান যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়ার যথেষ্ট প্রশংসা এবং যজ্ঞকর্ম্মে যাঁহারা অনাসক্ত তাঁহাদের বিলক্ষণ নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বর্গাদি লাভের জন্য সকাম যজ্ঞানুষ্ঠানই নিন্দার্হ। কিন্তু দেবতাদিগের প্রীতির উদ্দেশে, তাঁহাদের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ যে যজ্ঞানুষ্ঠান তাহা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। ৩।১০—১৬, ৪।৩১

গীতাব মতে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ৩।৩৫

"স্বধর্ম্মে নিধন ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ অতি।"

যাহার যে ধর্ম্ম, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। যিনি যে অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার সেই অবস্থায় কতকগুলি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। এই কর্ম্মবিভাগ হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জাতিভেদের উৎপত্তি—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"—তথাপি অন্য সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে জাতিভেদ বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে ব্যক্তি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে তাহার মধ্যেই চিরজীবন আবদ্ধ। সেই জাতির যে ধর্ম্ম, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এইরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম না করিলে জাতিভেদ-প্রথা সুরক্ষিত হয় না। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম ক্ষাত্র ধর্ম্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বলিতেছিলেন "বরং ভিক্ষাবলম্বন করিব সেও ভাল"

সেই যে তাঁহার পরধর্ম্ম অবলম্বনেচ্ছা, তাহা নিন্দনীয়। ভিক্ষাবৃত্তি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে গীতার উপদেশ এই :—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ১৮—৪৮

অনুষ্ঠানে হয় যদি কলঙ্কবিহীন,
পরধর্ম্ম হইলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,—
স্বধর্ম্ম যদিও, পার্থ, হয় অঙ্গহীন,
পরধর্ম্ম হতে তবু তাহা শ্রেয়স্কর।
করম যাহার যাহা স্বভাবনিরত,
নহে তার অনুষ্ঠানে পাপেতে দূষিত।
স্বভাববিহিত কর্ম্মে দোষ যদি রয়,
তথাপি তাহার ত্যাগ উচিত না হয়,
কোন কর্ম্ম এ সংসারে নহে দোষহীন,
রহে দেখ পাবকও ধূমেতে মলিন।

এইক্ষণে আমরা গীতোপদিষ্ট কর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিলাম। সংক্ষেপে তাহা এই :—

সাধারণতঃ কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। তুমি চাও আর না চাও, তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। কিন্তু যদি কর্ম্ম করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম ভাবে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে, ঈশ্বরোদ্দেশে তাহা অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

এ নিয়মের একটীমাত্র ব্যতিক্রম আছে—আত্মজ্ঞানী নৈষ্কর্ম্ম্যের অধিকারী।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৭।১৮

"আত্মাতেই যাঁহার রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট তাঁহার কার্য্য নাই। তাঁহার কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই; এবং কর্ম্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। সর্ব্বভূত মধ্যে তিনি কাহারও আশ্রয়ের অপেক্ষা রাখেন না।" কিন্তু আত্মজ্ঞানীদের যদিও কর্ম্ম নাই, তথাপি গীতা বলেন যে, কর্ম্ম না থাকিলেও তাঁহাদের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেন না তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে তাঁহাদের দেখাদেখি অজ্ঞানেরাও কর্ম্ম হইতে বিরত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, লোকরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত, কেন না যে যে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে। স্বয়ং ভগবান্ যাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, যাঁহার কোন বিষয় অলব্ধ নাই বা লাভ করিবার প্রয়োজন নাই, যিনি আপনার মহিমাতেই আপনি বিরাজ করিতেছেন, তিনিও কর্ম্মোদ্যমে নিযুক্ত, কারণ তিনি কর্ম্মশূন্য হইলে বিশ্বচরাচর বিশৃঙ্খলায় ছিন্ন ভিন্ন বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব কর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

এই কর্ম্মযোগের অন্তরায় কি? কে আমাদিগকে কর্ত্তব্য হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বিপথে লইয়া যায়?

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—

রজোগুণোদ্ভব কাম কৃষ্ণসাপ
কভু আসে ক্রোধরূপ ধরি
সর্ব্বভুক্ দুষ্পূর সে মহাপাপ,
তাহার সমান নাই অরি ।
বহ্নি যথা ধূমাচ্ছন্ন,
দর্পণ বা কলঙ্কে আবৃত,
জরায়ু আবৃত গর্ভ—
এই পাপে জগত ছাদিত ।

দুষ্পূর অনল সম তার তৃষ্ণা মিটে কি রে ?
জ্ঞানীর সে চিরশত্রু জ্ঞানেরে আসিয়া ঘিরে ।
মনোবুদ্ধি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে করিয়া সে অধিষ্ঠান,
মোহপাশে ফেলি নাশে দেহির বিবেক জ্ঞান ।

আগেই সংযমী তাই ইন্দ্রিয়-নিচয়,
পাপরূপী কাম রিপু কর পরাজয়—
যেই রিপু মানব-হৃদয়ে করি বাস,
শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান উভে করে নাশ । ৩৭-৪১

কর্ত্তব্য হইতে লোকে কেন বিরত হয় ? কেন না, কামনা দুর্দ্ধর্ষ—প্রবৃত্তিই বলবতী ; প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াই লোকে পাপাচরণ করে। কামনাই জ্ঞানীদিগের চিরশত্রু—ইহা দুষ্পূর, কিছুতেই ইহার পূরণ হয় না, এবং ইহা সন্তাপহেতু, এই জন্যই অগ্নিতুল্য। ইহা ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির অধিষ্ঠান-ভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। বহ্নি যথা ধূমেতে আচ্ছন্ন হয়, দর্পণ যথা কলঙ্কে আবৃত এবং গর্ভ জরায়ু দ্বারা আবৃত হয়, এই কামনা সেইরূপ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, আত্মাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে।

অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি আগে হইতেই ইন্দ্রিয় দমন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশী পাপরূপ কামকে বিনষ্ট কর।

তাঁহার উপদেশ সমাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

আমাতে রাখিলে চিত্ত, প্রসাদে আমার
এ ঘোর সংসার-দুর্গ সুখে হবে পার ;
করিলে অনাস্থা ইথে ধরি অহঙ্কার
অবশ্য হইবে তাহে বিনাশ তোমার।
অহঙ্কার বশে যদি, তুমি ধনঞ্জয়,
'না করিব যুদ্ধ বলি' করহ নিশ্চয়,
কহিনু হইবে ব্যর্থ তব অঙ্গীকার,
করিবে প্রবৃত্ত যুদ্ধে প্রকৃতি তোমার। ৫৮-৫৯

পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কহ পার্থ এবে কহিলাম যাহা
শুনিলে কি তুমি একাগ্র মনে ?
অজ্ঞান-রচিত মোহ কি তোমার
হইয়াছে দূর এ কথা শুনে ? ৭২

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন তখন আশ্বস্ত হইয়া উত্তর করিলেন—

তোমার প্রসাদে প্রভু মোহ অপনীত,
তত্ত্বজ্ঞান-স্মৃতি মম হল বিকশিত,
সকল সংশয় দূর হইল এখন,
অবাধে পালিব সর্ব্ব তোমার বচন। ৭৩

আমরা যখন কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হই,

তখন যেন ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করি এবং যখন ধর্ম্মবুদ্ধিতে সেই আদেশ প্রকাশিত হয়, তখন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া যেন নির্ভীক চিত্তে বলিতে পারি—

সকল সংশয় দূর হইল এখন,
অবাধে পালিব সর্ব্ব তোমার বচন,

পরলোক ও মুক্তি।

ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরবিষয়ক যে সমস্ত উপদেশ আছে, তাহা প্রসঙ্গক্রমে অনেক বলা হইয়াছে, এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, পরলোক সম্বন্ধে গীতার কি মত? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায়—জন্মান্তরবাদ। গীতোক্ত আত্মজ্ঞানের প্রধান তত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা। জন্মান্তরবাদ ইহার আনুষঙ্গিক আর একটী তত্ত্ব।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। ২৷১৩

দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তি। পণ্ডিত ইহাতে মুগ্ধ হন না। অর্থাৎ মৃত্যু আত্মার কেবল অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। যেমন কৌমার গেলে যৌবন, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যেমন যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ শোক করেন না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহান্তর প্রাপ্তির বেলায় কেন শোক করিব?

অপিচ,

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি

জ

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২২

মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা, পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংযুক্ত হয়।

গীতায় পাপী ও পুণ্যাত্মার যে পারলৌকিক গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা দুই প্রকার—

১। ব্রহ্ম নির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে লীন হওয়া, যদ্দ্বারা জন্মবন্ধন কাটিয়া যায়, পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয়।

২। স্বর্গ নরকাদি লোকান্তর প্রাপ্তি।

এই গীতোক্ত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মা সচরাচর দেহ ধ্বংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহান্তের প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলানুসারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে তাহার ফলে স্বর্গলাভ হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে তাহার ফলে নরকভোগ করিতে হয়। কর্ম্মফলের পরিমাণানুযায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে। তবে পুণ্যবান্ পুরুষ যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া এমন অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

কি উপায়ে কিরূপ সাধনায় জীব, জন্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হয়, গীতা অনেক স্থানে সেই বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাংগতাঃ। ৮।

মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষরূপ সিদ্ধিলাভ দ্বারা দুঃখের আলয় অনিত্য সংসারে পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পান।

ব্রহ্মকে কিরূপে লাভ করা যায়?

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে। ১০

আমাতে সতত যুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন, আমি তাঁহারদিগকে এরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নবমাধ্যায়ে ভগবান্ উপদেশ দিতেছেন,—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজীমাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ ৩৪

আমাতে মন সমর্পণ পূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, আমার পূজার্চ্চনা কর, আমাকে নমস্কার কর; তুমি এইরূপে আমাতে আত্ম-সমাধান করিলে আমায় লাভ করিবে।

ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষলাভ বিষয়ে গীতার উপদেশ এই:—

জ্ঞানের পরমা নিষ্ঠা ব্রহ্মসনাতনে
যাহে হয় লাভ সেই যোগসিদ্ধ জনে,
সংক্ষেপে তোমারে তাহা কহিব এখন,
অবধান করি, পার্থ, করহ শ্রবণ।
হয়ে শুদ্ধ মতি, হৃদি ধরি ধৃতি,
সুসংযত শ্রদ্ধাবান্,
শব্দাদি বিষয় ত্যজি বিষময়,
রাগদ্বেষ অভিমান

বিজন বিহারী, শুদ্ধমিতাহারী,
সদানন্দ নিরাময়,
লভয়ে আরোগ্য, বিষয় বৈরাগ্য
নিয়ত করি আশ্রয়।
দর্প অহঙ্কার, কাম ক্রোধ আর,
পরিহরি পরিজন,
নির্ম্মম নিষ্কাম, শান্তি অবিরাম,
ধ্যানযোগে নিমগন;
ধীর ব্রহ্মবিৎ, হয়ে সমাহিত,
ব্রহ্মে করি অবস্থান.
এড়ায়ে মরণ, সংসার বন্ধন,
ভবসিন্ধু ত'রে যান। ১৮ ৫১—৫৩

স্বর্গ নরক সম্বন্ধে গীতার মত এই :—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে। ৯ ২০—২১

সোমপায়ী পূতপাপ ত্রৈবেদিক যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া

স্বর্গলোক অভিলাষ করেন ; তাঁহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ সকল উপভোগ করেন। সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগের পর পুণ্য ক্ষয় হইলে তাঁহারা আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসেন। ত্রিধর্ম্মাচারীগণ কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া এইরূপে গতাগত ফল লাভ করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, পুণ্যকর্ম্ম ফলে স্বর্গলাভ হইলে, সেই পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী তাহার স্থায়িত্ব, তাহাতে জন্মবন্ধন নিবারণ হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

যোগে শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু যোগভ্রষ্ট মতি,
যোগসিদ্ধি বিনা, কৃষ্ণ, তাহার কি গতি ?
ভোগপথ তেয়াগিয়া নষ্ট কর্ম্মফল,
এদিকে সাধিতে মোক্ষ নাহি যোগবল,
অপ্রতিষ্ঠ এ কূল ও কূল হতে ভ্রষ্ট,
ছিন্নমেঘ সম সে কি না হয় বিনষ্ট ? ৬ষ্ঠ—৬-

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যোগভ্রষ্টে ইহপরে নাহি হয় ক্ষতি,
না কভু কল্যাণকারী লভয়ে দুর্গতি ;
পুণ্যলোকে যুগযুগ করি অতিক্রম
শ্রীমন্ত সাধুর গেহে ধরয়ে জনম ;
কিম্বা মেধ্য যোগিকুলে জনম সম্ভব,
এ হেন জনম কিন্তু জেন হে দুর্লভ।
প্রাক্তন সংস্কারে হন্তে বুদ্ধির বিকাশ,
যোগসিদ্ধি তরে পুন করে সে প্রয়াস।

*　　*　　*　　*

পাপমুক্ত হয়ে শেষে শুদ্ধসত্ত্ব যতী
জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভে পায় পরাগতি। ৬ষ্ঠ—৪৫

আবার গীতার অষ্টমাধ্যায়ে জ্ঞানী ও কর্ম্মীদের ভিন্ন ভিন্ন গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে শুক্লগতি দ্বারা মোক্ষলাভ এবং কৃষ্ণগতি দ্বারা পুনরাবৃত্তি ঘটনা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা যখন শুক্ল-পথে প্রাণত্যাগ করেন, তখন তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়; আর কর্ম্মযোগীরা কৃষ্ণ-পথে দেহত্যাগ করিলে চন্দ্রলোকে গমন করেন, তথায় স্বীয় পুণ্যফল ভোগ সমাপ্ত করিয়া পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসেন।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।

এই পথদ্বয় জানিয়া যোগী কদাচ মুহ্যমান হয়েন না।

যাঁহারা অপেক্ষাকৃত পুণ্যবান্, সাধু যাঁহাদের চেষ্টা কিন্তু দুর্ব্বলতা-বশতঃ বা অন্য কোন অনিবার্য্য কারণে, ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইতেছেন, তাঁহাদের গতি ঐরূপ।

পাপীদের গতি সম্বন্ধে গীতা কি বলেন, এইক্ষণে তাহা দেখা যাউক্। তাহা জানিতে হইলে গীতোক্ত ধর্ম্মের বিরোধী, অনাচারী, দুর্ব্বৃত্ত, আসুরিক লোকদিগের বর্ণনা যে আছে তাহা দ্রষ্টব্য। এই সকল আসুরিক লোকদের রীতি চরিত্র ষোড়শ অধ্যায়ে জলন্ত ভাবে চিত্রিত দেখা যায়।

অসুরপ্রকৃতি যারা, তত্ত্বজ্ঞান হারা,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কি বা না জানে তাহারা,
শৌচ কিবা, সত্য কিবা, না করে বিচার,
না আছে তাদের কাছে ধর্ম্ম সদাচার।

অপ্রতিষ্ঠ, জগত অসত নিরীশ্বর,
আপনা আপনি চলে বিশ্বচরাচর।
অসম্বদ্ধ পরস্পর এ জগত কহে,
কামবশে জীবজন্ম, আর কিছু নহে।
দুর্ম্মতি, জগতশত্রু, নষ্টাত্মা, পামর,
ধর্ম্মে নাহি শ্রদ্ধা, নাহি অধর্ম্মের ডর।
ঘোর অবিশ্বাস হৃদে করিয়া আশ্রয়,
উগ্রকর্ম্মা জন্মে তারা সাধিতে প্রলয়।
দম্ভমান-মদান্বিত, কামনা দুষ্পূর,
সতত অশুচি ব্রতে নিরত অসুর।
মোহে দুরাগ্রহ ধরি অশেষ প্রকার
অশুভ দুষ্কৃতি জাল করয়ে বিস্তার।
চিন্তাজ্বরে আমরণ নাহিক নিস্তার,
কামভোগে মাতে ভাবি ভবে এই সার।
শত আশাপাশে বদ্ধ, কাম ক্রোধময়,
অন্যায় অনর্থে করে অর্থের সঞ্চয়।

"আজি হল লাভ এত, পরে আরো পাব কত,"
এই ধ্যান চিন্তা অবিরত।
"এত ধন আছে হাতে, বাড়িবে আবার তাতে,
সিদ্ধ হবে সর্ব্ব মনোরথ।"
"এই রিপু হল হত, বধিব যে আরো কত,
অরিকুল করিব নির্ম্মূল,

ভোগী, সুখী, সিদ্ধকামী, সবার ঈশ্বর আমি,
মহাবল, মহিমা অতুল,
ঐশ্বর্য্যের নাহি সীমা, কুলের কিবা গরিমা,
আছে কেবা আমার সমান ?"
আমোদ প্রমোদ নানা, দান যজ্ঞ অগণনা,
মোহবশে কাঁদে সে অজ্ঞান।
বিষয়ে বিভ্রান্ত-চিত, মোহজালে সমাবৃত,
ম্রিয়মাণ হয় অবসাদে,
কামভোগে হ'য়ে সুপ্ত, বিবেক ক্রমেই লুপ্ত,
নরকে পড়িয়া শেষে কাঁদে। ৭-১৬

এই সকল আসুরিকদের গতি কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ এক স্থানে বলিয়াছেন, আমার কেবা দ্বেষ্য, কেবা প্রিয়, আমার পূজ্য বা ত্যজ্য কেহই নাই, কিন্তু এ অধ্যায়ে ভগবদুক্তি অন্য প্রকার। এই সমস্ত পাষণ্ড নরাধমদের প্রতি তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" উদ্যত বজ্র মহা ভয়ানক, তাঁহার ন্যায়দণ্ড ইহাদের দণ্ডবিধানে সদাই নিযুক্ত রহিয়াছে।

তিনি বলিতেছেন—

ক্রূর দ্বেষ্টা পাপী যারা, পাপফল ভোগে তারা;
কর্ম্ম অনুরূপ এ সংসারে;
নরাধম এই সবে, অসুর যোনিতে ভবে,
পাঠাই আমি হে বারে বারে।
আসুরী যোনিতে ভ্রমে, যুগ যুগ যথাক্রমে,
জন্ম জন্ম হেন মূঢ়মতি,

আমায় না পেয়ে, পার্থ, হারাইয়া পরমার্থ
অধ হতে যায় অধোগতি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ—পরলোক সম্বন্ধীয় গীতোপদেশের এই দুই সার তত্ত্ব। জীবের কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ গতি হয়। যিনি সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়েন। রজোগুণে মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে জন্ম হয় এবং তমসাচ্ছন্ন হইয়া দেহত্যাগ করিলে মূঢ় যোনিতে জন্ম হয়। ১৪/১৪—১৫

যিনি কল্যাণকারী তাঁহার ইহলোক পরলোকে কদাপি দুর্গতি হয় না। ৬/৪০। যোগভ্রষ্ট হইলেও সাধনাগুণে তিনি জন্মজন্মান্তরে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করেন। ৬/৪৫। মহাপাপীও জ্ঞানতরি আশ্রয় করিয়া সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। ৪/৩৬

যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইয়াছে, যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন।

ভগবৎ তত্ত্বে জ্ঞান বিকাশিত,
হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি সুধামৃত,
তাঁর চিরাশ্রিত দাস,
জ্ঞান জলধি জল—ধৌত কলুষ মল,
পায় পরাগতি, শান্তি সুনিশ্চল,
জনম বন্ধ হয় নাশ। ২/৫১

৩। দর্শন।

ভগবদ্গীতার একদিকে যেমন ধর্ম্মতত্ত্ব, অন্যদিকে সেইরূপ দর্শনশাস্ত্র—তত্ত্ববিদ্যা। ধর্ম্মতত্ত্বে নিষ্কাম কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়সংযম, সমদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তিসমন্বিত উপদেশমালায় সাংখ্য, যোগ, বেদান্ততত্ত্ব-সকল গ্রথিত রহিয়াছে। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব, ত্রৈগুণ্যবিচার; যোগের শম-দম-ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ প্রকরণ; বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ, এ সকলই গীতার মধ্যে ওতপ্রোত-ভাবে অনুস্যূত। এই প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শনত্রয় যেন পরস্পর প্রাধান্যলাভের জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। ভগবান্‌ও তাহাদের দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্য তেমনি যত্নশীল। গীতোক্ত দর্শন সাংখ্যপ্রধান অথবা যোগপ্রধান, এই বিষয়ে অনেক সময় সন্দেহ উপস্থিত হয়; সে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলিয়া রাখিলেন যে, উহারা উভয়েই এক, সাংখ্যও যা, যোগও তা, বালকেরা উহাদিগকে পৃথক্ করিয়া বলে। তিনি চা'ন যে, সাংখ্য ও যোগের, জ্ঞান ও কর্ম্মের বিবাদ মিটিয়া যায়। জ্ঞানবাদী ও কর্ম্মবাদী, ইহাদের পরস্পর পার্থক্য যত অনর্থের মূল; জ্ঞান কর্ম্ম বিনা নিরর্থক—কর্ম্মও জ্ঞান বিনা নিষ্ফল ও অমঙ্গলকর।

গীতায় বেদান্ততত্ত্বেরও বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। বেদান্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ অনুরাগ; এমন কি, একস্থানে তিনি 'বেদান্তকৃৎ,' বেদান্তকর্ত্তা বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদ তাঁহার উপদেশের সারতত্ত্ব। জীবব্রহ্মে অভেদজ্ঞানই তাঁহার মতে সাত্ত্বিক জ্ঞান—প্রভেদজ্ঞান রাজসিক জ্ঞান।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১৮।২১

কর্ম্মযোগের প্রারম্ভেই যে আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ আছে, আত্মা-পরমাত্মার অভেদভাব না দেখিলে তাহার অর্থ হয় না। সে সমস্ত উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, সুতরাং অবিনাশী। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর। যদি তাহা হয়, তবে মৃতের জন্য বৃথা শোক করিতেছ কেন? যুদ্ধে কেনই বা বিমুখ?

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত॥ ২।১৭—১৮

সেই যে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, তাঁহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহ বিনাশ করিতে সক্ষম নহে। নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে, অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

ইনি জন্মবিহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ, শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ স্পষ্টই বলিতেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭

এই জীবলোকে, সনাতন জীব আমারই অংশ। ইনি প্রকৃতিবিলীন পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন।

কি আত্মজ্ঞান, কি ব্রহ্মজ্ঞান, গীতার উপদেশসকল বেদান্তভাবে অনুবিদ্ধ; যে সমস্ত বচন পূর্ব্বাপর উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এ কথা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে। 'বিশ্বরূপদর্শন' অধ্যায়ে এই একাত্মভাব অপূর্ব্ব কবিত্বমাধুরীতে প্রস্ফুটিত। বেদান্তের সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে সাংখ্য ও যোগতত্ত্বসকল উপদিষ্ট হইতেছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে যোগশাস্ত্রের অনুশাসিত কর্ম্মযোগ—শেষ ছয় অধ্যায়ের অধিকাংশ সাংখ্যোক্ত উপদেশে পূর্ণ, মধ্যাংশ ও অন্যান্য স্থানে বেদান্ত;—গীতার রচনাপ্রণালী এইরূপ বিমিশ্র। কিন্তু এই পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের কি কোন বন্ধন-সূত্র নাই? অবশ্য আছে এবং তাহা সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ দেখিতে পান। ফলত, এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়েই গীতার প্রধান গৌরব। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, সকল শাস্ত্রের শিক্ষা—সর্ব্বপ্রকার সাধনার একই লক্ষ্য—যিনি যে পথ দিয়া গমন করুন, সেই একই স্থানে গিয়া তাঁহাকে পৌঁছিতে হইবে।—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ। ১৩—২৪

কেহ কেহ ধ্যানযোগে, কেহ সাংখ্যযোগে, কেহ বা কর্ম্মযোগে আত্মাতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন। অন্যেরা তাঁহাকে এইরূপে জানিতে না পারিয়া গুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সেই শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিরাও মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পন্থীর লক্ষ্য ও গতি একই। এইহেতু

গীতার প্রণয়নকালে যে সমস্ত দর্শনতত্ত্ব প্রচলিত ছিল, তাহার কোন-টিকেই তিনি উপেক্ষা করেন নাই—সকলকেই আপনার মতের সঙ্গে মিলাইয়া প্রশ্রয় দিতেছেন। এই সার্ব্বভৌমতা গীতার একটি বিশেষত্ব। "গীতায় সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। সেইজন্য সকল শ্রেণীর দার্শনিক, সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান আদরের চক্ষে দেখেন। গীতা বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ। কি জ্ঞানী, কি কর্ম্মী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলের পক্ষে গীতা তুল্য উপাদেয়।" এই কথাগুলি আমি হীরেন্দ্র বাবুর "গীতায় ঈশ্বরবাদ" প্রবন্ধ হইতে, উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাঁহার প্রবন্ধগুলি সারবান্, যুক্তিগর্ভ, অতি সুপাঠ্য হই-য়াছে—গীতানুরাগিমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য।

সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষরূপ দ্বৈতবাদ, বেদান্তের জীবব্রহ্মে অভেদরূপ অদ্বৈতবাদ—এ উভয়ই গীতাশাস্ত্রে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রকৃতি কোথাও অনাদি মূলতত্ত্ব, কোথাও বা ঐশ্বরী মায়ায় অবগুণ্ঠিতা। কখন স্বপ্রধান, কখনও ঈশ্বরের অধীনে কার্য্য করিতেছে। আপাতত মনে হইতে পারে, এই সকল পরস্পরবিরোধী মতের সামঞ্জস্যসাধন এক-প্রকার অসম্ভব। অথচ গীতার মধ্যে এই সমস্ত তত্ত্বের একটি সমন্বয়-চেষ্টা পদে পদে প্রত্যক্ষ করা যায়; ইহাদের মধ্যে একটি বন্ধনসূত্র আছে। সেই বন্ধন হচ্চে গীতোপদিষ্ট ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদ। হীরেন্দ্র বাবু উল্লিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হয় যে, তাহাদের মধ্যে কি একটা অসম্পূর্ণতা, কি একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে; আর গীতা ঈশ্বরবাদের অবতারণা করিয়া সেই অভাবের পূরণ করিয়াছেন, সেই অসম্পূর্ণতার মোচন করিয়াছেন। এই একটি রাসায়নিক বস্তুর সংযোগে দর্শন-শাস্ত্রকে যেন নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।" যদি তাহার প্রমাণ আবশ্যক হয়, তবে গীতার ভূমিকায় সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তদর্শনের

চিত্রে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা দেখিতে হয়, এবং হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। তিনি যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া গীতোক্ত ব্রহ্মবাদে প্রবেশ করা সহজ।

গীতা সাংখ্যমত অনুসরণ করিয়া যে ভাবে প্রকৃতিপুরুষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রথমে আমি তাহা দেখাইব। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে—

"প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার ও সুখদুঃখাদি গুণসকল প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া জানিবে।" ২০ সবিকার প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিয়া সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ :—

১। অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি।

২। বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্ব।

৩। অহঙ্কার।

৪—৮। পঞ্চতন্মাত্র। ৯—১৯। একাদশ ইন্দ্রিয়।

২০—২৪। পঞ্চ মহাভূত।

২৫। পুরুষ।

পঞ্চতন্মাত্র কিনা ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চবিষয় = শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

একাদশ ইন্দ্রিয় = পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন (অন্তরিন্দ্রিয়)।

পঞ্চ মহাভূত = ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

এই পর্য্যায় হইতে সৃষ্টির ক্রম উপলব্ধ হইবে। যথা—

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত।

পুরুষ=আত্মা, অনাদি, ইনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন।

কোন কোন সাংখ্যকার (তত্ত্বসমাস) অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার এই দুই শ্রেণীতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে বিভক্ত করেন।

অষ্ট প্রকৃতি কিনা মূলপ্রকৃতি এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই শেষোক্ত সপ্তক যদিও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু ইহারা ইন্দ্রিয় ও মহাভূতাদির সৃষ্টিকর্তা বলিয়া গৌণভাবে প্রকৃতি। এই অষ্ট প্রকৃতির ষোড়শ বিকার হচ্ছে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫। ৬ শ্লোকে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫

অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ শব্দাদি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়-পঞ্চ, একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চমহাভূত। ইহাদের নাম সবিকার ক্ষেত্র। ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি ক্ষেত্রধর্ম্ম পরের শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের সমষ্টি, চেতনা ও ধৃতি, এই দেহ ও মনোবৃত্তি সমুদায় ক্ষেত্রান্তঃপাতী। ইহারা সর্ব্বসমেত সবিকার ক্ষেত্র।

অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূতময় জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল? সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণ এই—

প্রকৃতি গুণময়ী; সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণত্রয় প্রকৃতির অন্তর্নিহিত। প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে—এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি

ঘটিলেই সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই বিপ্লবে প্রকৃতির যে প্রথম পরিণাম, তাহাই মহৎতত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কার; অহঙ্কারের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে পঞ্চতন্মাত্র, এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। পঞ্চতন্মাত্রের বিকারে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। এই পঞ্চমহাভূত স্থূলবিষয়রূপে ও জীবদেহরূপে আমাদের উপভোগ্য হয়।

সত্ত্বাদি গুণের সাম্যভঙ্গজনিত অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম পরিণাম যে বুদ্ধি, তাহা কি? বুদ্ধির অর্থ প্রকাশ, আলোক, চিৎপ্রভার প্রথম বিকাশ। যাহা সুপ্তাবস্থা হইতে প্রবুদ্ধ করে, তাহাই বুদ্ধি। বুদ্ধির অপর নাম মহৎতত্ত্ব। এই মহৎতত্ত্বকে অন্যান্য শাস্ত্রেও জ্ঞানস্থানীয় বলা হইয়াছে। মহতের পরিণাম অহঙ্কার। আগে বুদ্ধির উদয়, পরে তদ্বিষয়ে অহঙ্কার অর্থাৎ আমি, আমার, এই বিশিষ্টজ্ঞান জন্মে। বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পর প্রতিঘাত না হইলে এই জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হয় না। জ্ঞানের এই যে নিশ্চয়াত্মক বিকাশ, তাহাই অহঙ্কারের কার্য্য। অতএব বলা যাইতে পারে যে, অহঙ্কার হইতে জ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হয়। অহঙ্কার তাঁহার জ্ঞেয় বিষয় কোথা হইতে পায়? ইন্দ্রিয়সকল হইতে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় কি? আদৌ, পঞ্চতন্মাত্র = শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; ইহারাই আবার পঞ্চমহাভূতের উপাদান। "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতসকল হইতে স্থূলভূতের উৎপত্তি। এই নিয়মে, শব্দ হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে তেজ, রস হইতে জল, এবং আকাশ হইতে পৃথিবী যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভূত পর-পর ভূতের কারণ, সেজন্য পর-পর ভূতে একএকটি অধিক গুণ বিদ্যমান আছে। আকাশের এক গুণ শব্দ; বায়ু দ্বিগুণবিশিষ্ট; তেজে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ত্রিগুণ; জলে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস এবং পৃথিবীতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ অবস্থিত আছে। এই সূক্ষ্মভূত ও স্থূলভূত ইন্দ্রিয়গণের যাবতীয় বিষয়। মন ইন্দ্রিয়ের

মধ্যেই গণ্য ;—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়; উভয়াত্মক অন্তরিন্দ্রিয়। মনের ধর্ম্ম কি ?

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি।"

সঙ্কল্প, বিকল্প, কামনা ইত্যাদি মনোধর্ম্ম।

এখন কতকটা জানা গেল, আমরা যে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ করি, সেই জ্ঞানক্রিয়া সাংখ্যমতে কিরূপে সম্পন্ন হয় ? ইহা আরো একটুকু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। এই জ্ঞানক্রিয়ার প্রণালী দুই বিভিন্নপ্রকার বলা যাইতে পারে। এক এই যে, বিষয়জ্ঞান প্রথমে মনোরাজ্যে প্রবেশ করে। মন স্বোপার্জিত বিত্ত অহঙ্কারের নিকট আনিয়া দেয়। অহঙ্কার তাহা বাছিয়া লইয়া বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করে। বুদ্ধিতে সেই জ্ঞান পরিণতি লাভ করিলে তবে তাহা পুরুষের বোধগম্য হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক বিষয়গ্রহণ, পরক্ষণে তাহা মনের নিকট অর্পণ ; সঙ্কল্পাত্মক মন হইতে অহঙ্কারে, অহঙ্কার হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পৌঁছিয়া জ্ঞানের উত্তরোত্তর বিকাশ হয়। প্রকৃতির চিত্রপটে জগৎচিত্রের এই যে ক্রমবিকাশ, তাহা আরোহী প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে ইহার এই এক দৃষ্টান্ত আছে (৩৬)—

"গ্রামাধ্যক্ষগণ প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া যেমন বিভাগের কর্ত্তৃপুরুষের হস্তে আনিয়া দেয়, ইনি আবার কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করেন, কোষাধ্যক্ষ তাহা রাজার কাছে লইয়া যান ; সেইরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়গণ কোন বিষয় পাইবামাত্র মনের নিকট লইয়া যায়, মন তাহা দেখিয়া-লইয়া অহঙ্কারের হস্তে প্রদান করে, অহঙ্কার তাহা গণিয়া-গাঁথিয়া আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধির নিকট লইয়া উপস্থিত করে। বুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভাবনা বা প্রজ্ঞারূপে পরিণত হয়।"

এই গেল আরোহী প্রণালী। অবরোহী প্রণালীতে বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয়জ্ঞান অহঙ্কারে সঞ্চারিত হয়—সামান্য হইতে বিশেষে, ব্যাপক হইতে সঙ্কীর্ণে, সর্ব্বগত হইতে বস্তুগত ক্ষেত্রে অবতরণ করে। বুদ্ধি সারসত্যের আলোক ধারণ করে, অহঙ্কার তাহা আপনার গণ্ডীর ভিতর আনিয়া স্বায়ত্ত করে। বস্তুগত (objective) চৈতন্যকে ব্যক্তিগত (subjective) করা অহঙ্কারের কার্য্য। বুদ্ধিতে জ্ঞানের উদ্রেক, অহঙ্কারে জ্ঞানের কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। মন অন্তরিন্দ্রিয়, ইনি দ্বারপালের কার্য্য করেন; এই প্রহরীর কাছে আসিয়া প্রথমে জ্ঞেয়বস্তুকে আত্মপরিচয় দিয়া উপর-উপর ধাপে আরোহণ করিতে হয়, ইহার সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানের বিষয় বুদ্ধি কিংবা অহঙ্কারের কাছে পৌঁছিতেই পারে না।

"মহদাখ্যমাদ্যকার্য্যম্", "চরমোঽহঙ্কারঃ"—এই দুই কপিলসূত্রে উক্তরূপ অবরোহী প্রণালী লক্ষিত হইবে।

এইরূপে মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ অন্তর্জগতে জ্ঞানের কার্য্যনির্ব্বাহ হইতেছে, পুরুষ কিন্তু এই সকল কার্য্যের সহিত লিপ্ত থাকেন না। ঘড়ির যন্ত্রের ন্যায় প্রকৃতির কার্য্য চলিতেছে—পুরুষ উদাসীনভাবে সকল দেখিতেছেন; কখনও বা মোহবশতঃ "অহং কর্ত্তা" ভাবিয়া আত্মাভিমানে মগ্ন হইতেছেন।

গীতায় অনেকস্থানে "অব্যক্ত" শব্দ প্রকৃতি অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি", "অব্যক্তনিধনানি"—অব্যক্ত হইতে জগতের উৎপত্তি, প্রলয়কালে জগতের অব্যক্তে তিরোভাব।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ৮।১৮

প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে উহা অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়।

গীতায় মহত্তের পরিবর্ত্তে বুদ্ধিশব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু এই বুদ্ধিশব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত। বুদ্ধির একটি অর্থ নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। সাংখ্যদর্শনেও নিশ্চয়বৃত্তিমতী বুদ্ধির কথা আছে। মূল মহৎতত্ত্ব যখন শরীরে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যষ্টিভাব ধারণ করে, তখন তাহা দেহীর অন্তঃকরণে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির রূপে আবির্ভূত হয়। গীতোক্ত এই ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অর্থ ভগবানে একাগ্রবুদ্ধি—একনিষ্ঠতা।

গীতায় 'পঞ্চভূত ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার', এই অষ্টধা প্রকৃতি ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা পরে দেখান যাইবে।

গীতায় যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহা উপরে বলা হইয়াছে; ত্রৈগুণ্যবিচারেও সাংখ্যই গীতার আদর্শ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আছে—

সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণ প্রকৃতিসম্ভূত জানিবে। এই গুণত্রয় দেহীকে দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

ত্রিগুণলক্ষণ—

সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত প্রকাশক ও অনাময়; এই নিমিত্ত উহা দেহীকে 'সুখসঙ্গে' ও 'জ্ঞানসঙ্গে' বাঁধিয়া রাখে।

রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি উহা হইতে সমুদ্ভূত; উহা দেহীকে কর্ম্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখে।

তমোগুণ অজ্ঞান ও মোহজনক; উহা প্রাণীদিগকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাতে অভিভূত করিয়া রাখে।

সত্ত্বগুণ প্রাণীদিগকে সুখে মগ্ন, রজোগুণ কর্ম্মে সংসক্ত, এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া প্রমাদে আচ্ছন্ন করে। ৫-৯

গীতা বলেন—

--

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ

নাহি এই পৃথিবীতে হেন কোন জন
ত্রিদিবেও নাহি কোন দেবতা এমন,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কোথাও না পাইবে দেখিতে,
মুক্ত যেই প্রকৃতিজ ত্রিগুণ হইতে।

গীতা দেখাইতেছেন, এই বিশ্বসংসারে ত্রৈগুণ্যের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত। যজ্ঞ-দান তপস্যা, আহার, কর্ত্তা কর্ম্ম জ্ঞান, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি-ধৃতি-সুখ, এমন কোন গুণ নাই, কোন কর্ম্ম নাই, যাহা ত্রিগুণের সংস্রবরহিত। গুণভেদে ত্রিধা ভিন্ন হইয়া কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি রূপান্তর ঘটে, তাহা ১৭।১৮শ অধ্যায়ে তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো হইয়াছে।

সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিতে এই তিন বিরোধী গুণের সততই সংগ্রাম চলিতেছে, "একে অন্যকে পরাভব করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উদ্যুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন সত্ত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ, বা সুখ, বা লঘুতা উৎপাদন করিতেছে; কখনও রজ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি, বা দুঃখ বা চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে; আবার কখনও বা তম উৎকট হইয়া নিয়ম (প্রতিবন্ধ,) বা মোহ, বা গুরুত্ব উৎপন্ন করিতেছে।"

গীতাও ইহার অনুমোদন করিতেছেন:—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১৪।১০

হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোকে, তমোগুণ রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া রাখে।

যখন সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন জ্ঞানের প্রকাশ। রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভস্পৃহা, অশান্তি জন্মে, তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ সঞ্জাত হয়। ১১-১৩ সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ, তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান আবির্ভূত হয়। ১৭

প্রকৃতি-পুরুষের গুণাগুণ—

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি এবং সুখদুঃখভোগ বিষয়ে পুরুষই কারণ। ১৩/২০

যিনি প্রকৃতিকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা এবং আপনাকে অকর্ত্তারূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। ১৩/২৯

প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সকল কর্ম্ম কৃত হয়, কিন্তু অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। ৩/২৭

গীতা বলেন যে, শরীর, অহঙ্কাররূপ কর্ত্তা, চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ুর বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই পঞ্চকারণ সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ১৮/১৪। পুরুষ অকর্ত্তা। ১৬

পুরুষের লক্ষণ—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ১৩/৩১

হে কৌন্তেয়! এই অব্যয় পরমাত্মা অনাদিত্ব ও নির্গুণত্বপ্রযুক্ত শরীরস্থ হইয়াও কোন কর্ম্ম করেন না ও কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু॥ ২১

পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া প্রকৃতিজ সুখদুঃখ ভোগ

করেন। এই গুণসঙ্গই তাহার সদসদ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ।

এই সমস্ত তত্ত্ব সাধারণত কাপিলসাংখ্যের অনুযায়ী। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন! প্রকৃতি জড়, পুরুষ চেতন; প্রকৃতি সবিকার, পুরুষ কূটস্থ নির্ব্বিকার; প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন হয়, জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়—সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য; পুরুষ অকর্ত্তা, উদাসীন, সাক্ষিস্বরূপ। প্রকৃতি হইতে সত্ত্বরজস্তমোগুণ উৎপন্ন, পুরুষ তজ্জনিতসুখদুঃখভোগী। এই গুণানুবন্ধেই পুরুষ দেহে নিবদ্ধ থাকে।

প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য প্রকৃতির গুণ পুরুষে এবং পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে উপচরিত হয়। সেইজন্য বস্তুত অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে সচেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুত অকর্ত্তা না হইলেও পুরুষকে কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়।

প্রকৃতি অচেতন, সুতরাং অন্ধ; পুরুষ অকর্ত্তা, অতএব খঞ্জ=চলৎশক্তিরহিত। প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষ খঞ্জ, পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতি অন্ধ—উভয়ে সংযুক্ত থাকিয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করে। তাহাদের সংযোগের ফলেই সৃষ্টি। প্রকৃতির সৃষ্টি নিজের জন্য নহে—পরের জন্য। পুরুষ দর্শক হইয়া উপস্থিত না থাকিলে প্রকৃতি কোন কার্য্য করে না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য—পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন।

সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বরশাস্ত্র। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গই নাই। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে স্পষ্টত ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। উহার প্রথম অধ্যায়ের ৯২ সূত্র হচ্ছে—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণাভাব। সেইজন্য সেশ্বর পাতঞ্জলদর্শনের বিপরীতপক্ষে কাপিলদর্শনকে নিরীশ্বরসাংখ্য বলা হয়। সাংখ্যেরা বলেন,

প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ—প্রকৃতি পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না; অন্য কথায়, প্রকৃতি স্বতই স্বপ্রবৃত্তি করে, কোন স্বতন্ত্র চেতন কর্ত্তার অপেক্ষা রাখে না। জগতের সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের কোন হাত নাই।

গীতায় অপর পক্ষে ঈশ্বরবাদ সমুজ্জ্বল। গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব ঈশ্বরবাদপ্রভাবে অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত—এই মহা-দ্বৈতে সাংখ্যশাস্ত্রের পর্য্যবসান। "এই উভয়ের সমন্বয়ে যে চরম একত্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার আভাস নাই। গীতা কিন্তু সে চরম একত্বের সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন।" গীতার মতে ঈশ্বরই জগতের মূলকারণ—"সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ"। ৭।১০। এই পঞ্চভূতময় জড়জগৎ ও জীবভূত জগৎ, তাঁহার দুই অংশ—দুই প্রকৃতি—এক অপরা প্রকৃতি, অন্য পরা প্রকৃতি।

ভগবান্ বলিতেছেন—

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭।৪, ৫

"ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্টপ্রকার প্রকৃতি। ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; ইহা ভিন্ন আমার উৎকৃষ্টা বা পরা প্রকৃতিও জান। ইনি জীবভূতা এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ভূত চরাচর তাঁহার অপরা প্রকৃতি। ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা—"যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ"; এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি।

আবার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলিতেছেন—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৩-৪

প্রকৃতি (মহদ্‌ব্রহ্ম) মহদ্‌যোনি, আমি বীজপ্রদ পিতা; আমি এই প্রকৃতিরূপ যোনিতে সমস্ত জগতের যে বীজ নিক্ষেপ করি, তাহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ত্ততে॥ ৯।১০

প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতানিবন্ধন এই বিশ্বচরাচর প্রসব করিতেছে, এইহেতু জগৎ পরিচালিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গীতা সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া সাংখ্যমতের পোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু এই গুণত্রয় আপনা হইতেই প্রকৃতিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তিনি এ কথা বলেন না। এ বিষয়ে ভগবদুক্তি এই—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি, ন ত্বহং তেষু, তে ময়ি॥ ৭।১২

সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাবসকল আমা হইতেই উৎপন্ন এবং আমারই অধীন, কিন্তু আমি এ সকলে আবদ্ধ নহি।

গুণই সর্ব্বেসর্ব্বা নহে, গুণের উপরেও পরমাত্মা আছেন, তাহা পরের শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥

গুণই কর্ত্তা, গুণ ভিন্ন কর্ত্তা নাই, ইহা জানিয়া যিনি গুণের অতীত পরমাত্মাকেও দেখেন, তিনি আমার স্বাস্থ্যলাভ করেন।

এই সকল শ্লোক একত্র করিয়া ভাবার্থ কি পাওয়া যায়? এই যে, প্রকৃতি চরম তত্ত্ব নহে, ঈশ্বরই জগতের মূলকারণ। প্রকৃতি তাঁহার শক্তি ধারণ করিয়া বিশ্বচরাচর সৃজন করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বর সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার অধ্যক্ষতায়, তাঁহার শাসনে প্রকৃতির কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। প্রকৃতিস্থ সত্ত্বরজস্তমো-গুণ তাঁহা হইতেই প্রসূত, কিন্তু তিনি এই ত্রিগুণে আবদ্ধ নহেন। যে সাধক এই ত্রিগুণের মধ্য দিয়া ত্রিগুণাতীত পরমাত্মাকে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

প্রকৃতির ন্যায় গীতায় পুরুষতত্ত্বও ঈশ্বরভাবে অনুপ্রাণিত। গীতোক্ত পুরুষবাদ সাংখ্যপুরুষতত্ত্ব হইতে অনেক ভিন্ন। গীতা বলিতেছেন, "এই দেহে বর্ত্তমান পরম পুরুষ সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর। ইনি পরমাত্মা বলিয়াও উক্ত হয়েন"। ২২। পূর্ব্বোক্ত ৩১শ শ্লোকে "অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ" ইত্যাদি বিশেষণে পুরুষ পরমাত্মা-রূপে কথিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদভাবই গীতার সারতত্ত্ব। অন্যত্র অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন— "আমি আত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে"। এই পরমাত্মা যদিও জীবাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে কোথাও নির্দ্দিষ্ট হন নাই, তথাপি "উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর" এই শব্দগুলি, কোনটি পরমাত্মার, কোন শব্দ বা জীবাত্মার প্রযোজ্য, যেন জীবাত্মা-পরমাত্মা দুটি পুরুষ দেহমধ্যে একত্রে বাস করিতেছেন।

উপনিষদে এই ভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

মুণ্ডক ৩।১।১ ; শ্বেতাশ্বতর ৪।৬

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—উভয়ে পরস্পরের সখা। ইহাদের একজন ফলভোক্তা, অন্যজন অনাহারী থাকিয়া সাক্ষিরূপে বিদ্যমান (গীতায় যিনি অন্তর্যামী এবং ফলদাতা)।

পুরুষ এক কি অনেক ? এই প্রশ্নের উত্তর বেদান্তে একপ্রকার, সাংখ্যে অন্যপ্রকার। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু। জন্মমৃত্যুর কালভেদ, প্রকৃতি ও গুণভেদ, বর্ণাশ্রমভেদ ইত্যাদি কারণে পুরুষের বহুত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। পুরুষ যদি বহু হয়, তবে পুরুষ অর্থে পরিমিত জীবাত্মা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? অথচ সাংখ্যেরা ইহাও বলেন যে, পুরুষ সর্ব্বব্যাপী, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্বিকার-বর্জ্জিত। পুরুষের বহুত্ব এবং তাহার সর্ব্বব্যাপী অনাদি নির্ব্বিকার স্বরূপ যে পরস্পর বিরোধী, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। সে যাহা হউক, গীতা এ বিষয়ে বেদান্তের পথবর্ত্তী হইয়া বহু হইতে একে পৌঁছিয়াছেন। গীতোপদেশে অদ্বৈততত্ত্বের কিরূপ প্রাধান্য, তাহা জ্ঞানযোগ-ব্যাখ্যানে যথেষ্ট সমালোচিত হইয়াছে, এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। গীতায় প্রকৃতি-পুরুষের অন্য নাম ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রকৃতি ক্ষেত্র, পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ। ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজমান। "যেমন এক সূর্য্য সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ একই পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন"। ১৩, "যেমন সর্ব্বত্রগামী মহাবায়ু আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে (পরমাত্মাতে) অবস্থিত"। ৯।

আমা হ'তে পরতর কোন ঠাঁই নাহি কিছু আর,
সবে আমা ওতপ্রোত, গাঁথা যথা সূত্রে মণিহার। ২
গীতোক্ত পুরুষ সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষ,—অনন্যভক্তি দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায়। ২২

পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরুষ তিনপ্রকার—ক্ষর অর্থাৎ জড়-জগৎ; অক্ষর কিনা জীবাত্মা; এবং ক্ষরাক্ষরের অতীত বিশ্বভুবনভর্ত্তা পরমাত্মা যিনি, তিনি পুরুষোত্তম। এইস্থলে সাংখ্যপুরুষের উর্দ্ধে সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় পরমপুরুষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন!

অতএব দেখা যাইতেছে, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বে ঈশ্বরবাদ সমারোপিত করিয়া গীতা তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে কি সৃষ্টি, কি মুক্তি, কিছুতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্কই নাই, সাংখ্যের লক্ষ্য যে কৈবল্যমুক্তি, তাহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়—জ্ঞান। কিসের জ্ঞান? সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান—প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত। এই জ্ঞানদ্বারা পুরুষ যখন আপনাকে আপনি সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে, তখন প্রকৃতি-নর্ত্তকীর লীলাখেলা থামিয়া যায়, সৃষ্টির বিরাম হয়, তখনই জীব দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্যধামে উপনীত হয়। ইহাই সাংখ্যপ্রদর্শিত মুক্তিপথ। গীতানির্দ্দিষ্ট মুক্তিপথ স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সে পথে বিচরণ করিতে হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া জীবের মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই।

পাতঞ্জল ও গীতা।

এই ত গেল সাংখ্য; গীতার যোগতত্ত্ব কি, তাহা এখন দেখা যাউক। গীতার যোগকাণ্ড আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে পাতঞ্জলদর্শনের সহিত যেমন তাঁহার কতক বিষয়ে মতের ঐক্য আছে, তেমনি অনেক বিষয়ে অনৈক্যও আছে। পাতঞ্জলদর্শনের পদার্থবিভাগ সাংখ্যদর্শনেরই অনুরূপ। অধিকের মধ্যে ঈশ্বর পতঞ্জলিস্বীকৃত। সাংখ্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদী, পাতঞ্জল ষড়বিংশতি তত্ত্ববাদী, সেই ষড়বিংশতত্ত্বটীই ঈশ্বর। এই কারণে পাতঞ্জলদর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামে প্রসিদ্ধ।

পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয় যোগ। যোগের অর্থ—"চিত্তবৃত্তিনিরোধ।"

এই যোগ অষ্টাঙ্গ।

"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি"—যোগের এই অষ্টাঙ্গ। ইহাদের মধ্যে পাঁচটী বহিরঙ্গ এবং ধ্যান, ধারণা ও সমাধি অন্তরঙ্গ। সমাধির উচ্চতর অবস্থাকে 'নির্বীজ' সমাধি বলে। ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থায় চিত্ত অন্যান্য বিষয়ে সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় হয়, কেবলমাত্র ধ্যেয়াকারে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। তাদৃশ অবস্থা নির্বীজ সমাধি। চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধে নির্বীজ সমাধি লাভ হয়। যে সকল চিত্তবৃত্তি ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয় জনক, সেই সকল বৃত্তির নিরোধ করাই নির্বীজ সমাধির উদ্দেশ্য।

এই সমাধিলাভের মুখ্য উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—এই তিন অনুষ্ঠানের নাম 'ক্রিয়াযোগ'। ক্রিয়াযোগ মুখ্যযোগের প্রথম সোপান। অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধনের পূর্ব্বে ক্রিয়াযোগ অবলম্বনীয়।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য যে চঞ্চল চিত্তের স্থৈর্য্য সাধনের উপায়, এবিষয়ে

পাতঞ্জল ও গীতাশাস্ত্র উভয়ের কোন মতভেদ নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

বিষয়-আসক্ত মন নানাদিকে ধায়,
বৈরাগ্য অভ্যাসে বশী বশে আনে তায় ;
সংযত না হলে চিত্ত যোগ সুদুর্লভ,
অভ্যাস বলেতে কিন্তু হয় সে সুলভ। ৩৫-৩৬

গীতা পাতঞ্জল প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগের ও সাধারণতঃ অনুমোদন করিতেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের ২৭-২৮, ষষ্ঠ অঃ ১০-১৪, ২৪-২৬ শ্লোক গুলিতে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতির উপদেশ আছে ; অবশেষে চিন্তা হইতে উপরত হইয়া মনকে আত্মাতে স্থাপন পূর্ব্বক সমাধিসাধনের উপদেশ—অষ্টাঙ্গ যোগের সমগ্র প্রণালী সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ঈশ্বরপ্রণিধান পাতঞ্জলযোগের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটী উপায় মাত্র। এই উপায়ই যে অদ্বিতীয় বা মুখ্য উপায়, পাতঞ্জল তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু গীতার নিজস্বযোগ পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হওয়া—তাহাই গীতোপদিষ্ট অধ্যাত্মযোগ। হীরেন্দ্র বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, "পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে যোগসিদ্ধির কোন বিশেষ বাধা হয় না, কারণ, ঈশ্বরপ্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের মধ্যে অন্যতম উপায় মাত্র। কিন্তু গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ—ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব। সেইজন্য গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ।" সাধন দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধে কৃতকার্য্য হইলাম কিন্তু ভজন দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমামৃত রস পান

করিলাম না, তবে সে সাধনের ফল কি ? চিত্তকে বশীভূত করাই বা কিজন্য ? "চিত্তবৃত্তি নিরোধ," গীতার চরম লক্ষ্য নহে, উপায় মাত্র। গীতার লক্ষ্য ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ—ব্রহ্ম-সম্মিলন। গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি ভগবানে চিত্তসংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন। যোগী ব্যক্তি প্রশান্তাত্মা, নির্ভীক ব্রহ্মচারী, সংযতমনা হইয়া আমাতেই চিত্তার্পণ পূর্ব্বক অবস্থান করিবেক—"মনঃসংযম্য মচ্চিত্তো-যুক্ত আসীত মৎপরঃ" (৬/১৪)—যোগীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ।

যোগের চরমফল সম্বন্ধেও পাতঞ্জল ও গীতার ভিন্ন মত। সাংখ্যের ন্যায় পাতঞ্জলদর্শনের কৈবল্যসিদ্ধি পুরুষের স্বরূপে অবস্থান। যোগ-সাধন দ্বারা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্ররূপে পুরুষ আপনাকে আপনি চিনিয়া লইলেই সিদ্ধিলাভ হইল। ইহাই কৈবল্যের অবস্থা—এই অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সকল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়; পুরুষ তখন শুদ্ধ বুদ্ধ, একক বা 'কেবল' ভাবে বিরাজ করিতে থাকেন। এই যোগ অর্থে পরমাত্মার সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না—প্রকৃতি পুরুষের যে বিয়োগ বা পার্থক্যসাধন, তাহাকেই যোগ বলে। এই কৈবল্যের অবস্থা অভাবাত্মক—দুঃখনিবৃত্তি মাত্র। গীতায় যোগের ফল যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ভাবাত্মক—সুখের পূর্ণমাত্রা—অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ।

যা লাভে অপর লাভ কিছুই না গণে,
যার গুণে গুরুদুঃখ তুচ্ছ তার মনে।

এই সুখ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়। গীতোক্ত যোগসাধনার ফলে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সহবাসজনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হয়েন।

বিরজ বিগত পাপ প্রশান্ত হৃদয়,
নিত্যশান্তি লভে যোগী হয়ে ব্রহ্মময়,

এ হেন সাধনা গুণে হয়ে পাপহীন,
ব্রহ্মপরশন সুখ ভুঞ্জে অনুদিন। ৬—২৮

আমাদের মধ্যে এক সাধারণ সংস্কার এই যে, অনাহার প্রভৃতি উপায়ে শরীরকে যত পীড়ন করা যায়, যোগের পথ ততই পরিষ্কৃত হইয়া আসে কিন্তু গীতার মত তাহা নহে। যাহারা ঈদৃশ কঠোর তপস্যায় রত থাকিয়া শরীরের প্রতি অত্যাচার করে, গীতার চক্ষে তাহারা আসুরিক প্রকৃতির লোক। সপ্তদশ অধ্যায়ে এইরূপ তপস্যা তামসিক বলিয়া বর্ণিত—

দম্ভ অহঙ্কারে স্ফীত, কামরাগে উদ্দীপিত,
অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপঃপরায়ণ,
অনশন ব্রতাচারে, শরীর শোষণ করে,
অন্তরস্থ আমাকেও করে নির্য্যাতন;
এই ঘোর তপস্যায়, যাদের জীবন যায়,
ইহাতেই নিরত যাহারা, ধনঞ্জয়,
সহে ক্লেশ অকারণ, মূঢ়মতি অচেতন,
জেন তারা ক্রূরকর্ম্মা অসুর নিশ্চয়। ৫-৬

গীতোক্ত যোগপ্রণালী অন্যতর। অতি ভোজন বা একান্ত উপোষণে যোগ হয় না; অতিনিদ্রা অথবা নিদ্রা পরিহারেও যোগ হয় না; যুক্তাহার বিহার, যুক্তকর্ম্ম চেষ্টা, যুক্ত নিদ্রা জাগরণ, এই সমস্ত উপায়ে দুঃখবিনাশন যোগসাধনে সিদ্ধিলাভ হয়। ৬—১৭

গীতা এই যে যোগাভ্যাসের নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, ইহা গৃহী, সন্ন্যাসী সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। গীতার মতে শরীরশোষণ যোগ নহে; আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যায় দেহ-মনের অবসাদ

সংঘটন যোগ নহে। শরীরের উৎপীড়নে মনও ক্লিষ্ট হয়, এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি এই বিষয়ে বুদ্ধদেবের নির্দ্দিষ্ট মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন; এই পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সাধক আপন গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে সমর্থ হয়েন।

গীতায় যোগের অর্থ একপ্রকার নহে; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যোগশব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যে সমত্বজ্ঞান, তাহাই যোগ। যাহার ফল-সিদ্ধিতে হর্ষ নাই, বা অসিদ্ধিতে দুঃখ নাই, তাহার পক্ষে সিদ্ধি অসিদ্ধি সমান। এই ফলাফলে সমদৃষ্টিই যোগ—সমত্বং যোগ উচ্যতে। (৪৮). পরবর্ত্তী শ্লোকে যোগের অর্থ বলা হইতেছে "কর্ম্মকুশলতা।"

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে—
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব—যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলং। ৫০

"বুদ্ধিযুক্ত যিনি তাঁহার সুকৃতি দুষ্কৃতি নাই, অর্থাৎ তিনি যাহা করেন, তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নিষ্কাম ভাবে করেন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর—কর্ম্মে কৌশলই যোগ।" ইহার সহজ অর্থ এই হয় যে, যিনি কর্ম্মে কুশলী, আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল যথা-বিধি নির্ব্বাহ করেন, তিনিই যোগী। কিন্তু ইহার আরও গূঢ় অর্থ আছে। এক শ্লোকে যোগের লক্ষণ "সমত্ব", অন্য শ্লোকে "কর্ম্ম-কুশলতা", এই দুই শ্লোক মিলাইয়া প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এইরূপ অর্থ করেন যে, কর্ম্ম বন্ধন জনক, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নিরপেক্ষ ভাবে কর্ত্তব্যসাধন দ্বারা, ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ত্তব্যসাধন দ্বারা, তাদৃশ বন্ধনকেও যদি মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্ম্মে কৌশল বা চাতুর্য্য বলা যায়। এরূপ ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে যে কর্ম্মও করা হইবে, অথচ কর্ম্মজনিত বন্ধনও ঘটিবে না।

কর্ম্মযোগ ছাড়িয়া যে সন্ন্যাস, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ রূপ যে সন্ন্যাস, তাহা গীতার অনুমোদিত নহে। গীতার মতে এরূপ সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। যিনি ফলে বিতৃষ্ণ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী; কিন্তু যিনি নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ যিনি অগ্নি-সাধ্য ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নন, যোগীও নন। * গীতার যিনি আদর্শ যোগী, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মেতে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্ত, সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক সুখ দুঃখে অবিচলিত, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সর্ব্বভূতহিতে রত, জিতেন্দ্রিয় সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্—

ব্রাহ্মণ বিনয়ী যতী, চণ্ডাল ঘৃণিত অতি,
গাভী করী কুক্কুরে সমান,
সমদর্শী সর্ব্বঠাঁই, ভেদাভেদ কিছু নাই,
দেখিছেন সব এক প্রাণ,
হেন সাম্যময় চিতে, জেন, পার্থ, সর্ব্বরীতে,
এখানেই হয় স্বর্গ জিত;
নিষ্পাপ পুণ্য নিধান, ব্যাপ্ত সর্ব্বত্র সমান,
ব্রহ্ম ভাবে হন অবস্থিত।
প্রিয়লাভে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয়ে নহেন ক্লিষ্ট,
দুঃখে নাহি হন উদ্বেজিত,
নির্ম্মোহ নিশ্চলা মতি, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মেতে রতি,
ব্রহ্মে তিনি হন অবস্থিত।
ইন্দ্রিয় বিষয় রাগে, বিরাগ সতত জাগে,
আপনায় সদানন্দময়,

ব্রহ্মযোগে হয়ে যুক্ত, সংসার বন্ধন মুক্ত,
ভুঞ্জে চির আনন্দ অক্ষয়। ১৮—২

* * * *

আত্মায় যাঁহার মতি, আত্মায় যাঁহায় রতি,
অন্তর্জ্যোতি সদা দীপ্যমান্,
সর্ব্বভূতে হিতে রত, দ্বিধাহীন, শুচিব্রত,
আত্মতত্ত্ববিৎ পুণ্যবান্,
কাম ক্রোধ বিরহিত, সন্ন্যাসী সংযতচিত,
বিষয় বাসনা অবসান,
জিতেন্দ্রিয় সমাহিত, ব্রহ্মে হন অবস্থিত,
লাভ হয় ব্রহ্ম নিরবান্। ২৪—২৬

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পাতঞ্জল 'যোগ' দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ উপলব্ধি হইবে—এইক্ষণে মীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শনের সহিত উহার সম্বন্ধ বিচারে দুই একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মীমাংসা, বেদান্ত ও গীতা।

বেদের দুই ভাগ—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড-বেদ মীমাংসা দর্শনের বিচার্য্য বিষয়। কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া উহাকে যুক্তি-মূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। মীমাংসা দ্বিবিধ—পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা। পূর্ব্ব মীমাংসা জৈমিনি মুনি-কৃত; ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা এক্ষণে বেদান্ত দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। কর্ম্মকাণ্ড বেদ সম্বন্ধে গীতার মতামত ধর্ম্মতত্ত্ব

অধ্যায়ে সমালোচিত হইয়াছে, এই স্থলে তাহার পুণরুক্তির প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে গীতা জ্ঞানবাদী, বেদ বিহিত ক্রিয়াকলাপে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অসার ও নিষ্ফল, বেদ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, গীতা অনেক স্থলেই এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ফলে জীব স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে কর্ম্মীর অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। গীতার মতে ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যদিও গীতা জ্ঞানবাদী, তথাপি তিনি বেদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় হইতে হইবে, তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম ইহা নহে, বরং তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি দিয়াছেন এবং যজ্ঞহীন ব্যক্তিদিগকে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিতেছেন "তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সম্বর্দ্ধিত কর; দেবগণ তোমাদিগকে সুখ-ফল করুণ। পরস্পর এইরূপ সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয় লাভ করিবে। যজ্ঞের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত দেবগণ যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাঁহাদিগকে নৈবেদ্য না করিয়া যে সেই অন্ন গ্রহণ করে যে চোর"। ১১, ১২। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে "যজ্ঞহীন ব্যক্তির ইহলোক পরলোক কিছুই নাই। ৩১ ইহা সত্বেও গীতাকে যদি বৈদিক ধর্ম্মের বিদ্রোহী মধ্যে গণ্য করা যায়, তবে সে বিদ্রোহের সীমা এই পর্য্যন্ত যে তাঁহার মতে বৈদিক ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, নিষ্কাম কর্ম্মযোগাদি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিতে হইবে।

বেদান্ত-দর্শনের সহিত গীতার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ কিন্তু গীতা যে বেদান্তের প্রতিচ্ছবি তাহা বলা ঠিক নহে। সমগ্র গীতা আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে বেদান্তের নিছক অদ্বৈততত্ত্ব,

যাহাকে ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "নির্গুণ" বলেন, গীতার অদ্বৈততত্ত্ব তাহা নহে। এই নির্গুণ একত্ব ভিন্ন, বেদোপনিষদে আর একরূপ একত্বের বহুতর উল্লেখ আছে, যথা, "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ,"অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা সমস্ত জগৎ আদ্যোপান্ত আচ্ছাদিত রহিয়াছে; এই শেষোক্তরূপ সগুণ একত্বই গীতার যথার্থ ভাব বলা যাইতে পারে। গীতায় যে জগৎ ব্রহ্মে, জীব ব্রহ্মে একাত্মভাব প্রচারিত হইয়াছে, বলিতে গেলে তাহা ঈশ্বরবাদের বিরোধী নহে। ঈশ্বর এই গীতোক্ত মতের কেন্দ্র স্বরূপ; প্রকৃতি অরাবলী স্বরূপ; প্রাজ্ঞ জীবমণ্ডলী পরিধি স্বরূপ। "সাংখ্যদর্শন কেন্দ্রকে গণনা হইতে বর্জ্জিত করিয়া অরাবলী এবং পরিধির উপরেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; বেদান্ত-দর্শন অরাবলীকে মায়া বোধে তুচ্ছ করিয়া কেন্দ্র এবং পরিধির মধ্যে ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া, অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে একীভূত করিয়া, উভয়কেই নির্গুণ ব্রহ্মে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন"। গীতার মত এ উভয় দর্শন হইতে ভিন্ন। তিনি প্রকৃতি এবং জীবাত্মা এ উভয়েরই মূলে পরমাত্মার অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া, প্রকৃতি জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, এ তিনই একসূত্রে গ্রথিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন। এই ভাবে তাঁহার একাত্মভাবের গভীর অর্থ পাওয়া যায়। "এই গোড়ার ঐক্য সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে আছে; উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে আছে; জীবজন্তু এবং মনুষ্যের মধ্যে আছে; মনুষ্য পশুপক্ষী তরুলতা প্রস্তর পাষাণ এবং স্বয়ং ঈশ্বর—সকলেরই মধ্যে আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, কেন না সমস্ত জগৎ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৃষ্টি।" "সকল শক্তির মূল যখন এক ভগবান্, তখন সকল শক্তিই যে মূলত এক নহে ইহা কে বলিবে? কে জানিত যে আলোক ও তাড়িত মূলত এক? কে জানে যে আর এক শতাব্দীর

ভিতরে কি জড়শক্তি, কি প্রাণশক্তি, কি আত্মশক্তি সকলেরই মূলগত একপ্রাণতার বিজয় ঘোষণা হইবে না?" * পূর্ব্বতন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের ধারণা এই ছিল যে ঈশ্বর প্রত্যেক জাতীয় জীবের আদি-পুরুষকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। একালে বৈজ্ঞানিক জগতে সে সংস্কার আর নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই পৃথক্ ভাব হইতে ক্রমেই একত্বের দিকে যাইতেছেন—জড় ও জীবের মধ্যেও মৌলিক একত্বের নিদর্শন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিলে এ সকলকেই এক মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত, এই নিখিল বিশ্বের শিরায় শিরায় একই নাড়ী সঞ্চালিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই যে বিশ্বব্যাপী একাত্মভাব, ইহা কেবল কবির কল্পনা নহে, ইহা বিজ্ঞানের অটল সিদ্ধান্ত। ডার্বিনপ্রবর্ত্তিত অভিব্যক্তিবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া হক্স্লি স্পেন্সর প্রভৃতি মহা মহা বিজ্ঞানাচার্য্য-দিগের উপদেশ ও শিক্ষাগুণে, জগতের এই মূলগত ঐক্য এইক্ষণে বিজ্ঞানের বীজমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর নাম বহু সমাদৃত। তিনি যে বহুতর নবা-বিষ্কৃত প্রমাণসহকারে এই মহৎতত্ত্ব সমর্থন করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল ও পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বেদান্তে অদ্বৈতবাদের সঙ্গে মায়াবাদ জড়িত। মায়াবাদ সম্বন্ধে গীতার কি মত? এই এক প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমরা যতদূর বুঝি-য়াছি, গীতোক্ত মায়াবাদ বৈদান্তিক মায়াবাদ হইতে অনেক ভিন্ন। বেদান্ত মতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ ইন্দ্রজালসদৃশ মিথ্যা; অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে ইহা আমাদের নিকট ব্যবহারক্ষেত্রে সত্য

---

* অভিব্যক্তিবাদ—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ইহার বাস্তবিক সত্তা নাই। যেমন রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, সেইরূপ আমাদের মায়াচ্ছন্ন জ্ঞানে মিথ্যা জগৎ সত্যরূপে প্রতিভাত হয়! ইহা মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। গীতা বাহ্যিজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, তিনি এই জগৎকে ভগবানের একাংশ বলিয়াই স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতোক্ত মায়াবাদের অর্থ ইহা নহে যে এই জগৎ অসত্য। ভগবান্ বলিতেছেন, সেই আমার মায়া যাহা আমার অনন্ত অব্যয় স্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে, যাহার কুহকে এই জগৎ আমা হইতে পৃথক্, একমাত্র সত্যরূপে মূঢ় চিত্তে প্রতীয়মান হয়।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ং। ২৫

যোগমায়া অন্তরালে জীবে আমি রহি অপ্রকাশ,
স্বয়ম্ভু অব্যয়রূপ মূঢ় চিতে না হয় বিকাশ।

এই মায়া কি প্রকারে অতিক্রম করা যায়?

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে। ১৩-১৪

বিমুগ্ধ ত্রিগুণ গুণে সর্ব্ব বিশ্বচরাচর,
অব্যয় আমায়, পার্থ, পৃথক্ না জানে নর।
এই দেবী গুণময়ী, মায়া মম সুদুস্তর,
এ মায়া এড়ায় সাধু, ভজি মোরে নিরন্তর।

ভগবান্ আশ্বাস দিতেছেন, যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারা ঐ 'দুরত্যয়া' মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

এই মায়া ভগবানের পরমাশ্চর্য্য ঐশীশক্তি। "ঈশ্বর আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, জ্ঞানবান্ এবং হৃদয়বান্ জীবদিগের নিকট ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত করিয়া, প্রতিজনের অন্তঃকরণের যোগ্যতা অনুসারে তাহাকে আপনার অনুপম ঐশ্বর্য্যের ভাগী করিবেন, ইহারই জন্য মনুষ্যকে তিনি আপন ঐশ্বর্য্যশক্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্ করিয়াছেন।" জীবাত্মা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হয়, ঈশ্বরের 'ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য যতই জ্ঞানে উপলব্ধি করে, প্রেমে উপভোগ করে, এবং আপন ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার সহিত মিলিত করে, সেই পরিমাণে এই পার্থক্য দূরীভূত হয়। "এইরূপে গোড়ার ঐক্য হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সাধক ঈশ্বরের সহিত গাঢ় হইতে গাঢ়তর ঐক্যবন্ধনের দিকে অগ্রসর হয়—উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে সমুত্থান করে—গভীর হইতে গভীরতর অন্তরে নিমগ্ন হয়।" * সাধক বিবেক দ্বারা এইরূপে দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে, ভেদবুদ্ধি হইতে অভেদ জ্ঞানে উপনীত হন, এবং ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া অক্ষয় শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করেন;—অবশেষে মৃত্যুর পরপারে সেই জ্যোতিশ্ময় ব্রহ্মধামে উত্তীর্ণ হন, যাহা হইতে তাঁহার আর বিচ্যুতি হয় না।

যাঁহার নিয়মে এই নিখিল সংসার
পুরাণ প্রবৃত্তি চক্রে ভ্রমে বারবার,
অনাদি পুরুষ যিনি, বিশ্ব বিশ্বরণ,
তাঁহার অভয় পদে লইনু শরণ।

---

* অদ্বৈত মতের সমালোচনা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

মোহ মান হত, সঙ্গদোষ গত

কামনা অবসান,

দুঃখ পরাজিত, দ্বন্দ্ব নিবারিত,

আত্মনিষ্ঠ মতিমান্

এ হেন সুধীজন পায় ব্রহ্মপদ,

অভয় পরমগতি, শাশ্বত সম্পদ,

ব্রহ্মে করে প্রয়াণ

না ভায় যেথায় রবি, শশাঙ্ক অনলদ্যুতি,

লভে সেই ব্রহ্মধাম, যা হ'তে নাহি বিচ্যুতি। ১৬/২—৬

গীতার একদিকে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ এবং ভক্তিযোগে যেমন সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়, অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বরবাদ সূত্রে সর্ব্বদর্শনসমন্বয় সাধিত হইয়াছে। কেবল একমাত্র ঈশ্বরের অবতারণা করিয়া তিনি নীরস নির্জ্জীব দর্শনশাস্ত্র সমূহে কেমন নিঃশব্দে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন, কিরূপে তাহাদের অসম্পূর্ণতা দূর করিয়াছেন, তাহা যথাসাধ্য আপনাদের বিচারাসনে আনয়ন করিলাম,। দেখা গেল যে ঈশ্বরবাদই ভগবদ্গীতার বিশেষত্ব। সেই একই ঈশ্বর—যখন স্বীয় মহিমাতেই অধিষ্ঠিত, তখন তিনি অবিনাশী অক্ষর পরব্রহ্ম। যখন জীবভাবে অভিব্যক্ত, তখন তিনি অধ্যাত্ম নামে অভিহিত। দেব ও মানব সম্বন্ধে তিনি অধিদৈবত, দেবাধিদেব পরম দেবতা। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী অথচ

সর্ব্বযজ্ঞস্বামী, যজ্ঞফলদাতা, তিনি আপনাকে অবিবিক্ত রূপে জ্ঞাপন করিতেছেন। যাহারা তাঁহার অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয় স্বরূপের ধ্যান ধারণায় অসমর্থ, তাহারা তাঁহাকে অবতার বা ব্যক্ত ভাবে আরাধনা করে। যে যে ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করে, যদি তাহা ভক্তিপূর্ণ আন্তরিক উপাসনা হয়, তাহাই তাঁহার গ্রাহ্য—ভক্তদত্ত প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্য দর্শন হইতে তাহা কত ভিন্ন! গীতার যে প্রকৃতিবাদ, তাহাতে প্রকৃতি ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি। গীতোক্ত যে পুরুষ, তিনি ক্ষর, অক্ষর এবং ক্ষরাক্ষরের অতীত পরমপুরুষ, যিনি বেদে ও লোক মধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত।

এই যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা পরম পুরুষ, ইনি চেতনাচেতন সকল জগতের কারণ ও আশ্রয়। এই সৃষ্ট জগৎ তাঁহার অংশ, অথচ তিনি সৃষ্ট বস্তু সকল হইতে ভিন্ন। সত্ত্ব রজ তমোগুণ তাঁহা হইতে উৎপন্ন, অথচ তিনি এই ত্রিগুণে লিপ্ত নহেন। ভূতচরাচর তাঁহার নিকৃষ্ট অংশ, তাঁহার যে শক্তি জীবস্বরূপা, তাহাই তাঁহার পরাপ্রকৃতি বা প্রকৃষ্টাংশ; এইজন্য অচেতন জড়জগৎ অপেক্ষা জীবাত্মার সহিত তাঁহার নিকটতর সম্বন্ধ। পিতা পুত্রের পরস্পর যে সম্বন্ধ, প্রিয় প্রেয়সীর যে সম্বন্ধ, সখা সখায় যে সম্বন্ধ, জীব ব্রহ্মে সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই জীবাত্মা অমর; আত্মার অবিনাশিতা গীতোক্ত আত্মতত্ত্বের প্রধান তত্ত্ব।

'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—

শরীর নষ্ট হইতে পারে কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। আত্মা অমৃতের অধিকারী, পরমাত্মার সহিত সুম্মিলনেই তাহার পরাগতি,

তাহার মুক্তি। এই জীব ও ব্রহ্মের সম্মিলনের নামই 'যোগ'। সমগ্র গীতাতেই এই যোগসাধনের উপদেশ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বারবার আশ্বাস দিতেছেন যে আমার ভক্তের বিনাশ নাই এবং ভক্তকে আপনার অমৃত নিকেতনে আহ্বান করিতেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাংনমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।

আমাতেই প্রাণ মন সকলই সঁপিয়া
ভক্ত মম হও তুমি, সর্ব্ব তেয়াগিয়া ;
ভজ মোরে নিরন্তর, কর নমস্কার,
আমাকে পাইয়া হবে ভবসিন্ধু পার।
সত্যই প্রতিজ্ঞা করি কহিনু এখন,
তোমারে যে ভালবাসি দিতেছি বচন।

তেয়াগিয়া সর্ব্বধর্ম্ম আর,
লহ এক আমারই শরণ,
হরিব সকল পাপভার,
করিও না শোক অকারণ॥

সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত শাস্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি এক নহে। উহাদের পরস্পর বিরোধী মত ও বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন যে কঠিন ব্যাপার, সন্দেহ নাই। এই অসাধ্য সাধনে গীতাকার কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অবশ্য বিবেচ্য। কিন্তু এই বিষয়

আলোচনা করিবার সময় ইহা মনে রাখা উচিত, যে গীতা দর্শন-শাস্ত্র নহে—ধর্ম্মশাস্ত্র। জীবের মোক্ষসাধন ও তাহার উপায় নির্দ্ধারণই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, এই ত্রিসাধনে সেই মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। কি উপায়ে এই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, গীতা সেই পথ প্রদর্শন করিতেছেন। তদ্‌ব্যতিরিক্ত যে সমস্ত দর্শনতত্ত্ব গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা উহার মুখ্য বিষয় নহে, গৌণ বিষয়। এ সকলের পরস্পর বিরোধ ভঞ্জনের চেষ্টায় গীতা তাঁহার মহান্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়েন নাই। তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথে চলিয়া সকল ধর্ম্মের যাত্রীই আপন আপন লক্ষ্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন। তাহাতে যে উদার ঈশ্বরবাদ, যে সমস্ত সমুন্নত ধর্ম্মোপদেশ আছে, তাহা বিশ্বজনীন; তাহা হইতে জ্ঞানী কর্ম্মী, দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী, সাকার নিরাকার উপাসক, সকলেই পরমার্থতত্ত্বরূপ রত্ন সংগ্রহে সক্ষম হইবেন।

প্রধান প্রধান দার্শনিক তত্ত্ব ভিন্ন, গীতায় আনুসঙ্গিক অনেক কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে মহাভারত, মনু, পুরাণাদির প্রভাব প্রতীয়মান হয়। উপনিষদের ত কথাই নাই। গীতা-মাহাত্ম্যে আছে, উপনিষদ গাভী স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে গীতা দুগ্ধ দোহন করিতেছেন; বৎস পার্থ এবং সুধীগণ সেই দুগ্ধ পান করিতেছেন। ইহাতে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক যে সমস্ত উপদেশ আছে, তাহার অধিকাংশ উপনিষদ হইতে সংগৃহীত। তদ্ভিন্ন যে অন্যান্য প্রসঙ্গ, তাহার উৎপত্তি স্থান স্বতন্ত্র।

অবতারবাদ, অদৃষ্টবাদ, সৃষ্টি প্রকরণ, যোনিভ্রমন, শুক্ল কৃষ্ণ পথের ফলাফল, সাকার নিরাকার উপাসনা, ত্রৈগুণ্য বিচার, যজ্ঞ বিধান, বর্ণ বিভাগ, দৈবাসুর বিভাগ, ইত্যাদি বিষয়ে গীতা নিজের মত যাহা

ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যথা স্থানে দৃষ্ট হইবে। গীতার সময় যে সমস্ত দর্শনতত্ত্ব, যে সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, তাহাদের ছায়া অবশ্য গীতার পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত থাকিবারই কথা—সত্যের সঙ্গে কতকগুলি ভ্রান্তিসঙ্কুল কুসংস্কার ও জড়িত থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে ভগবদ্গীতা ভারতের গৌরব, অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহা প্রত্যেক হিন্দুরই আদরের সামগ্রী। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে এমন একটী সর্ব্বতোমুখী ধর্ম্মগ্রন্থ দ্বিতীয় আর নাই। শুধু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র কেন, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গীতা মহোচ্চ আসন অধিকার করেন, সন্দেহ নাই। গীতার দার্শনিক মতামত ও অপরাপর তত্ত্বের সবিস্তার সমালোচনা করা এই প্রকরণের উদ্দেশ্য নহে, অতএব এই 'পুণ্যাধার' কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদ সঞ্জয়ের বাক্যে এখানেই শেষ করি—

যে পক্ষে রহেন কৃষ্ণ, মহাযোগেশ্বর,
যে পক্ষে গাণ্ডীবধন্ব পার্থ বীরবর,
রাজে সেথা রাজ্য লক্ষ্মী, চির অভ্যুদয়,
বিরাজিত ধ্রুবনীতি, অনন্ত বিজয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন-বিষাদ।

কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইলে বেদব্যাস কুরুকুলপতি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"মহারাজ! আপনি কি স্বচক্ষে এই যুদ্ধ ব্যাপার দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন?" ধৃতরাষ্ট্র ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায় ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দূতরূপে নিয়োগ করেন এবং তাঁহাকে তদুপযোগী অশেষবিধ ক্ষমতায় সুসম্পন্ন করিয়া যুদ্ধ বিবরণ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণগোচর করিতে তাঁহারে প্রতি আদেশ করেন। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সারথি ও অর্জ্জুন রথীরূপে শ্বেতাশ্বযুক্ত স্যন্দনে আরূঢ় ছিলেন। রণক্ষেত্রে পিতা পুত্র, পিতামহ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু সমবেত দেখিয়া অর্জ্জুনের মনে নানা তর্ক বিতর্ক ও সন্দেহ উদয় হইয়া যুদ্ধে বিরাগ জন্মে সেই সকল সন্দেহ দূর করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দেন। এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া ভগবদ্গীতা বিরচিত ও কৃষ্ণোপদিষ্ট সারগর্ভ গম্ভীর তত্ত্ব সকল গীতায় অভিব্যক্ত। যুদ্ধের প্রারম্ভে সমরক্ষেত্র হইতে সঞ্জয় সংবাদ লইয়া আগত হইলে—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূং।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
সমবেত যবে সৈন্যদ্বয়,
কৌরব পাণ্ডব পক্ষে,
কি করিল বল, হে সঞ্জয়। ১

সঞ্জয়ের উত্তর—

হেরিয়ে সম্মুখে, নৃপ,
ব্যূহবদ্ধ পাণ্ডুসৈন্যগণ,
দ্রোণাচার্য্যে সম্বোধিয়ে,
কহিলেন রাজা দুর্য্যোধন। ২

দেখ দেখ, হে আচার্য্য,
পাণ্ডবের সেনা অগণনা—
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য তব
করে কিবা ব্যূহের রচনা। ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানোবিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তউত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রোদ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধৃগণ

সাত্যকি, বিরাট আর
মহামতি দ্রুপদ নৃপতি,
ধৃষ্টকেতু, চেতিকান,
কাশীরাজ বীর্য্যবান্ অতি ;

পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ,
শৈব্য, সব বলের প্রধান,
উত্তমৌজা মহাতেজা,
যুধামন্যু যুদ্ধে আগুয়ান,

দ্রৌপদীর পুত্রগণ,
অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন,
ধনুর্দ্ধর, মহাবলী,
ভীমার্জ্জুন সম যোদ্ধাগণ। ৫-৬

আমার পক্ষেতে আছে
প্রমুখ সেনানী যত জন,
সমর-কুশল সবে,
তাও কহি কর হে শ্রবণ। ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং ।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥১০॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বএব হি ॥ ১১ ॥

আপনি ও ভীষ্ম, কর্ণ,
কৃপাচার্য্য জয়ের সমরে,
আরো কত শত বীর,
শুন তবে কহি পরে পরে ;
জয়দ্রথ মহারথী,
অশ্বত্থামা দ্রোণাচার্য্য-সুত,
সোমদত্ত-পুত্র যিনি
ভূরিশ্রবা ভুবন-বিশ্রুত ;
বিকর্ণ দ্বিতীয় কর্ণ,
দক্ষ নানা শস্ত্র প্রহরণে,
নহে যারা সঙ্কুচিত
প্রাণ দিতে আমার কারণে। ৮-৯

অপর্য্যাপ্ত সৈন্যবল আমাদের,
ভীষ্ম-সুরক্ষিত—
পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব সৈন্য, রহে যারা
ভীম-সুরক্ষিত।১০

ব্যূহমুখে যথাভাগে,
সাবধানে, হয়ে অবস্থিত
ভীষ্মের রক্ষণে সবে,
প্রাণপণে হও সচেষ্টিত।১১

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

রণবাদ্য

এতেক শুনিয়া ভীষ্ম
সিংহনাদে ছাড়ে শঙ্খধ্বনি,
মহারাজ দুর্য্যোধন
পুলকিত সে নিনাদ শুনি।
বাজি উঠে রণবাদ্য
শঙ্খ, ডঙ্ক, পটহ, মর্দ্দল,
উঠিল গগনভেদী
তুমুল সে জয়-কোলাহল।১৩

শ্বেত অশ্ব-যুক্ত রথে,
অতঃপর, মাধব, পাণ্ডব,
দিব্য শঙ্খ বাজাইলা—
দিগন্তে প্রসারে সে রব।১৪

হৃষীকেশ "পাঞ্চজন্য",
"দেবদত্ত" বাজান অর্জ্জুন,
ভীমকর্ম্মা বৃকোদর
"পৌণ্ড্র" ধ্বনি করে সুনিপুণ,

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯

বাজাইলা শঙ্খ রাজা যুধিষ্ঠির,—
  "অনন্ত বিজয়,"
নকুল ও সহদেব
  "সুঘোষ" "পুষ্পক" শঙ্খদ্বয়।
বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন,
  অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন,
শিখণ্ডী, সাত্যকি, কাশ্য,
  ঘোষে তারা বিজয়-নিঃস্বন।
দ্রুপদ, দ্রৌপদী-পুত্র,
  আর যত সেনার নায়ক
রণোন্মাদে শঙ্খনাদ
  করে সবে পৃথক্ পৃথক্।১৫-১৮

কি কব সে জয়রব—
  কৌরবের হৃদয় বিদরি,
স্বর্গমর্ত্য রসাতল
  কাঁপিল ভৈরব রবে ভরি।১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে। ২০।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত। ২১

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে। ২২।

যোৎস্যমানানবেক্ষ্যেঽহং যএতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যগণ
রণভূমে দেখি ব্যবস্থিত,
ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ
উপস্থিত হেরি সশঙ্কিত,
ধনুঞ্জয় মহাবাহু
মহাধনু করি উত্তোলন,
উভয় সৈন্যের মাঝে রাখ রথ,
কহিলা তখন। ২০-২১

রাখ রথ, ওই দেখ
ঘোরতর সমর উদ্যম,
দেখি আমি এ-সময়ে
কে আমার যুঝিতে সক্ষম;
দেখিব হে এই ভূমে
আসিয়াছে কোন্ বীরগণ,
দুর্ব্বুদ্ধি সে দুর্য্যোধন
তারই বা হিতেচ্ছু কয় জন। ২২-২৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমং ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সঞ্জয়।

অর্জ্জুন বচন শুনি
পুরাইয়া পার্থ-মনোরথ,
উভয় সেনার মাঝে
হৃষীকেশ থামাইলা রথ।

ভীষ্ম দ্রোণ আর যত
মহারথী মহীপতিগণ,
তাদের সম্মুখে কৃষ্ণ
কহে পার্থে করি সম্বোধন।
সুসজ্জিত হেরি সৈন্যে
হর্ষভরে হৃষীকেশ বলে,
দেখ হে কৌরব সৈন্য
সমবেত হেথা দলবলে।২৫
উভয় সৈন্যের পানে
নিরখিয়া দেখিলেন তবে,
পিতা পিতামহ পূজ্য
স্বজনাদি মিলিত আহবে;
আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা,
পুত্র পৌত্র সবে অস্ত্রধারী,
শ্বশুর, শ্যালক, বন্ধু,
দাঁড়াইয়া যুদ্ধে সারি সারি।২৬
এ সব বন্ধু বান্ধব
রণক্ষেত্রে হেরি সম্মুখীন,
কেশবে কহিলা পার্থ,
কৃপাবিষ্ট, বিষাদে মলিন।২৭

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১

অর্জ্জুন — বিষাদ

আত্মীয় স্বজন হেরি,
হে মুরারি, যুদ্ধে সম্মিলিত,
শুকায় আনন মম,
সর্ব্বঅঙ্গ হয় রোমাঞ্চিত ;
শিহরি উঠিছে গাত্র,
কাঁপে দেহ থর থর তাহে,
হাত হ'তে গাণ্ডীব খসিয়া পড়ে,
শোষে তনু দাহে।২৮-২৯

আর না তিষ্ঠিতে পারি,
উতলা আমার হল মন,
নানা কুলক্ষণ, সখা,
দিশি দিশি করি নিরীক্ষণ।
স্বজনে বধিলে রণে
কোন মতে নাহি পরিত্রাণ,
চাহি না বিজয় আমি,
রাজ্যসুখ, ঐশ্বর্য্য, সম্মান।
সাম্রাজ্যে কি হবে, কৃষ্ণ,
ভোগবলে অথবা জীবনে,
এ সব যাদের তরে,
তারা যদি হত এই রণে। ৩১-৩২

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥

[illegible]মেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
[illegible]্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥

[illegible] শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
[illegible] হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

পিতা, পুত্র, পিতামহ,
আমাদের আচার্য্য যাঁহারা,
প্রাণ দিয়া, ধন দিয়া,
তাঁরা সবে যুদ্ধে মাতোয়ারা।
মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র,
শ্যালকাদি আত্মীয় স্বজন,
আমার মরণ ভাল—
মারিতে না উঠে মোর মন।
মহী থাক্ দূরে মোর
ত্রৈলোক্য রাজ্যও যদি হয়,
কি লাভ তাহাতে বল
সংগ্রামে এদের করি জয়। ৩৩-৩৪

আততায়ী শত ভাই,
মহাপাপ তাদেরও নিধনে,
কি সুখ বধিয়ে রণে
আত্মীয় স্বজন বন্ধুগণে। ৩৫-৩৬

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অতি লোভে হ'য়ে অন্ধ
  নাহি দেখে যদিও ইহারা,
মিত্র দ্রোহ কুলক্ষয়,
  পাপভাগী হইব আমরা। ৩৭

যাহে হেন মহাপাপ,
  জাতিকুল-ক্ষয়, জনার্দ্দন,
মোরা সব জেনে শুনে
  কেমনে করিব বল রণ? ৩৮

সনাতন কুলধর্ম্ম
  কুলক্ষয়ে সমূলে বিনাশ,
ধর্ম্ম নষ্ট হলে, দেব,
  অধর্ম্মেতে করে কুলগ্রাস। ৩৯

অধর্ম্মের হলে জয়
  কুলনারী হয় কলুষিতা,
বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি,
  হয় যবে বনিতা দূষিতা। ৪০

সঙ্করোনরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

সঙ্কর হইতে কুল
কুলঘ্নের নরকে নিপাত,
পিণ্ডোদক হয়ে লোপ
পিতৃকুল যায় অধঃপাত। ৪১

বরণ সঙ্করকারী
কুলঘ্নের এই মহাপাপে,
রসাতলে যায় ধরা
জাতি কুলধর্ম্ম অপলাপে। ৪২

কুলধর্ম্ম ভ্রষ্ট যারা,
নরকে নিবসে নিত্য তারা,
না হয় অন্যথা তার,
শুনিয়াছি গুরু-পরম্পরা। ৪৩

অহো কি অঘোর কৃত্য
দেখ মোরা করিতে উদ্যত,
রাজ্য-সুখ-প্রলোভনে
স্বজননিধনে ধরি ব্রত। ৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সৈন্যদর্শনো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

বসিব নিরস্ত্র আমি,
আসুক শত্রুরা শস্ত্রপাণি,
বধুক এখনি মোরে,
আমি তাহা শ্রেয় বলে মানি। ৪৫

সঞ্জয়।

এতেক কহিয়া কৃষ্ণে,
ধনঞ্জয়, শোক-দগ্ধ-হিয়া,
দূরে ফেলি ধনুর্ব্বাণ,
অধোমুখে রহেন বসিয়া। ৪৬

প্রথম অধ্যায়।

টিপ্পনী।

৩৬। আততায়ী = যে বধ করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নিদান বা বিষদান করে, যে শস্ত্রধারী হইয়া আক্রমণ করে, যে ধন, ভূমি বা স্ত্রী অপহরণ করে এই ছয় প্রকার শত্রু। সমীপাগত আততায়ীকে কোন বিচার না করিয়া বধ করাই বিধি, তাহাতে দোষ স্পর্শ হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বধ ও গুরুহত্যা-পাপ-আশঙ্কায় অর্জ্জুন যখন বিষাদে ম্রিয়মাণ, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, অশোচ্যের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির শোক করা উচিত নহে। এ কথাটি তিনি তিন প্রকারে বুঝাইলেন। প্রথম এই যে আত্মা অমর, দেহনাশের সঙ্গে আত্মার বিনাশ নাই। কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ন্যায় মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র। দ্বিতীয়, যদি মনে কর দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও জন্ম মৃত্যু আছে তথাপি মৃতের জন্য শোক অনুচিত, কেন না মৃত্যু অপরিহার্য্য। জীবের আদি অন্ত উভয়ই অব্যক্ত—যখন অব্যক্ত আদির জন্য কেহ শোক করে না তখন অব্যক্ত অন্তের জন্যই বা শোক করিবে কেন? তৃতীয়তঃ, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম রক্ষণ—কর্ত্তব্যপালনের জন্যও ধর্ম্মযুদ্ধ বিহিত। এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে অখ্যাতি ও অপমান, ইহাতে জয়ী হইলে যশ ও রাজ্য-লাভ—মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ। এই ত জ্ঞানের কথা—ইহার নাম সাংখ্য-যোগ—পরে যোগশাস্ত্রের উপদেশ সকল বিবৃত হইতেছে। এই যোগতত্ত্বের সার মর্ম্ম এই, কর্ম্ম ত্যাগ করা বিধেয় নহে। কর্ম্ম করিবে কিন্তু ঈশ্বরের হস্তে ফলাফল সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিবে।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২॥

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্য-যোগ।

সঞ্জয়।

হেরি ও করুণ মূর্ত্তি, অশ্রুপূর্ণ আকুল-লোচন,
বিষণ্ণ অর্জ্জুনে তবে কহিলেন শ্রীমধুসূদন। ১

শ্রীকৃষ্ণ।

কোথা হ'তে এ সঙ্কটে
এল তব এই মোহ-জ্বর,
আর্য্য-অনুচিত যাহা,
কীর্ত্তিহর, স্বর্গ-বিঘ্নকর? ২

হইও না কাপুরুষ
ক্লীব সম দুর্ব্বল হৃদয়,
তোমার এ যোগ্য নয়,
উঠ, উঠ, জাগ, ধনঞ্জয়। ৩

অর্জ্জুন।

ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্য, পূজার্হ তাঁহারা, আর্য্য,
জান তুমি হে মধুসূদন।
তাঁহাদের সনে রণ, এ কি ঘোর আচরণ,
না সরে আমার তাহে মন। ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥ ৮ ॥

থাকুক্ তাঁদের প্রাণ, যায় যাক্ ধন মান,
ভিক্ষায় যা' শ্রেয় গণি তাহা।
গুরুবধে মহাপাপ, রাজ্যভোগে পরিতাপ,
গুরুর রুধির-সিক্ত যাহা। ৫

না বুঝি, কৃষ্ণ, কি ভাল, বল, সখা, মোরে বল,
জয় কিম্বা যুদ্ধে পরাজয়;
যাঁদের মরণে, হরি, আমরা বাঁচিতে নারি,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তারা রয়। ৬

আমি, নাথ, অতি দীন, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানহীন,
সুধাই তোমায়, জনার্দ্দন,
শিষ্যে সুপ্রসন্ন হও, গুরুদেব, শিক্ষা দেও,
শ্রেয় পথ কর প্রদর্শন। ৭

নিদারুণ এই শোকে, কিসে মুক্তি পাই লোকে,
দেখিতে না পাই কোন পথ্য,
অকণ্টক রাজ্য বৃদ্ধি, অতুল সুখ সমৃদ্ধি,
লভিলেও স্বর্গ আধিপত্য। ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরং ॥ ১২ ॥

সঞ্জয়।

এতেক কহিয়া কৃষ্ণে, পরে ধনঞ্জয়
যুদ্ধ না করিব বলি মৌনভাবে রয়,
কুরু পাণ্ডু সৈন্য-মাঝে বিষণ্ণবদন
অর্জ্জুনে ঈষৎ হাসি কহে জনার্দ্দন। ৯-১০

শ্রীকৃষ্ণ।

বিজ্ঞ তুমি, তবে কেন
শোক-মগ্ন অশোচ্যের তরে?
মৃত বা জীবিত লাগি
প্রজ্ঞাবান্ শোক নাহি করে। ১১

তুমি, আমি, নৃপগণ
ছিল না কি, না হইবে পুন?
দেখ ভেবে ছিলে সবে,
জনমিবে পুন, হে অর্জ্জুন। ১২

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবোবিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

কৌমার, যৌবন, জরা
স্থনিশ্চিত যেমতি দেহীর,
দেহান্তরপ্রাপ্তি তথা ;
জানি ধীর না হ'ন অস্থির। ১৩

ইন্দ্রিয়-বিষয়-যোগে, রহে জীব শোক রোগে,
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ভোগ,
ভবে কিছু নহে স্থির, জানি ধৈর্য্য ধর, বীর,
অনিত্য এ সব যোগাযোগ। ১৪

এ সব বিপত্তি মাঝে
নাহি কভু ব্যথিত যে নর,
সুখে দুখে সম ধীর—
জেন, পার্থ, সে হয় অমর। ১৫

অস্থায়ী অসত যাহা,
সতের বিনাশ নাহি হয়,
সদসৎ পরিণাম
তত্ত্বদর্শী দেখে নিঃশংসয়। ১৬

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮॥

যএনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতোনায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥

দেহ নশ্বর
আত্মা অবিনাশী

ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর
 রহেন যে অবিনাশী প্রভু,
অব্যয় অক্ষয়—তাঁর
 বিনাশ সম্ভবে নাহি কভু। ১৭

নশ্বর যদিও দেহ,
 শরীরি রহেন অনশ্বর,
অপ্রমেয়, নিরাময় ;—
 যুদ্ধে তবে মাত গো সত্বর। ১৮

ভাবে যেই হন্তা আমি
 কিম্বা ভাবে হৈনু আমি হত,
উভয়েই ভ্রান্ত তারা,
 না মারে, না নিজে হয় মৃত। ১৯

শাশ্বত, পুরাণ, নিত্য,
 অজর, অমর, নির্ব্বিকার,
না ছিল না হয় পুন,
 দেহান্তেও অন্ত নাহি তাঁর। ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ং।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥ ২১ ॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি
গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ। ২৪ ॥

আত্মার নাহিক যদি
 ক্ষয়, বৃদ্ধি, জনম মরণ,
কারে বা সে করে বধ,
 কারে দিয়া করে বা হনন ? ২১

জীর্ণ বাস পরিহরি
 লোকে যথা পরে নব বেশ,
জরাজীর্ণ ত্যজি কায়
 অন্য দেহে তেমনি প্রবেশ। ২২

শস্ত্রে ছিন্ন নাহি হয়,
 নাহি হয় অনলে দহন,
জলে নাহি দেয় ক্লেশ,
 বায়ু তারে না করে শোষণ। ২৩

ছেদ, ক্লেদ, শোক, তাপ,—
 বিরহিত জনম মরণ,
সর্ব্বগত ধ্রুব নিত্য,
 নির্ব্বিকার বিভু সনাতন। ২৪

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সত্য,
নিরঞ্জন, অব্যয়, অক্ষয়,—
আত্মার স্বরূপ জানি
কেন হও শোকেতে কাতর ? ২৫

যদি তুমি ভাব অন্ত,
দেহ সহ আত্মার উদয়,
দেহ সহ নাশ তার,
তবু শোক উচিত না হয়। ২৬

মৃত্যু অপরিহার্য্য

জন্ম যার, ধ্রুব মৃত্যু—
মৃতের জনম পুনর্ব্বার ;
ইহা ত অপরিহার্য্য—
তবে, আর্য্য, শোক কেন আর ? ২৭

কোথা হতে এলে হেথা; কেবা জানে যাবে কোথা,
আদি অন্ত অব্যক্ত মানবে,
জন্ম মৃত্যু মধ্য দেশ, ব্যক্ত শুধু সবিশেষ,
কেন, পার্থ, বৃথা শোক তবে ? ২৮

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ॥

আশ্চর্য্য কেহ বা এরে করে দরশন,
আশ্চর্য্য করে বা কেহ ইহার বর্ণন,
আশ্চর্য্য কেহ বা হয় শুনিতে শুনিতে,
শুনিয়াও কেহ তত্ত্ব না পারে বুঝিতে। ২৯

অবধ্য অব্যয় আত্মা দেহ-মধ্য-স্থিত,
কোন জীব তরে শোক না হয় বিহিত। ৩০

স্বধর্ম পালন } স্বধর্ম্মে বাঁধিয়া লক্ষ্য ধর হে সাহস,
ধর্ম্মযুদ্ধ হতে কিসে ক্ষত্রিয়ের যশ ?

অযাচিত স্বর্গ-দ্বার উন্মুক্ত যখন,
ছাড়ে কি সুযোগ হেন ক্ষত্র বীরগণ ?

অথচেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তিতেঽব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং॥ ৩৫॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিং॥ ৩৬॥

যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধে হও গো বিরাগী,
তেয়াগি স্বধর্ম্ম-কীর্ত্তি হবে পাপভাগী।

অক্ষয় অকীর্ত্তি তব রটিবে তখন,
অকীর্ত্তি হইতে প্রিয় সজ্জনে মরণ।

ভয়ে দিলে রণে ভঙ্গ শত্রুরা ভাবিবে,
বহু মান পাও যেথা অপমান পাবে।

কহিবে অকথ্য নানা, নিন্দি নানা মতে,
নিন্দিবে বিক্রম তব—কি লজ্জা এ হতে? ৩১-৩৬

হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তোযয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

মরিলে পাইবে স্বর্গ
বাঁচিলে হইবে মহীপতি,
উঠ তবে, হে কৌন্তেয়,
চল যুদ্ধে ধরি দৃঢ় মতি। ৩৭

সুখ দুঃখ জয়াজয়,
লাভালাভ সম ভাবি মনে,
পাপ না লাগিবে তোমা’
কটিবদ্ধ হও যদি রণে। ৩৮

যোগ শাস্ত্র

এই ত কহিনু সাংখ্য,
যোগশাস্ত্র শোন যাহা কয়,
যোগযুক্ত হবে যবে
কর্ম্মবন্ধ সব হবে ক্ষয়। ৩৯

আরম্ভে অব্যর্থ ফল,
নাহি ইথে বিঘ্ন, প্রত্যবায়,
স্বল্প ধর্ম্মে লভে নর
মহদ্ভয় হতে ত্রাণ পায়। ৪০

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্ম কর্ম্মফলপ্রদাঃ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী, একনিষ্ঠ, একই পথে যায়,
কামনা-বিভ্রান্তমতি নানা দিকে ধায়। ৪১

অবোধ যে বেদবাক্যে দৃঢ় বাঁধি হিয়া,
আর কিছু নাই বলি' রহে আঁকড়িয়া,
স্বর্গ-সুখ একমাত্র পুরুষার্থ জ্ঞান,
স্বর্গকামনায় সব বাহ্য অনুষ্ঠান;

বহুক্রিয়া কর্ম্মকাণ্ড করিয়া সাধন,
ভোগৈশ্বর্য্য প্রলোভনে হয় নিমগন;
কর্ম্মফল জন্মবন্ধ নাহি ঘুচে যায়,
নানামতে ভ্রান্ত মত করয়ে প্রচার।

তাদের মুখেতে কত পুষ্পিত বচন,
শুনিতে যেমন মিষ্ট বিষাক্ত তেমন,—
এ হেন বচনে ভুলে যেই মূঢ়মতি,
কামনা-আসক্ত চিত্ত, ভোগৈশ্বর্য্যে রতি,
কাম-কামী এরা সবে অনিশ্চিত বুদ্ধি,
কেমনে লভিবে বল সমাধির সিদ্ধি? ৪২-৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮॥

ত্রিগুণ-মণ্ডিত যত বেদের বিষয়,
ছেদহ ত্রিগুণ-পাশ তুমি ধনঞ্জয় ;—
অচল অটল চিত্ত, নির্ভীক পরাণ,
যোগক্ষেম দ্বন্দ্বহীন, হও আত্মবান্। ৪৫

বহু কূপে হয় যাহা
মহাহ্রদে সাধে সে সকল :
একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী
লভে তথা সর্ব্ববেদ ফল। ৪৬

কর্ম্মে আছে অধিকার
নাহি তব অধিকার ফলে,
সাধ জীবনের কর্ম্ম
নিরপেক্ষ হ'য়ে ফলাফলে। ৪৭

যোগস্থ হইয়া নিত্য
সাধ কার্য্য অনাসক্ত-মন,
ফলাফলে সমদৃষ্টি—
সমতাই যোগের লক্ষণ। ৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তোজহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং ॥ ৫০

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

বুদ্ধি-যোগ বিনা কর্ম্ম নিকৃষ্ট সে অতি,
ফলকামী কর্ম্মী যারা, দীন মূঢ়মতি,
অতএব বুদ্ধিযোগে লওহে শরণ,
কর্ম্মফল ত্যজি কর্ম্ম করহ সাধন। ৪৯

যোগবলে ত্যজে যোগী সুকৃত দুষ্কৃত ;
কর্ম্মের কৌশলই যোগ—যোগে বাঁধ' চিত। ৫০

কর্ম্মফলে নিরাকাঙ্ক্ষী
বুদ্ধিমান্ মনস্বী যে হয়,
জনম বন্ধন-মুক্ত
সেই পায় পদ নিরাময়। ৫১

কাটি যাবে সুবুদ্ধি উতরে যবে
মোহের-আঁধার,
শ্রুত যা শ্রোতব্য তবে
বিষয়ের যাবে-পরপার। ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং॥ ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

বেদাদি বিক্ষিপ্ত মতি
　হয় যবে প্রশান্ত, নির্ম্মল,
সমাধি-নিশ্চলা বুদ্ধি—
　তখন লভিবে যোগ ফল। ৫৩

অর্জ্জুন।

স্থিরবুদ্ধি সমাধিস্থ, কি তার লক্ষণ?
তাহার ভাষণ কিবা, আসন, গমন? ৫৪

শ্রীকৃষ্ণ।

স্থিরবুদ্ধির লক্ষণ

সকল কামনা,　　বিষয়-বাসনা
　ত্যজে সব তুচ্ছ গণি,
আপনি আপনে　　রহে তুষ্ট মনে,
　স্থিরবুদ্ধি সিদ্ধ মুনি।

দুঃখে নহে ক্লিষ্ট,　　নহে সুখে হৃষ্ট,
　স্পৃহাশূন্য নিরাময়,
কামনাবিহীন　　ভয়ক্রোধহীন,
　স্থিরবুদ্ধি তারে কয়। ৫৫-৫৬

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮॥

বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯॥

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০॥

স্নেহশূন্য ভবে, আত্ম পরে সবে,
শুভাশুভ নির্ব্বিশেষ,
নাহি অতি হর্ষ, না হয় বিমর্ষ,
কারো না রাখে বিদ্বেষ। ৫৭

কূর্ম্ম যথা নিজ অঙ্গ
কোষ মধ্যে করে সংহরণ,
ইন্দ্রিয়-বিষয় হতে
ইন্দ্রিয়ে তেমতি প্রাজ্ঞ জন। ৫৮

নিরাহারে বিষয় নিবৃত্তি হয় সত্য,
বিষয় বাসনা তবু জাগে মনে নিত্য;
সাধক লভয়ে যবে ব্রহ্ম-দরশন
বিষয় বাসনা তার নিঃশেষ তখন। ৫৯

পুরুষ যে বিচক্ষণ
যতই করুক না যতন,
প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ
জোরে তবু হরে তার মন। ৬০

তানি সর্ব্বানি সংযম্য যুক্তআসীত মৎপরঃ ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

ইন্দ্রিয়সংযমী বীর,
আমা পরে একান্ত নির্ভর,
সর্বেন্দ্রিয়-বশী বীর—
স্থিরবুদ্ধি ধন্য সেই নর। ৬১

সতত বিষয় ধ্যানে
আসক্তি জনমে, ধনঞ্জয়,
আসক্তি হইতে কাম,
কাম হতে ক্রোধের উদয়,

ক্রোধ হতে জন্মে মোহ,
মোহ হতে স্মৃতির বিভ্রম,
স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ,
বুদ্ধিনাশে নষ্ট নরাধম। ৬২-৬৩

রাগদ্বেষ-বিরহিত,
জিতেন্দ্রিয়, বশী, উপরত,
সংযমী বিষয় ভোগে
উপভোগে প্রসাদ নিরত। ৬৪

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥৬৯॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
সশান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

অন্যে যবে নিদ্রা যায়
　সংযমী জাগ্রত সে নিশায়,
অন্যে জাগে যে নিশায়,
　মুনি সেথা সুখে নিদ্রা যায়। ৬৯

নদ নদী বেগে ধায়,　　　গিয়া যথা মিশি যায়
　পূর্ণকায়, অচল-প্রতিষ্ঠ সিন্ধু-সনে,
তেমনি কামনাচয়　　　পশি যাতে পায় লয়,
　সেই শান্তি পায়, নাহি পায় কামিজনে। ৭০

সকল কামনা ত্যজি,
　ছাড়িয়া মমতা, অহঙ্কার,
নিঃস্পৃহ বিচরে যেই
　দুঃখ হতে পায় সে নিস্তার। ৭১

ব্রহ্মনিষ্ঠা হেন যার
　নাহি হয় মোহে মুহ্যমান,
অন্তে করে মোক্ষ লাভ
　পরব্রহ্মে লভিয়া নির্বাণ। ৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো-
নাম দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

টিপ্পনী।

১৬। দেহ যাহা অসৎ তাহাই নশ্বর, আত্মা যাহা সৎ, তাহা অবিনাশী।

২৮। যেমন অব্যক্ত আদির জন্য শোক হয় না, অব্যক্ত অন্তের জন্যও সেইরূপ শোক করা বিধেয় নহে।

২৯। শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ
আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

কঠোপনিষদ।

অনেকে তাঁহার কথা শুনিতে না পায়,
শুনিয়াও অনেকে জানে না তাঁরে—হায়!
আশ্চর্য্য সে তাঁর কথা বলিতে যে পারে,
নিপুণ সে অতিশয় লভে যে তাঁহারে;
আশ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞাতা; শিক্ষা লভিয়াছে
কি না জানি সুনিপুণ আচার্য্যের কাছে।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম।

৩৯। সাংখ্য=ব্রহ্মজ্ঞান ও তজ্জনিত মোক্ষলাভ;
যোগ=সর্ব্বকর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ।

৪১। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, দুই ভিন্ন প্রকৃতির লোক।

৪২-৪৪। যাহারা আপাততঃ মনোহর শ্রবণরঞ্জন বাক্যে অনুরক্ত, নানাবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্য যাহাদিগের ঐকান্তিক প্রীতিকর; যাহারা স্বর্গকেই একমাত্র পুরুষার্থ জানে—তৎ কামনায় সকল কর্ম্ম অনু-

ষ্ঠান করে; জন্ম, কর্ম্ম ও ফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্য লাভের সাধন বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশক বাক্যে যাহাদের মন অপহৃত, যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত অনুরক্ত, সেই অবিবেকী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা নহে সমাধির সিদ্ধিলাভে তাহারা অসমর্থ।

৪৫। যোগক্ষেম=অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ।

৪৬। মূল শ্লোকটি এই—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে,
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

উদপান (ক্ষুদ্র জলাশয়) সর্ব্বতোভাবে জলপ্লুত হইলে যাবৎ প্রয়োজন সাধিত হয়, সমস্ত বেদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণের তাহা লাভ হইয়া থাকে। "অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন।

৬২। চরিতার্থতার ব্যাঘাত জন্মিলে।

৭০। পরিপূর্ণ ও অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রে যেরূপ নদনদী সকল প্রবেশ করিবামাত্র তাহাতে বিলীন হয়, অথচ পূর্ণ শান্ত সমুদ্র যেমন তেমনি থাকে, সেইরূপ যাঁহাতে কামনা সকল প্রবেশ করিবামাত্র লয়-প্রাপ্ত হয়, সেই যোগীই শান্তি লাভ করেন, কামনাশীল ব্যক্তি তাহা করিতে পারেন না।

৭২। এই স্থলে ও পরবর্ত্তী অন্যান্য শ্লোকে বৌদ্ধধর্ম্মের 'নির্ব্বাণ' শব্দ ব্যবহৃত দেখা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞান-যোগ শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কেন এই অঘোর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, লোকে কর্ম্ম না করিয়া কথনই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না—স্ব স্ব প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতেই হইবে। শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্যও কর্ম্ম আবশ্যক। যজ্ঞার্থে—ঈশ্বরা-রাধনার্থে কর্ম্ম প্রয়োজন। সেই সকল কর্ম্ম স্বার্থসাধন জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়। তদ্ভিন্ন লোক-শিক্ষার জন্যও কর্ম্ম করা উচিত; স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মোদ্যমে নিযুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্ম-তৃপ্ত, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, তাহার কোন কার্য্য নাই। যত দিন সেই নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা না হইবে, ততদিন নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতেছে, আমি কর্ত্তা নহি, স্বার্থাভিমান পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করিবে। স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম করিবে। পরধর্ম্ম যেমনই হউক না কেন,—ব্রাহ্মণের ক্ষমাধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হইতে পারে—তথাপি ধর্ম্মযুদ্ধ যাহা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তুমি তাহাতে ব্রতী হও।

"স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ অতি।"

কামনাই লোকের শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অভিভূত করে, অতএব এই মহারিপু সংহার করিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন কর।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াং ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং ॥ ৩ ॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

কর্ম্ম-যোগ।

অর্জ্জুন।

কর্ম্ম হতে বুদ্ধি বড়, বল যদি তুমি, জনার্দ্দন,
তবে কি অঘোর কৃত্যে মজাইলে আমারে এখন। ১

ব্যর্থবাক্য বলি কেন কর মোর বুদ্ধি কলুষিত,
এক পথ বলে দেও, শ্রেয় যাহে লভিব নিশ্চিত।

শ্রীকৃষ্ণ।

সাংখ্য যোগ কর্ম্ম যোগ } লোকের দ্বিবিধ নিষ্ঠা হয়েছে কথিত,
জ্ঞানযোগে, কর্ম্মযোগে রহে সমাশ্রিত।
জ্ঞানযোগে সেই নিষ্ঠা লভে জ্ঞানিগণ,
কর্ম্মযোগে লভে যোগী মোক্ষ-পরায়ণ। ৩

কর্ম্ম-অনুষ্ঠান বিনা কেহ না কখন
নিবৃত্তি-শিখরে, পার্থ, করে আরোহণ।
আসক্তি ত্যেয়াগি চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে
সন্ন্যাস গ্রহণে সিদ্ধি কভু নাহি মিলে। ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ সউচ্যতে ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ সবিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

কর্ম্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়,
স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়। ৫

কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমনে করি মনে মন
বিষয়ে প্রমত্ত থাকা কপটী লক্ষণ। ৬

মনেতে ইন্দ্রিয়গণ করিয়া সংযত,
আসক্তি ছাড়িয়া যেই রহে কর্ম্মে রত,
ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য যার করম উদ্যম,
সেই হয়, ধনঞ্জয়, যোগীর উত্তম। ৭

হও কর্ম্মী, কর্ম্মবান্ তুল্য কোন্ জন,
কর্ম্ম বিনা দেহযাত্রা চলে কতক্ষণ? ৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞার্থ সাধিয়া কর্ম্ম তরে জীবগণ,
অন্য কার্য্য জেন ভবে বন্ধন-কারণ ;
যে যে কর্ম্ম আচরিবে ইথে তুমি, পার্থ,
নিষ্কাম যজ্ঞার্থ করি লভ পুরুষার্থ। ৯

যজ্ঞ-বিধান

যজ্ঞসহ প্রজাসৃষ্টি
    করি কহে প্রজাপতি, পুরা,
"কামধুক্ যজ্ঞ এই,
    বৃদ্ধি হোক্ যজ্ঞে বসুন্ধরা"। ১০

"দেবতায় স্মর যজ্ঞে,
    তোমাদের স্মরুণ দেবতা,
উভয়ে লভিবে শ্রেয়
    পরস্পর ধরিয়ে মমতা"। ১১

"যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ
    ধন ধান্য দিবেন সবারে,
না দিয়া নৈবেদ্য দেবে
    ভুঞ্জে যেই চোর বলি তারে"। ১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

যজ্ঞ-কর্ম্ম-অবশিষ্ট
    অন্ন পানে পাপ-বিমোচন,
পাপ ফল ভোগে নর
    স্বার্থে করি উদর পূরণ। ১৩

অন্ন হতে জন্মে জীব,
    বৃষ্টি হতে অন্নের সম্ভব,
যজ্ঞ হতে হয় বৃষ্টি,
    কর্ম্ম হতে যজ্ঞের উদ্ভব। ১৪

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভব জেনো,
    ব্রহ্মাক্ষর হইতে উদিত,
তেঁই সর্ব্বগত ব্রহ্ম
    যজ্ঞে হন নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ১৫

হেন প্রবর্ত্তিত চক্র
    হেলায় যে নাহি অনুসরে,
সেই পাপী স্বেচ্ছাচারী
    বৃথা হেথা এ জনম ধরে। ১৬

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

নৈষ্কর্ম্য কি? } আত্মায় যাহার প্রীতি, আত্মাতেই রতি,
আত্মায় সন্তুষ্ট সদা যেই শুদ্ধমতি,
না চাহে অপর কিছু পার্থিব যে ধন,
ঘুচে যায় সব তার করম বন্ধন। ১৭

কৃতাকৃতে উদাসীন বিচরে স্বাধীন,
আশ্রয় না চাহে কারো, নাহি রাখে ঋণ ;

অনাসক্ত সাধ কার্য্য তাই বলি, পার্থ,
নিষ্কাম করম-ব্রতী লভে পুরুষার্থ। ১৮-১৯

জনকাদি করমে লভিলা সিদ্ধি-যশ,
লোকরক্ষা হেতু তুমি হও কর্ম্মবশ। ২০

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ২৩।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানীর আচার দেখি চলে গো অপরে,
সে যাহা প্রমাণ করে তাই অনুসরে। ২১

ত্রিলোকে কি দেখ, পার্থ, কর্ত্তব্য আমার,
স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মশীল } কি আছে পাইনি যাহা, আছে কি পাবার?
তবু যদি তন্দ্রাহীন কর্ম্ম নাহি করি,
লোকে যায় অধঃপাতে সেই পথ ধরি। ২২-২৩

আমি না করিলে কর্ম্ম সবে কর্ম্ম ছাড়ে,
কর্ম্মলোপে ধর্ম্মলোপ হয় এ সংসারে;
বরণ সঙ্করে হয় ভ্রষ্ট প্রজাকুল—
কর্ম্মেতে ঔদাস্য যত অনর্থের মূল। ২৪

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাহসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

ফল কামনায় যথা লৌকিক অজ্ঞান
আসক্ত হইয়া করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
লোক-রক্ষা হেতু তথা বিদ্বান যে জন
অনাসক্ত মনে করে কর্ত্তব্য-পালন। ২৫

নানা তর্ক বিতর্কের প্রয়োগিয়া বল,
না করিবে কর্ম্মীদের মতি বিশৃঙ্খল ;
কর্ম্মোদ্যমে হয়ে যুক্ত, জ্ঞানিজন ভবে
করিবেন কর্ম্মে রত অজ্ঞান মানবে। ২৬

মূঢ় যবে করে কার্য্য প্রকৃতির গুণে,
অহঙ্কারে "আমি কর্ত্তা" ভাবে মনে মনে।
গুণ কর্ম্ম ভাগ করি যথা পরিমাণ,
তত্ত্বজ্ঞানী ছাড়ি দেয় কর্ত্তৃত্বাভিমান।

ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম, পৃথক্ জানিয়া
আপনি নিরস্ত রহে নির্লিপ্ত থাকিয়া। ২৭-২৮

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

মূঢ়মতি প্রকৃতির গুণে বিমোহিত,
আসক্তি ধরিয়া রহে বিষয় ব্যাপৃত,
এ সব ভ্রমান্ধ নরে বিদ্বান যে জন
নিরর্থক বিচলিত না করে কখন। ২৯

আমাতেই সর্ব্ব কর্ম্ম করি সমর্পণ,
অধ্যাত্ম-জ্ঞানের যোগে অবিচল মন,
কামনা, মমতা, শোক করি পরিহার,
মাত এ সমরে, বীর, কহিলাম সার। ৩০

এ আদেশে ধরি শ্রদ্ধা অসূয়া বর্জ্জিত,
করম-বন্ধন মুক্ত হইবে নিশ্চিত ;

দোষ দৃষ্টে যুক্তি মম না করি গ্রহণ
সমূলে বিনাশ পায় মূঢ় অচেতন। ৩১-৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বভাব যাহার যাহা, শুন ধনঞ্জয়,
কর্ম্মের গতিও তার তাই অবিকল;
প্রকৃতিই বলবতী সকল সময়,
নিগ্রহে সহস্র চেষ্টা হইবে বিফল। ৩৩

ইন্দ্রিয় বিষয় ভেদে জন্মে অনুরাগ,
অথবা প্রবৃত্তি-বশে জনমে বিরাগ,
রাগ দ্বেষ উভয়ই মোক্ষ বিঘ্নকর,
না হয় তাদের বশ মুমুক্ষু যে নর। ৩৪

স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম

পরধর্ম্ম সুখসেব্য
হয় যদি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর,
তাহাও জানিবে ত্যাজ্য,
নহে তাহা কভু শ্রেয়স্কর।
স্বধর্ম্ম যদিও হয় অঙ্গহীন,
না ছাড়ে সুমতি,
স্বধর্ম্মে নিধন ভাল,
পরধর্ম্ম ভয়াবহ অতি। ৩৫

অর্জ্জুন।

মানুষে যে করে পাপ, কেবা তাহে করে প্রবর্ত্তন,
স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে, প্রভু, সবলে করিয়া আকর্ষণ? ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ।

কামএষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমলেন চ।

যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০॥

শ্রীকৃষ্ণ।

কাম রিপু } রজোগুণোদ্ভব কাম কৃষ্ণ-সাপ
কভু আসে ক্রোধ রূপ ধরি,
সর্ব্বভুক্ দুষ্পূর সে মহাপাপ,
তাহার সমান নাই অরি। ৩৭

বহ্নি যথা ধূমাচ্ছন্ন,
আদর্শ বা কলঙ্কে আবৃত,
জরায়ু-আবৃত গর্ভ,
এই পাপে জগত ছাদিত। ৩৮

দুষ্পূর অনল সম তার তৃষা মেটে কিরে ?
জ্ঞানীর সে চিরশত্রু জ্ঞানেরে আসিয়া ঘিরে।

মনোবুদ্ধি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে করিয়া সে অধিষ্ঠান,
মোহ-পাশে ফেলি নাশে দেহীর বিবেক-জ্ঞান। ৩৯·৪০

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌॥ ৪১॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২॥ ৪২॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্‌॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সম্বাদে কর্ম্মযোগোনাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আগেই সংযমি তাই ইন্দ্রিয়-নিচয়,
পাপরূপী কাম-রিপু কর পরাজয়—
যেই রিপু, মানব-হৃদয়ে করি বাস,
শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান উভে করে নাশ। ৪১

দেহাদি বিষয় মাঝে ইন্দ্রিয় প্রবর,
আত্মা গরীয়ান্ } তেমনি ইন্দ্রিয় হতে, মন মহত্তর,
বুদ্ধি-অনুগত মন, বুদ্ধিই প্রধান,
বুদ্ধি হতে, বুধ কহে, আত্মা গরীয়ান্। ৪২

আত্মায় জানিয়া হেন, করি মন স্থির,
কামনা দুর্দ্ধর্ষ অরি হান, মহাবীর। ৪৩

তৃতীয় অধ্যায়।

টিপ্পনী।

৯—১৫—এই সাতটী শ্লোকে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় উপদেশ আছে। যজ্ঞের দ্বারা যে দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফল প্রদান করেন, ইহা বৈদিক ধর্ম্মের স্থূলাংশ। ইহাই লৌকিক ধর্ম্ম। এ স্থলে এই এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে যজ্ঞ সকাম, সুতরাং এই শ্লোকগুলি গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের বিরোধী। মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি কোন কোন টীকাকার ইহার উত্তরে বলেন, "কর্ত্তব্যানুরোধে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই গীতাকারের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও, তাহারই অলৌকিক প্রভাবে, তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে তাহা সিদ্ধ হইবে। অনুষ্ঠানের ফলকামনা না করিলেও কর্ম্মের স্বভাবগুণেই উহা প্রাপ্ত হইবে"। সে যাহা হউক, এখানে যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থ গ্রহণ করিলেই অনেক অংশে উক্তরূপ আপত্তি খণ্ডন হয়। যজ্ ধাতু দেব পূজার্থে। অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা। নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ—যজ্ঞ ঈশ্বর"। শ্রীধরস্বামীও ঐ অর্থ গ্রহণ করেন, তিনি ও যজ্ঞার্থে ঈশ্বরই বুঝিয়াছেন। শঙ্করাদি কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, ৯ম শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে "ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম তাহা ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্ম কর্ম্মফল-ভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কর্ম্ম করিবে। এইরূপ কর্ম্ম সাধনেই মনুষ্য মুক্তি লাভ করে"।

১৫ টীকাকারেরা বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে। এবং

অক্ষর=পরমাত্মা। অতএব তাঁহাদের মতে এই শ্লোকের অর্থ এই :—

"কর্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন"।

১৬ ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব, ইহাই জগচ্চক্র। কর্ম্ম করিলে এই জগৎ চক্রের অনুবর্ত্তণ করা হইল।

১৭-১৯—২১ ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। কর্ম্ম ব্যতীত কাহারও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। আবার এখন বলা হইতেছে যে যাঁহারা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, আত্ম-তৃপ্ত তাঁহাদের কর্ম্ম নাই। ভাবার্থ এই যে আত্মজ্ঞানীদের পক্ষে উপরি-কথিত যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই। কিন্তু কর্ম্ম না থাকিলেও তাঁহাদের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেননা তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে সাধারণ লোক যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে তাহারাও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত ও স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। এই লোক-রক্ষণই "লোক সংগ্রহ"।

২২-২৩—আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান্ কর্ম্মপরায়নতার মাহাত্ম্য আরো পরিস্ফুট করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন।

২৭—সাংখ্যমতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই কর্ম্মকর্ত্তা; পুরুষ কর্তৃত্ব-বিহীন, উদাসীন, সাক্ষীস্বরূপ। প্রকৃতিই কার্য্য করে, পুরুষ কর্তৃত্বা-ভিমানে ভাবে "আমি কর্ত্তা।" তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আত্মাকে ইন্দ্রিয় ও কর্ম্ম হইতে পৃথক্ জানিয়া এই অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়ে অনাসক্ত থাকেন।

৩২—অসূয়া=পরগুণে দোষারোপ করা।

৩৪—যে যে বিষয় ইন্দ্রিয়ের অনুকূল, তত্তদ্বিষয়ে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ। এই রাগদ্বেষ উভয়ই মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির বিরোধী, অতএব উভয় বর্জ্জনীয়।

৪০—কামনার অধিষ্ঠান—

এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয় সকল এবং মন ও বুদ্ধিকে। কামনা উদ্রেকের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করে, মন সঙ্কল্প করে, বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া স্থির করে। এই হেতু এই তিন কামনার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাম অর্থে রিপু বিশেষ না বুঝিয়া সাধারণত বিষয়-কামনা বুঝিলে এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

৪১—জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্ম বিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয়।

৪২-৪৩—ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি বিষয়ের প্রকাশক, এজন্য দেহাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। মন ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে—মন নিয়ন্তা, ইন্দ্রিয় মনের অধীন, এজন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধির সদসৎ-বিচার ও গ্রহণশক্তি আছে, এজন্য সংকল্পাত্মক মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা বুদ্ধি হইতেও গরীয়ান্। এই পরমাত্মাকে জানিয়া আপনাতে আপনি অটল থাকিয়া সর্ব্ব সংহারক কামরিপু দমন করিবেক।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞানের প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। ভগবান্ কহিলেন, প্রথমে আদিত্যকে আমি এই যোগশাস্ত্রের উপদেশ দেই—পরে গুরু পরম্পরা হইতে রাজর্ষিগণ তাহার শিক্ষা লাভ করেন—কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। এইক্ষণে আবার তোমাকে আমি এই শাস্ত্রের উপদেশ দিতেছি—তুমি আমার প্রিয়সখা এ রহস্য তোমার কাছেই খুলিয়া বলি।

অর্জ্জুন বলিলেন, তোমার এ কালে জন্ম, আদিত্যকে উপদেশ দিবার কথা যে বলিলে তাহা কিরূপে সম্ভবে?

তখন শ্রীকৃষ্ণ আপনার অবতার গ্রহণের কথা পাড়িয়া সে সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন।

সাধু পরিত্রাণ হেতু, করিবারে দুর্জ্জন সংহার,
ধর্ম্ম সংস্থাপন তরে, যুগে যুগে ধরি অবতার।

পরে বিবিধ যজ্ঞের ফলাফল ও নানা প্রকার যোগ সাধনের কথা বলিয়া উপদেশ করিলেন, দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞান-যজ্ঞ মহত্তর—জ্ঞানে সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়। অজ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ কিন্তু যোগে সকল কর্ম্ম বন্ধন টুটিয়া যায়, 'জ্ঞান-তরি করিয়া আশ্রয়,' মহাপাপীও তরিয়া যায়।

অতএব—

নাশিয়া সংশয় পাশ, জ্ঞান-অসি করে ধরি,
হও রত কর্ম্ম যোগে, উঠ পার্থ, ত্বরা করি॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জ্জুনউবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ।

প্রথমে এ যোগতত্ত্ব আদিত্যে শিখাই বিবস্বতে
আদিত্য হইতে মনু, মনু পরে কহেন স্বসুতে,

পরম্পরাগত এই উপদেশ রাজর্ষিরা পায়,
পরে তাহা, পরন্তপ, কালবশে হয় লুপ্ত-প্রায় ;

আমার পরম ভক্ত, হে অর্জ্জুন, সখা তুমি মম,
কহিনু তোমায় তাই প্রাচীন সে যোগ নিরুপম। ১-৩

অর্জ্জুন।

এ কালে তোমার জন্ম, আদিত্যের জন্ম কত আগে,
বিবস্বতে উপদেশ দিলে, প্রভু, মনে নাহি লাগে। ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

বহু জন্ম গত মম,
জনম তোমারও কতশত,
সে সব না জান তুমি,
সমস্তই আমি অবগত। ৫

অবতার গ্রহণ

যদিও জনম-হীন
অবিনাশী ঈশ্বর মহান্,
জন্মি নিজ মায়া বলে
প্রকৃতিতে করি অধিষ্ঠান। ৬

যখনি ধর্ম্মের গ্লানি
ভরিত হে, হয় এ ভারতে,
অধর্ম্মের জয় যবে,
আপনারে স্বজি বিধিমতে। ৭

সাধু পরিত্রাণ হেতু,
করিবারে দুর্জন সংহার,
ধর্ম-সংস্থাপন তরে
যুগে যুগে ধরি অবতার। ৮

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জ্জুন॥ ৯॥

বীতরাগভয়ক্রোধামন্ময়ামামুপাশ্রিতাঃ।
বহবোজ্ঞানতপসা পূতামদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্তইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২॥

দৈব জন্ম কর্ম্ম মম
    জানে যেই বিজ্ঞান-আতায়,
পুনর্জ্জন্ম নাহি তার,
    ত্যজি দেহ আমাকেই পায়। ৯

রাগ-ভয়-ক্রোধ হীন
    মমাশ্রিত, মন্ময়, মচ্চিত,
জ্ঞান তপে পূত মন
    বহু জন আমায় মিলিত। ১০

যে যেমনে ভজে মোরে
    আমি তারে ভজি সেই মতে,
যে পথে রয়েছি আমি
    সব লোক আসে সেই পথে। ১১

কর্ম্ম ফল অভিলাষে
    করে যেই দেবতা-ভজন,
ইহলোকে সিদ্ধিলাভ
    হয় তার করম যেমন। ১২

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন্ন সবধ্যতে ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং ॥ ১৫ ॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬

অকর্ত্তা, অব্যয় আমি
অথচ এ জগতের স্রষ্টা,
গুণ কর্ম্ম ভেদে, পার্থ,
চতুর্ব্বর্ণ করিনু প্রতিষ্ঠা। ১৩

কর্ম্মেতে আসক্তি নাই,
স্পৃহা নাই মোর কর্ম্মফলে,
এ ভাবে যে ভজে মোরে,
কর্ম্মবন্ধ যায় তার গ'লে। ১৪

মোক্ষ ধন যোগিগণ
যে যে কর্ম্ম করেছেন ধার্য্য,
সেই সে চরিত অনুসরি,
সাধ জীবনের কার্য্য। ১৫

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানে
পণ্ডিতেরও হয় মতিভ্রম,
বুঝাইয়া দিব যাহে
অশুভ করিবে অতিক্রম। ১৬

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্য গহনা কর্ম্মণোগতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
সবুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষুসযুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তোনিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০

কি তব কর্ত্তব্য কর্ম্ম,
নিষিদ্ধ কর্ম্মের কি লক্ষণ,
অকর্ম্ম কি জান তাহা—
কর্ম্মতত্ত্ব পরম গহন। ১৭

কর্ম্মফলে অনাসক্তি

অজ্ঞের করম ত্যাগ বন্ধন-কারণ,
বুদ্ধিমান বুঝি করে কর্ম্ম আচরণ ;
সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত সংসারী,
যোগিশ্রেষ্ঠ সেই ভবে, সর্ব্বকর্ম্ম-কারী। ১৮

কামনা-সংকল্পহীন হয় যাঁর চিত,
কর্ম্মফল ত্যাগী যিনি, তিনিই পণ্ডিত।
জ্ঞানানলে কর্ম্মজাল করিয়া দাহন
করেন সকল কর্ম্ম, নির্লিপ্ত আপন। ১৯

বাঞ্ছাশূন্য, নিত্যতৃপ্ত; যিনি নিরাশ্রয়,
সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহার অকৃত তুল্য হয়। ২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

নিষ্কাম, সংযত চিত্ত, বিরত বিষয়ী
শরীর কর্ত্তব্যে নাহি হ'ন দোষ-ভাগী। ২১

যদৃচ্ছা স্বলপ লাভে পরিতুষ্ট মন,
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে ভেদ না জানে যে জন,
বৈর-লেশ নাহি মনে, কেহ নাহি অরি,
করমে আবদ্ধ ন'ন সর্ব্ব কর্ম্ম করি। ২২

জ্ঞাননিষ্ঠ, অনাসক্ত, মুক্ত সদাশয়,
যজ্ঞকর্ম্ম করি তাঁর কর্ম্ম পায় লয়। ২৩

বিবিধ যজ্ঞের ফলাফল

হবিব্রহ্ম, হোতাব্রহ্ম, জ্ঞান যার হয়,
অগ্নি, যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম, সব ব্রহ্মময়,
সেই তপোধন, ব্রহ্ম সমাধি-নিশ্চল,
কর্ম্মব্রতী, ব্রহ্মপদ পায় সুনির্ম্মল। ২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে ।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে ।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাযোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

ইন্দ্র বরুণাদি দেবে করি আবাহন,
দৈবযজ্ঞ — আচরেণ দৈবযজ্ঞ কর্মযোগীগণ।
জ্ঞানযজ্ঞ — জ্ঞানযোগী—যেন তাঁর স্বতন্ত্র বিধি
জ্ঞানানলে কর্মকাণ্ড আহুতি-প্রদান। ২৫

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ — নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয়-নিকরে
আহুতি সংযমানলে দিয়া যজ্ঞ করে,
গৃহীগণ রূপরস বিষয় সকলে
আহুতি প্রদান করে ইন্দ্রিয় অনলে। ২৬

অন্য যোগী জ্ঞানদীপ্ত সংযম-শিখায়
ইন্দ্রিয় প্রাণাদি কর্ম সব ঢালি দেয়। ২৭

দ্রব্যযজ্ঞ — দ্রব্যদানে কোন যতী দ্রব্য-যজ্ঞ করে,
তপোযজ্ঞ — চান্দ্রায়ণে তপোযজ্ঞ কেহ বা আচরে,
চিত্তবৃত্তি প্রতিরোধি সমাধি আশ্রয়ে,
যোগযজ্ঞ — যোগযজ্ঞে অন্য কেহ থাকে রত হয়ে।
ব্রহ্ম যজ্ঞ — বেদজ্ঞানে, অধ্যয়নে অপর বিদ্বান্
স্বাধ্যায় বিজ্ঞান-যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান। ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥ ২৯॥

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং॥ ৩০॥

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২॥

প্রাণায়াম

পূরক রেচক যোগে কুম্ভকেঁবা কেহ
প্রাণায়াম যোগ-বলে দৃঢ় বাধে দেহ।
কেহ কেহ নিয়মিত করিয়া আহার,
বায়ু সাথে প্রাণবায়ু মিশায় তাহারা। ২৯

এইরূপ বহু যজ্ঞ বেদের বিহিত,
সাধনে যাজ্ঞিক হন পাপবিমোচিত।
যজ্ঞ অবশিষ্ট শেষে অমৃত ভোজনে
লভয়ে সাধক সেই ব্রহ্ম সনাতনে। ৩০

অনাচারী কিন্তু যেই যজ্ঞে পরাঙ্মুখ,
বঞ্চিত সে ইহলোক-পরলোক-সুখ। ৩১

এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞের বিধান
বেদেতে বিহিত, পার্থ, বুঝে ক্রিয়াবান্।
কর্ম্মজ বলিয়া কিন্তু জানিও সে সব
বাক্য মন শরীরের ক্রিয়াতে উদ্ভব।
এ জ্ঞান সম্যক্ লাভ হইবে যখন,
তখন ঘুচিবে তব সংসার-বন্ধন। ·

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞান যোগে কর্ম্মনাশ

দ্রব্য-যজ্ঞ হ'তে জ্ঞান-যজ্ঞই প্রধান,
জ্ঞান-যোগে হয় কর্ম্ম পর্য্যবসান। ৩৩

সেবা, প্রণিপাত, প্রশ্ন, যতনে অশেষ,
লভহ সদ্গুরু কাছে জ্ঞান-উপদেশ,

মোহনাশে দেখিবে সে জ্ঞানের প্রভায়
সর্ব্বভূত আপনাতে, আমাতে আত্মায়। ৩৪-৩৫

আপনারে মহাপাপী যদি মনে লয়,
যাবে তরি, জ্ঞান-তরি করিয়া আশ্রয়। ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

কাষ্ঠভার ভস্ম যথা প্রদীপ্ত অনলে
সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ হয় জ্ঞানানলে। ৩৭

চিত্ত-শুদ্ধি-কর নাহি জ্ঞানের সমান,
কালেতে লভয়ে যোগী, সিদ্ধ ভাগ্যবান্। ৩৮

লভে জ্ঞান শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ যতী,
জ্ঞানেতে পরমা শান্তি লভয়ে সুমতি। ৩৯

সংশয়াত্মা শ্রদ্ধাহীন—মূঢ় সে বিনষ্ট,
ইহলোক পরলোকে সব সুখ-ভ্রষ্ট। ৪০

যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়া
সিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সম্বাদে জ্ঞানকর্ম্মন্যাসযোগো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

বিকাশিত যার চিত্তে হয় আত্মজ্ঞান,
যোগযুক্ত করে যেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
জ্ঞানাস্ত্রে হইয়া ছিন্ন সংশয়-গহন,
খসি যায় সব তার কর্ম্ম-বন্ধন ৷ ৪১

নাশিয়া সংশয় পাশ, জ্ঞান-অসি করে ধরি,
হও রত কর্ম্ম-যোগে, উঠ, পার্থ, দয়া করি ৷ ৪২

চতুর্থ অধ্যায় ৷

টিপ্পনী।

৫-৬—"আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমার ও হইয়াছে। আমি সে গুলি সমস্তই অবগত আছি। হে পরন্তপ, তুমি জান না"।

ঈশ্বর যিনি জন্মরহিত অব্যয়াত্মা তাঁহার জন্ম হইল কি প্রকারে? উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,

আমার যে স্ব প্রকৃতি, অর্থাৎ সত্ব রজ তম ইতি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি।

"মায়া" ঈশ্বরের একটী শক্তি। ঈশ্বরের যে শক্তি জীব স্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি বা মায়া। (৭ ম অধ্যায় ৪, ৫)। আপনার জীবস্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্ জীবসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিকে স্বীকৃত বা বশীভূত করিয়া আপনার স্বত্বকে জীবরূপী করিতে পারেন। (স্বীকৃত=শ্রীধর; বশীকৃত=শঙ্কর।)

১১ "যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারেই আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়"।

যে যে ভাবে আমার উপাসনা করে তাহাকে সেইরূপ ফলদান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না, অর্থাৎ যে নিষ্কাম উপাসক সে আমায় পায়। "আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্ব্ব প্রকারে সেই পথে চলে",— এ চরণের অর্থ এই যে, "উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে"। মানুষ যে দেবতারই পূজা করুক

না কেন, সে আমারই পূজা করা হইবে, কেন না এক ভিন্ন দেবতা নাই।

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের কেহ সাকারের উপাসনা করে। কেহ মনুষ্যের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তর খণ্ডের উপাসনা করে। এই সকলই উপাসনা—ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র—ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণ জ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। "যে হিমালয় পর্ব্বতকে বল্মীক পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ।" ব্রহ্মবাদী ও ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত নহেন, শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে। তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য, আর একজনের অগ্রাহ্য, ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে? যে উপাসনা আন্তরিক তাহা ভ্রান্ত হইলেও ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য। এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিলে পৃথিবীতে আর ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না; হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী—সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক—যে পথে তিনি আছেন সেই পথে সকলেই যায়। (বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত গীতা)

১৩ "গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু আমি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও, আমাকে অকর্ত্তা ও বিকার রহিত জানিও"।

হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে ব্রাহ্মণবর্ণ সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে, এবং শূদ্র চরণ হইতে সৃষ্ট হয়। এই সাধারণ উক্তির মূলে বিখ্যাত পুরুষ সূক্ত—ইহা

ঋগ্বেদ সংহিতার দশম-মণ্ডলের নবতিতম সূক্ত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে বৈদিক কালে জাতিভেদ ছিল না—তাঁহারা বলেন যে এই সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সে যাহাই হউক, ঐ সূক্তে বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা আছে তাহা এই :—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ
ঊরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।

দেবতাদের যজ্ঞে যে পুরুষ-বলি হয়, ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু হইলেন। ইহার ঊরু বৈশ্য আর শূদ্র পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল। স্থূল কথা, হিন্দু শাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্য উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মত আছে। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিতেছেন তাহাও সাধারণ মত হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। জন্ম অনুসারে জাতি বিভাগ হইয়াছে একথা তিনি বলেন না। তিনি বলেন যে 'গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ' আমি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। মনুষ্যের বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সত্ত্বগুণ প্রধান স্বভাব হইলে শূদ্রের পুত্র হইলে সে ব্রাহ্মণ হইবে, এবং ব্রাহ্মণ পুত্রের তমোগুণ প্রধান স্বভাব হইলে সে শূদ্র হইবে। ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি। প্রাচীন ঋষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন—

ক্ষান্তং দান্তং জিত-ক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ং
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতা;
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যানকারকাঃ
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।

গৌতম সংহিতা।

ক্ষমাবান্ দান্ত, জিতক্রোধ, এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ

বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র। হে রাজন্ জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডাল ও সদ্বৃত্ত হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। মহাভারতের ও স্থানে স্থানে জাতিভেদ সম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রচারিত আছে।

১৮ "যে কর্ম্মেতে ও কর্ম্মশূন্যতা দেখে, এবং অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্। সেই যোগযুক্ত, এবং সেই সর্ব্ব কর্ম্মকারী"।

এই শ্লোকের অর্থ বিষয়ে টীকাকারদের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীধরের টীকার মর্ম্মার্থ এই—

ভগবদারাধনা কর্ম্ম; কিন্তু তাহাতে কর্ম্মের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এই জন্য তাহাকে কর্ম্ম স্বরূপ বিবেচনা করিবে না। আর যে কর্ম্ম বিহিত, তাহা করিলে তাহার ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক; এজন্য অকর্ম্মকেই কর্ম্ম বিবেচনা করিবে। ইহাতে এ শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে ভগবদারাধনাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য অনুষ্ঠান মুক্তির বিঘ্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের গীতায় এইরূপ ব্যাখ্যা আছে—

কাম সংকল্প বিবর্জ্জিত, ফলকামনা শূন্য যে কর্ম্ম, সে অকর্ম্ম—কর্ম্ম শূন্যতা। আর যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে বিরত, তাঁহার কর্ত্তব্য বিরতির ফলভাগিত্ব আছেই আছে—অতএব এখানে কর্ম্মশূন্যতা ও কর্ম্ম। কেন না ফলোৎপত্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী।

১৯—"যাঁহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত, এবং যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন"।

ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কার রহিত যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং তাহাই কর্ম্মশূন্যতা। • •

কামের উদ্দিষ্ট সে সুখ—তাহা নিজের সুখ—পরের মঙ্গল নহে। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য নিজ হিত, তাহা নিষ্কাম নহে। মনে কর, স্বদেশের হিতসাধন। ইহা একটী অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। "যদি স্বদেশ হিতৈষী কেবল মাত্র স্বদেশের হিতকামনা করিয়া কর্ম্ম করেন, তবে তাঁহার কর্ম্ম নিষ্কাম। আর যদি আপনার যশ, মান সম্ভ্রম, উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশের ইষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন তবে তিনি সকাম কর্ম্মী"।

২৯ যোগাভ্যাস—

পূরক, রেচক, কুম্ভক—প্রাণ বায়ু সংযমের তিন প্রণালী।

পূরক=অধোগামী অপান বায়ুতে ঊর্দ্ধগামী প্রাণ বায়ুর একীকরণ।

রেচক=তাহার উল্টা প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুর একীকরণ।

কুম্ভক=প্রাণ এবং অপান বায়ুর ঊর্দ্ধ অধোগতি রোধ।

এইরূপ প্রাণ বায়ু সংযমনের নাম প্রাণায়াম।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ কর্ম্মত্যাগের নাম সন্ন্যাস। ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম-সাধনের নাম কর্ম্ম-যোগ। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুইটির কোন্‌টী শ্রেয় ?

তাহার উত্তর, উভয়ই শ্রেয়স্কর, তথাপি সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম-যোগ বিহীন সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। কর্ম্ম-যোগী পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করেন— তিনি কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী। পদ্মপত্র যেমন জলে নির্লিপ্ত থাকে সেইরূপ তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও কোন কর্ম্মে লিপ্ত হ'ন না। নিষ্কাম কর্ম্মী কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া পরম শান্তি সম্ভোগ করেন—

ভগবৎ তত্ত্বে জ্ঞান বিকাশিত,
হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি সুধামৃত,
তাঁর পদাশ্রিত দাস ;
জ্ঞান জলধি জল ধৌত কলুষ মল,
পায় পরাগতি, শান্তি সুনিশ্চল,
জনম বন্ধ হয় নাশ। ১।

যোগী ভেদাভেদ জ্ঞান শূন্য সর্ব্ব ভূতে সমদর্শী না হইলে যোগের সম্যক্ ফল লাভে সমর্থ হন না।

ব্রাহ্মণ বিনয়ী যতী, চণ্ডাল ঘৃণিত অতি,
গাভী করী কুক্কুরে সমান,
সমদর্শী সর্ব্বঠাই, ভেদাভেদ কিছু নাই,
দেখিছেন সব এক প্রাণ—১৮

* * * *

প্রিয়লাভে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয়ে নহেন ক্লিষ্ট,
দুঃখে নাহি হন উদ্বেজিত,
নির্ম্মোহ নিশ্চলা মতি, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মেতে রতি,
ব্রহ্মে তিনি হন অবস্থিত। ২০

* * * *

আত্মায় যাঁহার মতি, আত্মায় যাঁহার রতি,
অন্তর্জ্যোতি সদা দীপ্যমান্,
সর্ব্বভূত হিতে রত, দ্বিধাহীন শুচিব্রত,
আত্মতত্ত্ববিৎ পুণ্যবান্,
কাম ক্রোধ বিরহিত, সন্ন্যাসী সংযতচিত,
বিষয় বাসনা অবসান,
জিতেন্দ্রিয় সমাহিত, ব্রহ্মে হন অবস্থিত
লাভ হয় ব্রহ্ম-নিরবান। ২৪-২৬

যোগসাধনের প্রণালী এই :—

নাসা মধ্যে প্রাণাপাণ রাখিয়া সমান,
ভ্রূমধ্যে ধরিয়া স্থির যুগল নয়ান,
ইন্দ্রিয় বিষয় সর্ব্ব করি পরিহার,
ইচ্ছাভয়ক্রোধ করি দূরে অপসার,
সংযত ইন্দ্রিয় বুদ্ধি, মোক্ষ পরায়ণ,
জীবন্মুক্ত হেন ভক্ত জানে মুনিগণ। ২৭-২৮

ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষ লাভ :—

যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর, সর্ব্ব লোক-স্বামী,
সর্ব্ব জীব হিতকারী সুহৃদ যে আমি,
ভক্ত যেই ভজে মোরে জানিয়া আমায়,
লভে সে অপার শান্তি আমারই কৃপায়। ২৯

পঞ্চম অধ্যায়।

সন্ন্যাস-যোগ।

অর্জ্জুন।

কর্ম্ম যোগ বল এক, কর্ম্ম ত্যাগ কহিতেছ পুন,
এ উভয়ে শ্রেয় যাহা, কহ তাহা স্থির, জনার্দ্দন। ১

শ্রীকৃষ্ণ।

কর্ম্ম যোগ ও সন্ন্যাস, উভয়েই মোক্ষের সোপান,
তথাপি দুয়ের মাঝে, কর্ম্ম যোগ বলিব প্রধান। ২

তাকেই সন্ন্যাসী কহে, নাহি যার দ্বেষ বা বাসনা,
নির্দ্বন্দ্ব বিচরে সুখে, ঘুচে যায় বন্ধন-যাতনা। ৩

সাংখ্য এক, যোগ আর, বালকে পৃথক্ করি বলে,
তাহা নয়, ধনঞ্জয়, দুয়ে যাহা একে তাহা ফলে। ৪

সাংখ্যেতে পায় যে গতি, যোগেতে ও লভে সেই স্থান,
সেই, পার্থ, ঠিক দেখে, উভয়েই যে দেখে সমান। ৫

যোগ-বিনা যে সন্ন্যাস, হয় তাহা দুঃখের কারণ,
যযুক্ত মুনি যায়, অচিরাৎ, ব্রহ্ম-নিকেতন। ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

জিতেন্দ্রিয়, বিজিতাত্মা, আসক্তি-রহিত,
অনাসক্তি } যোগ-যুক্ত, পাপ-মুক্ত, শান্ত সমাহিত,
সর্ব্ব ভূতে দেখে যেই আপন আত্মায়,
সর্ব্ব কর্ম্ম করে তবু লিপ্ত নহে তায়। ৭

দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শে, শয়নে স্বপনে,
আহার বিহার ঘ্রাণ, গ্রহণ গমনে,
আর আর সব কার্য্যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে,
প্রলপন, বিসর্জ্জন, উন্মেষ, নিমেষে,
"ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া, আমি ক্রিয়াতীত",
অভিমান শূন্য মনে ভাবে তত্ত্ববিৎ। ৮-৯

ত্যজি ফল-আশা, করি ব্রহ্মে সমর্পণ,
আচরেন সর্ব্ব কর্ম্ম সদা যেই জন,
নির্লিপ্ত সলিলে পদ্ম-পত্রের সমান,
পাপে কভু লিপ্ত ন'ন হেন পুণ্যবান্। ১০

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ে যে যে কর্ম্ম কৃত,
কায় মনো বুদ্ধি-যোগে যাহা আচরিত,
আত্ম-শুদ্ধি তরে যোগী সঙ্গ ত্যজিয়া যতনে,
করেন সকল কর্ম্ম অনাসক্ত-মনে। ১১

যোগীর পরমা শান্তি ত্যজি কর্ম্ম ফলে,
ফল-কামী রহে বাঁধা কঠিন শিকলে।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্॥ ১৩॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥

না করে করায় কিছু নাহি ফল-আশ,
নবদ্বার-পুরে দেহী সুখে করে বাস। ১২-১৩

কর্ম্ম বা কর্তৃত্ব নহে প্রভুর সৃজন,
কর্ম্ম-ফল ভোগ নহে প্রভুর করণ,
স্বভাবের গুণে হয় কর্ম্মে প্রবৃত্তি,
স্বভাবের কার্য্য হতে না আছে নিবৃত্তি। ১৪

সুকৃত-দুষ্কৃত-ভাগী প্রভু কভু নন,
অবিদ্যা ঘটায় আনি মোহ-আবরণ,
জ্ঞানালোকে নাশে যার অজ্ঞান-তিমির,
উজ্জ্বল প্রকাশে তার বিজ্ঞান-মিহির। ১৫

ভগবৎ তত্ত্বে জ্ঞান বিকাশিত,
হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি-সুধামৃত,
তাঁর চিরাশ্রিত দাস,
জ্ঞান-জলধি-জল ধৌত কলুষ-মল,
পায় পরাগতি, শান্তি সুনিশ্চল,
জনম-বন্ধ হয় নাশ। ১৭

সাম্য ভাব } ব্রাহ্মণ বিনয়ী ব্রতী, চণ্ডাল ঘৃণিত অতি,
গাভী করী কুকুরে সমান,
সমদর্শী সর্ব্ব ঠাঁই, ভেদাভেদ কিছু নাই,
দেখিছেন সব এক প্রাণ। ১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

হেন সাম্যময় চিত্তে, যেনা, পার্থ, সর্ব ভূতে
এখানেই হয় স্বর্গজিত ;
নিষ্পাপ পুণ্যনিধান, ব্যাপ্ত সর্ব্বত্র সমান,
ব্রহ্ম তাবে হন অবস্থিত। ১৯

প্রিয়লাভে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয়ে নহেন ক্লিষ্ট,
দুঃখে নাহি হন উদ্বেজিত,
নির্ম্মোহ, নিশ্চলা মতি, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মেতে রতি,
ব্রহ্মে তিনি হন অবস্থিত। ২০

ইন্দ্রিয় বিষয়-রাগে, বিরাগ সতত জাগে,
আপনায় সদানন্দ ময়,
ব্রহ্মযোগে হয়ে যুক্ত, সংসার-বন্ধন-মুক্ত
ভুঞ্জে চির আনন্দ অক্ষয়। ২১

বিষয়সুখের ভোগ দুঃখের কারণ,
আছে তার আদি অন্ত, উত্থান, পতন,
আসে যায় পুনঃ পুন, নহে তাহা স্থির,
তাহাতে আসক্ত কভু না হন সুধীর। ২২

প্রাণহীন দেহ যথা রহে অবিচল,
কাম ক্রোধ বেগ তাহে নাহি করে বল,
জীবন থাকিতে তায় রোধিতে সক্ষম
যেথা সেই, সুখী সেই, যোগীর উত্তম। ২৩

ব্রহ্ম নির্ব্বাণ } আত্মায় যাহার মতি, আত্মায় যাহার রতি,
অন্তর্জ্যোতি সদা দীপ্যমান,

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং ॥ ২৬ ॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সম্বাদে সন্ন্যাসযোগোনাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্ব ভূত হিতে রত, দ্বিধাহীন শুচিব্রত,
আত্মতত্ত্ববিৎ পুণ্যবান্

কামক্রোধবিরহিত, সন্ন্যাসী সংযতচিত,
বিষয়বাসনা অবসান,

জিতেন্দ্রিয় সমাহিত, ব্রহ্মে হন অবস্থিত,
লাভ হয় ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ। ২৪-২৬

জীবন্মুক্তি } নাসা মধ্যে প্রাণাপান রাখিয়া সমান,
ভ্রূমধ্যে ধরিয়া স্থির যুগল নয়ান,

ইন্দ্রিয়বিষয় সর্ব্ব করি পরিহার,
ইচ্ছা ভয় ক্রোধ করি দূরে অপসার,

সংযত ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি, মোক্ষ পরায়ণ,
জীবন্মুক্ত হেন ভক্ত, জানে মুনিগণ। ২৭-২৮

যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর, সর্ব্বলোকস্বামী,
ব্রহ্মজ্ঞান } সর্ব্বজীবহিতকারী সুহৃদ্ যে আমি,

ভক্ত যেই ভজে মোরে জানিয়া আমায়,
লভে সে অপার শান্তি আমারই কৃপায়। ২৯

পঞ্চম অধ্যায়।

টিপ্পনী।

৪—৫ মূর্খেই সন্ন্যাস ও কর্ম্ম যোগ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফল কহে কিন্তু পণ্ডিতেরা এরূপ কহেন না; বাস্তবিকও যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্ম যোগ এই উভয়ের মধ্যে একটীর সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হন।

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা যে (মোক্ষ) স্থান লাভ করেন, কর্ম্ম যোগীরা ও সেই স্থান প্রাপ্ত হন; যিনি সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই একরূপ দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী।

৮—৯—পরমার্থদর্শী কর্ম্ম যোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, অশন (ভোজন), গমন, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন আমি কিছুই করিতেছি না; ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে।

১৩—জিতেন্দ্রিয় দেহী মনে মনে সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ পুরে সুখে অবস্থান করেন; তিনি স্বয়ং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না এবং অন্যকেও প্রবৃত্ত করেন না।

(প্রশ্নোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর)। কঠোপনিষদে দেহের একাদশ দ্বার বর্ণিত আছে।

নবদ্বার=চক্ষু ২, কর্ণ ২, নাসিকা ২, মুখ, মল-মূত্রদ্বার ২।

১৮ পণ্ডিতগণ, বিদ্যাও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও (শ্বপাক) চণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখেন। শ্বপাক=নীচজাতি, চণ্ডাল।

২০—যিনি প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না সেই ব্রহ্মবিৎ মোহ হইতে মুক্ত হইয়া স্থিরবুদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন। (কঠোপনিষৎ)

২২—২৪ যে সকল সুখ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় তাহা দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর ; পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হন না।

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আরাম, যাঁহাতে অন্তর্জ্যোতি দীপ্যমান, সেই ব্রহ্ম বিৎ যোগী ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

সংশয়হীন, সংযতাত্মা, সর্ব্বভূতহিত-সাধনে তৎপর ক্ষীণপাপ ঋষিগণ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন।

২৭—২৮ যোগ সাধন—

যে মোক্ষ পরায়ণ মুনি মন হইতে (রূপ রসাদি) বাহ্য বিষয় সকল বহিষ্কৃত, নয়নদ্বয় ভ্রূমধ্যে সংস্থাপিত, নাসার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বৃত্তিকে সমভাবাপন্ন করিয়া ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছা ভয় ক্রোধ দূরপরাহত করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই অধ্যায়েও সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগের কথা। যে ব্যক্তি যোগাকাঙ্ক্ষী, কর্ম্ম তাহার অবলম্বন; আর যিনি যোগারূঢ় অর্থাৎ যাঁহার যোগ সিদ্ধি হইয়াছে তাঁহার অবলম্বন শান্তি। যোগাভ্যাসের নিয়ম কি?

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনুকূল স্থান,
নাতি উচ্চ নীচ কিবা, করিয়া সন্ধান,
কুশাসন, মৃগচর্ম্ম, চেল-আস্তরণ,
বিছাইয়া পরে পরে পাতিবে আসন।
আসীন হইয়া ঋজু, একাগ্র সংযত,
আত্মশুদ্ধি তরে হও যোগাভ্যাসে রত।
দেহ সহ উন্নত করিয়া গ্রীবাশির
নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখি স্থির,
নির্ভীক, প্রশান্তমনা, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত,
তন মন ধনে যুক্ত আমাতে সতত,
একাকী বিরলে যোগী দূর-পরিজন,
যোগের সাধনা করি ধ্যান-পরায়ণ,
লভয়ে নির্ব্বাণ-শান্তি, যোগযুক্ত প্রাণ,
আমার অমৃতধামে করিয়া প্রয়াণ। ১০-১৫
অত্যাহার অথবা একান্ত উপোষণ,
অতিনিদ্রা তেমনি বিনিদ্র জাগরণ,
অতিশয় যাহা কিছু গর্হিত সকল,
অত্যাচারে হয় রুদ্ধ যোগের অর্গল। ১৬

নিত্য নিয়মিত যার আহার বিহার,
নিদ্রা জাগরণে নেই হয় মিতাচার,
সতত সংযত-চিত্ত আত্মাশ্রিত যার,
সর্ব্বকর্ম্মে স্পৃহাশূন্য—যোগী নাম তাঁর। ১৭-১৮

এইরূপ অভ্যাসে যিনি যোগসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার অবস্থা কিরূপ? যা—

নিবাত, নিষ্কম্প দীপ-শিখা সম স্থির,
ধ্যানপর যোগীবর প্রশান্ত সুধীর।

ইনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমাতে অবস্থিতি করেন।

কি বল কাঞ্চন কিবা মৃত্তিকা পাষাণ,
যুক্ত সে যোগীর কাছে সকলি সমান।
শত্রু মিত্র উদাসীন, সাধু পাপী জনে,
রাগ দ্বেষ হীন যিনি দেখেন নয়নে,
মধ্যস্থ বা দ্বেষ্য পূজ্য সবারে সমান,
ধন্য সেই নর, তিনি যোগীর প্রধান। ৭-৯

* * * *

সর্ব্বভূত আত্মাতে যে করে নিরীক্ষণ,
পরমাত্মা সর্ব্ব ভূতে, সম-দরশন,
যে দেখে সবাতে আমি, আমাতে সবাই,
আমায় হারায় না সে, তারে না হারাই। ২৯-৩০

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সাম্য-যোগ কি? চাঞ্চল্যবশতঃ আমি ইহার ভাবগ্রহে অক্ষম।

উত্তর—বৈরাগ্য এবং অভ্যাস দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূর করিয়া এই সাম্যভাব উপার্জন করিতে হইবে।

অর্জ্জুন—যাহারা মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন যোগে অকৃতকার্য্য হয়,

তাহাদের গতি কি হয়? তাহারা কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় উভয় লোক-ভ্রষ্ট হয়?

উত্তর, না, তাহা হয় না। কল্যাণ যাহার ব্রত তাহার কখন বিনাশ নাই। জন্ম জন্মান্তরে বহু প্রয়াসে অবশ্যই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে।

পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন—

যোগিজনগণ মাঝে সেই জেন যোগীর প্রধান,
মদ্গত অন্তর-আত্মা আমায় যে ভজে শ্রদ্ধাবান্। ৪৮

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পোযোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে ।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢস্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অভ্যাস-যোগ।

শ্রীকৃষ্ণ।

কর্ম্ম ফলে অনাসক্ত হ'য়ে যেই জন
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করয়ে সাধন,
সেই যোগী, সন্ন্যাসীও সেই, ধনঞ্জয়,
নিষ্ক্রিয়, নিরগ্নি কভু সন্ন্যাসী না হয়। ১

সন্ন্যাস যাহাকে বলে যোগ তারে কয়,
না ছাড়িলে ফল-আশা, যোগী নাহি হয়।

যোগ-আরোহনে, পার্থ, কর্ম্মই সোপান,
আরূঢ় যে যোগাসনে শম তার যান। ২-৩

ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যার নাহি অনুরাগ,
ভোগ আশে কর্ম্ম-পাশে যিনি বীতরাগ,
সর্ব্বক্ষণ যিনি সর্ব্ব সঙ্কল্প-রহিত,
যোগারূঢ় বলি তিনি হন অভিহিত। ৪

আপনি আপনার শত্রু মিত্র

আপনারে সদা রক্ষ আপনার হাতে,
ছাড় তাহা আত্ম-অবসাদ হয় যাতে,
আপনি আপন বন্ধু, শত্রু আপনার,
বন্ধু শত্রু সাথে সাথে, কহিলাম সার। ৫

আপনারে আপনি যে করিয়াছে জয়,
আপনার বন্ধু সেই জানিও নিশ্চয়।
আপনি যে আপনাকে বশে নাহি রাখে,
আপনার হ'য়ে শত্রু শত্রু সে বিপাকে। ৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

সিদ্ধ যোগীর অবস্থা

জিতাত্মা প্রশান্ত রহে সুপ্রসন্ন মনে,
শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ মান অপমানে,
বিজ্ঞান, শাস্ত্রার্থজ্ঞানে তৃপ্ত যার মন—
নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয়, "যুক্ত" সেইজন।

কি বল কাঞ্চন কিবা মৃত্তিকা পাষাণ,
যুক্ত সে যোগীর কাছে সকলি সমান। ৭-৮

শত্রু মিত্র উদাসীন সাধু পাপী জনে
রাগদ্বেষ-হীন যিনি দেখেন নয়নে,
মধ্যস্থ বা দ্বেষ্য পূজ্য সবারে সমান,
ধন্য সেই নর, তিনি যোগীর প্রধান। ৯

যোগাভ্যাস

পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন অনুকূল স্থান,
নাতি উচ্চ, নীচ কিবা, করিয়া সন্ধান,
কুশাসন, মৃগচর্ম্ম, চেল-আস্তরণ,
বিছাইয়া পরে পরে পাতিবে আসন।

আসীন হইয়া ঋজু, একাগ্র, সংযত,
আত্ম-শুদ্ধি তরে হও যোগাভ্যাস-রত।

দেহ সহ উন্নত করিয়া গ্রীবা শির,
নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখি স্থির,

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তোযুক্তআসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যোযুক্তইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

নির্ভীক, প্রশান্তমনা, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত,
তনমন ধনে যুক্ত আমাতে সতত,

*

একাকী বিরলে যোগী দূর-পরিজন,
যোগের সাধনা করি, ধ্যান পরায়ন

লভয়ে নির্ব্বাণ-শান্তি যোগ যুক্ত প্রাণ,
আমার অমৃত ধামে করিয়ে প্রয়াণ। ১০-১৫

অত্যাহার অথবা একান্ত উপোষণ,
অতিনিদ্রা তেমনি বিনিদ্র জাগরণ,
অতিশয় যাহা কিছু গর্হিত সকল,
অত্যাচারে হয় রুদ্ধ যোগের অর্গল। ১৬

নিত্য নিয়মিত যাঁর আহার বিহার,
নিদ্রা জাগরণে যেই হয় মিতাচার,

সতত সংযতচিত্ত আত্মাশ্রিত যাঁর,
সর্ব্ব কর্ম্মে স্পৃহাশূন্য—যোগী নাম তাঁর। ১৭-১৮

যথা দীপোনিবাতস্থোনেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।
যোগিনোযতচিত্তস্য যুঞ্জতোযোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥২৩॥

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখা সম স্থির,
ধ্যানপর যোগীবর, প্রশান্ত, সুধীর। ১৯

অভ্যাসে যখন যোগী উপরত-চিত
যোগানন্দ } আত্মাতে আত্মায় দেখি হন পুলকিত,
আত্ম-দরশনে চিত্ত অচল যখন—
বাক্যাতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দে মগন।

অপার আনন্দ তাঁর, শান্তি অবিরাম,
ধ্যান যোগে আত্মাতে নিরখি আত্মারাম।

যা লাভে অপর লাভ কিছুই না গণে,
যার গুণে গুরু দুঃখ তুচ্ছ তাঁর মনে,

দুঃখের সংযোগ মাত্র তাহে না পরশে,
মগন হওয়ে হেন যোগানন্দ-রসে। ২০-২৩

কামনা সঙ্কল্প-জাত—
সব তাহে সর্ব্বথা প্রশমি,
মনেতে ইন্দ্রিয়গণ
সাধনায় নিয়ত সংযমি,

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

ধৃতিমতী বুদ্ধি যোগে
ধীরে ধীর সাধে উপরতি,
আত্মায় স্থাপিয়া মন,
চিন্তা হতে লভয়ে বিরতি। ২৪-২৫

চপল চঞ্চল মন
যেথা যেথা অবারিত ধায়,
ফিরায়ে সে পথ হ'তে
আত্মবশে আনিবে তাহায়। ২৬

বিরজ, বিগত-পাপ, প্রশান্ত-হৃদয়,
নিত্যশান্তি লভে যোগী, হয়ে ব্রহ্মময়।

এ হেন সাধনা গুণে হয়ে পাপহীন,
ব্রহ্ম-পরশন সুখ ভুঞ্জে অনুদিন। ২৭-২৮

সর্ব্বভূত আত্মাতে যে করে নিরীক্ষণ,
পরমাত্মা সর্ব্বভূতে, সম-দরশন,

যে দেখে সবাতে আমি, আমাতে সবাই,
আমায় হারায় না সে, তারে না হারাই। ২৯-৩০

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

সাম্যযোগ

সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমায় যে জন
ভেদ জ্ঞান পরিহরি করেন ভজন,
সকল বিষয় মাঝে থাকি বিদ্যমান
আমাতে করেন তিনি সদা অবস্থান। ৩১

আত্মবৎ সকল জীবে
সুখ দুঃখ যে করে বিচার,
সেই ত পরম যোগী
হে অর্জ্জুন, কহিলাম সার। ৩২

অর্জ্জুন।

সাম্য-যোগ কহিলে যা' হে মধুসূদন,
বুঝিতে না পারি মর্ম্ম স্থির রাখি মন,

প্রমাথী চঞ্চল চিত্ত, দৃঢ়শক্তি-ধর,
বায়ু সম দেখি তার নিগ্রহ দুষ্কর। ৩৩।৩৪

শ্রীকৃষ্ণ।

বিষয় আসক্ত-মন নানা দিকে ধায়,
বৈরাগ্য অভ্যাসে বশী বশে আনে তায়,
সংযত না হলে চিত্ত, যোগ সুদুর্লভ,
অভ্যাস বলেতে কিন্তু হয় সে সুলভ। ৩৫।৩৬

বৈরাগ্য অভ্যাস

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অথ বা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অর্জ্জুন।

যোগে শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু যোগ-ভ্রষ্ট যতি,
যোগসিদ্ধি বিনা, কৃষ্ণ, তাহার কি গতি ?

ভোগপথ তেয়াগিয়া নষ্ট কর্ম্ম-ফল,
এ দিকে সাধিতে মোক্ষ নাহি যোগবল,
অপ্রতিষ্ঠ এ কূল ও কূল হতে ভ্রষ্ট,
ছিন্ন মেঘ-সম সে কি না হয় বিনষ্ট ?

উভয় সঙ্কটে, হায়, কি ঘোর প্রলয় !
তুমি বিনা, কৃষ্ণ, কেবা ঘুচায় সংশয় ? ৩৭-৩৯

শ্রীকৃষ্ণ।

যোগভ্রষ্টের গতি

যোগভ্রষ্টে ইহপরে নাহি হয় ক্ষতি,
না কভু কল্যাণকারী লভয়ে দুর্গতি ;

পুণ্যলোকে যুগযুগ করি অতিক্রম
শ্রীমন্ত সাধুর গেহে ধরয়ে জনম।

কিম্বা যেথা যোগিকুলে জনম সম্ভব,
এ হেন জনম কিন্তু জেন হে দুর্লভ।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
ধ্যানযোগো নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

প্রাক্তন সংস্কারে হ'লে বুদ্ধির বিকাশ,
যোগসিদ্ধি তরে পুন করে সে প্রয়াস। ৪০-৪৩

অনিচ্ছা বশতঃ যদি পড়ি মোহ-পাশে
হয় সে বিপথগামী, পথে ফিরে আসে।
ফিরে আসে পূর্ব্বাভ্যাসে—যোগের কি বল!
জিজ্ঞাসুও বেদের অধিক পায় ফল।

পাপমুক্ত হয়ে শেষে শুদ্ধ-সত্ত্ব যতী,
জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভে পায় পরাগতি। ৪৪-৪৫

তাপস মাঝারে যোগীই প্রধান,
জ্ঞানীগণ হতে যোগী গরীয়ান্,
কর্ম্মিদেরও তিনি হন অগ্রগণ্য,
হয়ে যোগী, পার্থ, হও তুমি ধন্য। ৪৬

যোগিশ্রেষ্ঠ কে?

যোগিজনগণ মাঝে
সেই জেন যোগীর প্রধান,
মদগত অন্তর-আত্মা
আমায় যে ভজে শ্রদ্ধাবান্। ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়।

টিপ্পনী।

এই প্রথম ছয় অধ্যায়ের মুখ্য বিষয় যোগতত্ত্ব—এই কয় অধ্যায় মিলিয়া গীতার প্রথম ভাগ বলা যাইতে পারে। গীতায় যোগীর উচ্চ আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

তপস্বীর মাঝে যোগীই প্রধান,
জ্ঞানীগণ হ'তে যোগী গরীয়ান্,
কর্ম্মীদেরও তিনি হন অগ্রগণ্য
হয়ে যোগী, পার্থ, হও তুমি ধন্য। ৪৬

যোগ পাতঞ্জল-দর্শনেরও প্রধান বিষয়। এই যোগ কি? চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ।

এই চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রণালী কি?

পাতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকার প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন:—প্রথম, অভ্যাস ও বৈরাগ্য;—দ্বিতীয় ঈশ্বর প্রণিধান। ইহা ভিন্ন চিত্ত-স্থৈর্য্যের অপর ছয় প্রকার উপায় কথিত আছে। ব্যাসভাষ্যের মতে ঈশ্বর প্রণিধানের অর্থ এই যে, "ভক্তিবিশেষের ফলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া যোগীকে অনুগ্রহ করেন এবং ইচ্ছা করেন "ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক;" তাহার ফলে যোগীর শীঘ্র সমাধি লাভ হয়।"

এই যোগ অষ্টাঙ্গ—

"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি" যোগের এই অষ্টাঙ্গ। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ এবং ধারণা ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ।

যম—অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, বিষয় ত্যাগ ইত্যাদি।

নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান।

আসন = পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন বন্ধন।

প্রাণায়াম = প্রাণবায়ুর সংযমন।

প্রত্যাহার = ইন্দ্রিয় নিরোধ।

ধারণা = একদেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধন।

ধ্যান = চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহ।

সমাধি = ধ্যানের উন্নতাবস্থা; ধ্যান পরিপক্ক হইয়া যখন ধ্যেয়াকারে পরিণত হয় ও চিন্তার বিরাম হয়।

এই যোগের ফল কি?

পাতঞ্জল মতে, যোগ সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। তখন পুরুষকে শুদ্ধবুদ্ধ বলে। ইহারই নাম কৈবল্য সিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্জল দর্শনের চরম লক্ষ্য।

গীতার যোগকাণ্ড আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে পাতঞ্জল দর্শনের সহিত যেমন তাঁহার কতক বিষয়ে মতের ঐক্য আছে তেমনি অনেক বিষয়ে অনৈক্যও আছে। ঐ মত তিনি সর্ব্বাংশে অনুমোদন করেন না। অভ্যাস ও বৈরাগ্য যে চঞ্চল চিত্তের স্থৈর্য্য সাধনের উপায়, এ বিষয়ে উভয়ের কোন মতভেদ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

বিষয়-আসক্ত মন নানাদিকে ধায়
বৈরাগ্য অভ্যাসে যতী বশে আনে তায়,
সংযত না হলে চিত যোগ সুদুর্লভ,
অভ্যাস বলেতে কিন্তু হয় সে সুলভ। ৩৫-৩৬

গীতা পাতঞ্জল প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগেরও সাধারণতঃ অনুমোদন করিতেছেন। ৫ অঃ ২৭-২৮, এই অধ্যায়ের ১০-১৪ ২৪-২৭ শ্লোক গুলিতে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতির উপদেশ, অবশেষে চিন্তা হইতে

উপরত হইয়া মনকে আত্মাতে স্থাপনপূর্ব্বক সমাধির উপদেশ—অষ্টাঙ্গ যোগের সমগ্র প্রণালী সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ঈশ্বর প্রণিধান পাতঞ্জল যোগের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটী উপায় মাত্র। এই উপায়ই যে অদ্বিতীয় বা মুখ্য উপায়, পাতঞ্জলি তাহা স্বীকার করেন না। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে যোগসিদ্ধির কোন বিঘ্ন হয় না। গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ। অতএব, এ মতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব। ভগবান্ বলিতেছেন—

যোগিজনগণ মাঝে
সেই জেনো যোগীর প্রধান
মদ্গত অন্তর আত্মা
আমায় যে ভজে শ্রদ্ধাবান্। ৪৭

যোগের চরম ফল সম্বন্ধেও পাতঞ্জল ও গীতার ভিন্ন মত। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যসিদ্ধি পুরুষের স্বরূপে অবস্থান। পাতঞ্জল প্রদর্শিত যোগ অর্থে ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না—প্রকৃতি পুরুষের যে বিয়োগ বা পার্থক্য সাধন, তাহাকেই যোগ বলে। প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র রূপে পুরুষ আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলেই যোগসিদ্ধি হইবে। গীতায় ভগবান্ যোগের যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই প্রকৃত যোগ।

মনঃসংযম্য মচ্চিত্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ।

ঈশ্বরে চিত্ত নিহিত করাই যোগীর প্রতি গীতার মুখ্য উপদেশ।

পাতঞ্জলমতে যোগীর চরম অবস্থা সুখ দুঃখের অতীত কৈবল্য-অবস্থা। এ অবস্থা অভাবাত্মক—দুঃখের অভাব মাত্র। গীতার যোগের

কল যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ভাবাত্মক—সুখের পূর্ণমাত্রা—অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ।

যা লাভে অপর লাভ কিছুই না গণে
যার গুণে গুরু দুঃখ তুচ্ছ তার মনে।

এই সুখ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়।

বিরজ বিগত পাপ, প্রশান্ত হৃদয়,
নিত্য শান্তি লভে যোগী হয়ে ব্রহ্মময়,
এ হেন সাধনা গুণে হয়ে পাপহীন,
ব্রহ্ম-পরশন সুখ ভুঞ্জে অনুদিন। ২৭-২৮

নিরগ্নি = অগ্নিসাধ্য যাগযজ্ঞ "ইষ্টাখ্য" কর্ম্মত্যাগী।

নিষ্ক্রিয় = পরোপকারার্থ কূপাদিখনন প্রভৃতি "পূর্ত্তাখ্য" কর্ম্মত্যাগী।

আমরা দেখিতে পাই, উপনিষদের অনেক শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৯, ২০ দুইটী শ্লোক গীতার নহে। শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদের। ১৯শ শ্লোক কঠোপনিষদের ও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক; আর ঐ অধ্যায়েব যেটি ২০শ শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদের ঐ বল্লীর ১৮শ শ্লোক। যথাঃ—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।১৮
হন্তা চে ন্মন্যতে হন্তুং হত শ্চে ন্মন্যতে হতং
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ২। ১৯
কঠোপনিষদ্।

এই অধ্যায়ে ১০ হইতে ১৫ শ্লোক পর্য্যন্ত যোগাভ্যাসের প্রণালী

---

*গীতায় ঈশ্বর বাদ
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রদর্শিত হইয়াছে—উপনিষদে ঐ বিষয়ে যে সকল বচন আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সমে শুচৌ শর্করা বহ্নি বালুকা বিবর্জ্জিতে
শব্দ জলাশ্রয়াদিভিঃ
মনোঽনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে
গুহা নিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ
ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সমভূমি ঠাঁই,
বালুকা কঙ্কর কিবা অগ্নি যেথা নাই,
বিহঙ্গকূজিত বৃক্ষ, সুশীতল ছায়,
জলাশয় সম্মুখে, ও পার দেখা যায়,
ত্রিসীমায় নাহি কোন নয়নের জ্বালা,
সুবায়ু সেবিত গুহা, নিভৃত, নিরালা,
দেখি লয়ে হেন এক মনোমত স্থান,
ব্রহ্মে করিবে সাধক আত্ম সমাধান।

উন্নত করিয়া বক্ষ শির
শরীর করিয়া ঋজু, স্থির,
বাহির হইতে আনিয়া ডাকি
ইন্দ্রিয় মন হৃদয়ে রাখি,
ব্রহ্ম ভেলায় করিয়া ভর
তরিবে সাগর ভয়ঙ্কর।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

সপ্তম অধ্যায়।

সকল যোগের লক্ষ্য যে সেই পরব্রহ্ম, তাঁহার স্বরূপ কি? এই অধ্যায়ে ভগবান্ তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আমাতে আসক্ত চিত্ত, অনন্য শরণ,
সাধক করয়ে যবে যোগের সাধন,
সে যাহে জানিতে পারে সমগ্র আমায়,
সংশয় সমস্ত তার যাহে ঘুচে যায়,
কহিব সে জ্ঞান শুন, সবিজ্ঞান, সবিস্তার,
লভি যাহা নাহি থাকে কিছু আর জানিবার। ১-২

পরে তিনি কহিতেছেন,

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, (পঞ্চ মহাভূত), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; আমার পরাপ্রকৃতিও জান। ইনি জীবভূতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। আমার এই দুই প্রকৃতি সর্ব্বভূত-যোনি—ইহা হইতেই নিখিল জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়। জগতে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। আমাতে বিশ্বচরাচর ওত-প্রোত ভাবে ব্যপ্ত রহিয়াছে

"গাঁথা যথা সূত্রে মণিহার"।

* * * *

"সলিলে আমিই রস,
প্রভা আমি রবি শশি[illegible],
প্রণব বেদেতে, ব্যোমে শব্দ,
পৌরুষ আমি নরে।

অনলেতে তেজ আমি,
পৃথিবীতে আমি পুণ্যঘ্রাণ,
তপস্বীর তপোবল,
সর্ব্বভূতে আমি হইপ্রাণ।
"আমি সর্ব্বভূত বীজ,
সনাতন, জেন তাহা স্থির,
জ্ঞানীর আমিই জ্ঞান,
তেজ আমি হই তেজস্বীর"। ৮-১০

আমা হইতে সত্ব রজ তম এই ত্রিগুণেরও উৎপত্তি; ইহারা আমাতে অধিষ্ঠিত, আমি ইহাদের সহিত লিপ্ত নহি। এই ত্রিগুণ আমার মায়া। এই মায়াজালে মনুষ্যের জ্ঞান যতদিন আচ্ছন্ন থাকে, ততদিন তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। এই মায়া অপনীত হইলে সাধকের মনে "বাসুদেব সর্ব্ব" জ্ঞান জন্মে। সকল জগতে আমাকে অনুপ্রবিষ্ট জানিয়া তখন সে অন্তরাত্মা রূপে আমার ভজনা করে। আমাকে না ভজিয়া যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, আমি তাহাদের বাঞ্ছানুরূপ ফলপ্রদান করি, কিন্তু সে ফল ক্ষণস্থায়ী। যাঁহারা আমাকে অনন্য চিত্তে ভজনা করেন, তাঁহারা রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমাকে পাইয়া শাশ্বত শান্তি উপভোগ করেন।

অধিদেব, অধিযজ্ঞ, অধিভূত সহ,
আমাকে যাহারা জানে, ভজে অহরহ,
আমাতেই তারা সদা সমাহিত রয়,
মরণ কালেও মোরে বিস্মৃত না হয়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

* বিজ্ঞান-যোগ।

আমাতে আসক্ত চিত্ত, অনন্য-শরণ,
সাধক করয়ে যবে যোগের সাধন,
সে যাহে জানিতে পারে সমগ্র আমায়,
সংশয় সমস্ত তার যাহে ঘুচে যায়,
কহিব সে জ্ঞান, শুন, সবিজ্ঞান, সবিস্তার,
জ্ঞাতি যাহা নাহি থাকে কিছু আর জানিবার। ১-২

সহস্রে কচিৎ কেহ
সিদ্ধিলাভে যতনে সংযত,
সিদ্ধযোগী কয় জন
জানে বা আমার স্বরূপতঃ ? ৩

অনিল, অনল, জল,
ভূমি, ব্যোম, মন, বুদ্ধি আর
অহঙ্কার—ভেদ এই
অষ্টধা প্রকৃতি আমার। ৪

অপরা প্রকৃতি ইহা
পরা প্রকৃতি যারে কহে,
জীবরূপী প্রকৃতি সে—
সকল জগত ধরি রহে। ৫

অপরা প্রকৃতি
পরা প্রকৃতি

ভূতযোনি এ দুই প্রকৃতি হতে
জগত সৃজন,
আমি এ নিখিল জগতের
সৃজন-লয়-কারণ। ৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

বলং বলবতাঞ্চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

আমা হতে পরতর
কোন ঠাঁই নাহি কিছু আর,
সবে আমা ওতপ্রোত
গাঁথা যথা সূত্রে মণিহার। ৭
সলিলে আমিই রস,
প্রভা আমি রবি-শশি-করে,
প্রণব বেদেতে, ব্যোমে শব্দ,
পৌরুষ আমি নরে। ৮
অনলেতে তেজ আমি,
পৃথিবীতে আমি পুণ্য ঘ্রাণ,
তপস্বীর তপোবল,
সর্ব্বভূতে আমি হই প্রাণ। ৯
আমি সর্ব্বভূত বীজ,
সনাতন, জেন তাহা স্থির,
জ্ঞানীর আমিই জ্ঞান,
তেজ আমি হই তেজস্বীর। ১০
আমিই বলীর বল,
কামরাগ তাহে বিরহিত,
জীবের আমিই কাম,
হয় যাহা ধর্ম্ম-নিয়মিত। ১১
গুণগ্রাম সাত্ত্বিক, রাজসিক তামসিক,
বাঁধা রহে চরাচর যাহে,
আমা হতে সমুদিত, আমাতেই অধিষ্ঠিত,
আমি কিন্তু নহি লিপ্ত তাহে। ১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন ।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

বিমুগ্ধ ত্রিগুণ গুণে, সর্ব্ব বিশ্বচরাচর,
অব্যয় আমায়, পার্থ, পৃথক্ না জানে নর। ১৩

এই দেবী গুণময়ী মায়া মম সুদুস্তর,
এ মায়া এড়ায় সাধু ভজি মোরে নিরন্তর। ১৪

আমায় না পায় কভু মোহান্ধ পাপাত্মা যত,
মায়া-অপহৃত জ্ঞান, আসুরিক কাণ্ডে রত। ১৫

আমায় ভজে, হে তাত, চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান্,
দুঃখার্ত্ত, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, অর্থাকাঙ্ক্ষী, জ্ঞানবান্। ১৬

ইহাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, একনিষ্ঠ ভক্তোত্তম,
আমাকে করয়ে প্রীতি, প্রিয় অতি সেও মম। ১৭

মোক্ষ অধিকারী এরা,
জ্ঞানী কিন্তু আত্মার স্বরূপ,
লভে সে উত্তমা গতি
আমাসহ যুক্ত অপরূপ। ১৮

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥ ২১ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম ॥ ২৪ ॥

"বাসুদেব সর্ব" জ্ঞান

বহুজন্মান্তরে লভি
"বাসুদেব সর্ব" এই জ্ঞান,
জ্ঞানী সে আমায় পায়—
সুদুর্লভ হেন পুণ্যবান্। ১৯
যেমনি প্রকৃতি যার,
সেই রীতে নিয়ত সেবায়,
নানা কামনায় বশে
ভজে মূঢ় অন্য দেবতায়। ২০

সাকার নিরাকার উপাসক

যে ভক্ত যে মূর্ত্তি মম
শ্রদ্ধাভরে করয়ে সাধনা,
শ্রদ্ধা সে অচলা রাখি,
আমি তার পুরাই বাসনা। ২১
শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তারা
ইষ্টদেবে আরাধে অবাধে,
বাঞ্ছিত বিহিত ফল
সব পায় আমার প্রসাদে। ২২
যে যে ফল আশে ফেরে
অল্পমতি, অন্তেতে ফুরায়,
দেবযাজী পায় দেব,
ভক্ত মম আমাকেই পায়। ২৩
অনন্ত, অব্যয় আমি—
মম ভাব বুঝি অল্পজন,
অব্যক্ত আমায়, পার্থ,
ব্যক্ত রূপে ভজে [illegible]। ২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

যোগমায়া অন্তরালে
জীবে আমি রহি অপ্রকাশ,
স্বয়ম্ভূ অব্যয় রূপ
মূঢ় চিত্তে না হয় বিকাশ। ২৫
জানি আমি সর্ব্বভূত
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান,
আমাকে না জানে কেহ—
আদি অন্ত না পায় সন্ধান। ২৬
দেহের উৎপত্তি সাথে
রাগ দ্বেষ হইয়া উদিত,
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব-মোহে
সর্ব্বজীবে করে সম্মোহিত। ২৭
পুণ্যাত্মা সংযত-চিত
পাপ হতে হইয়া বিরত
এ মোহ বিমুক্ত হয়ে
আমাকেই ভজে দৃঢ়ব্রত। ২৮
জরা মরণের হতে পাইতে নিস্তার
যাঁহারা সাধেন নিত্য আশ্রয়ে আমার,
লভিয়ে অধ্যাত্ম-জ্ঞান হন ব্রহ্মময়,
বুঝেন অখিল কর্ম্ম-তত্ত্ব সমুদয়। ২৯
অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, অধিভূত সহ,
আমাকে যাহারা জানে, ভজে অহরহ,
আমাতেই তারা সদা সমাহিত রয়
মরণকালেও মোহে বিস্মৃত না হয়। ৩০

সপ্তম অধ্যায়।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
বিজ্ঞানযোগো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

টিপ্পনী।

প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম যোগের ব্যাখ্যা—তাহাই গীতার প্রথম ভাগ। এই অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতার দ্বিতীয় ভাগ বলা যাইতে পারে। এই ভাগে বেদান্ত মতানুযায়ী ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইতেছে কিন্তু বেদান্তের নিছক অদ্বৈতবাদের সঙ্গে গীতার সম্পূর্ণ মতের ঐক্য আছে বলা যায় না। উপনিষদে যে অত্যুন্নত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণ রূপে তাহার অনুবাদিনী, তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সঙ্কলিত ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম কর্মবাদ ও ভক্তি-বাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। যেখানে ভক্তিযোগ সেখানে দ্বৈতভাব অবশ্যম্ভাবী, কারণ উপাস্য উপাসকের পরস্পর পার্থক্য ব্যতীত ভক্তি দাঁড়াইতে পারে না। এই ভাগে বেদান্তের সহিত সাংখ্যের সমন্বয়, অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তির সমন্বয় চেষ্টায় গীতার বিশেষত্ব উপলক্ষিত হয়।

৪-৫

অপরা প্রকৃতি=জড়বর্গের উপাদান।

পরা প্রকৃতি=চৈতন্যরূপী জীবভূত প্রকৃতি।

অপরা প্রকৃতি সাংখ্যের প্রধান, পরা প্রকৃতি=পুরুষ। সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ এই দ্বৈততত্ত্ব অনাদি। গীতার মতে প্রকৃতি পুরুষ চরম তত্ত্ব নহে—তাহাদের অতীত যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত পরম পুরুষ তিনিই জগতের মূলকারণ। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণও তাঁহা হইতে নিঃসৃত। ভগবান্ বলিতেছেন, এই ত্রিগুণাত্মিকা পরা প্রকৃতি আমার মায়া। আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি, সকলের সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান্ হই না, এই নিমিত্ত মূঢ়েরা আমাকে জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া অবগত নয়।

২৭-২৮

অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ—ইহা হইতেই সুখ দুঃখ অনুভব ও মোহের উৎপত্তি।

যে সমস্ত পুণ্যাত্মাদিগের পাপ বিনষ্ট ও এই দ্বন্দ্ব-মোহ অপগত হইয়াছে, সেই সমস্ত কঠোর ব্রত পরায়ণ মহাত্মারাই আমাকে আরাধনা করেন।

৩০ "অধিদেব" "অধিযজ্ঞ" "অধিভূত" এই সকল শব্দের ব্যাখ্যা পরের অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে অধিভূতাদি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ কহিলেন, অন্তিম কালে যাহার মনের যে ভাব ও অবস্থা থাকে তদনুসারে তাহার গতি হয়। যিনি আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন তিনি আমার স্বারূপ্য লাভ করেন।

তিমির অতীত শুভ্র আদিত্যবরণ,
অচিন্ত্য স্বরূপ নিত্য যে করে স্মরণ,
অন্তিম কালে, চিত্ত অচঞ্চল,
ধরি ভক্তি হৃদে, ধরি যোগবল,
ভ্রূ মধ্যে করি প্রাণ নিবেশন,
পরম পুরুষ দিব্য করে দরশন। ১০

সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে গীতার মত এই :—

ব্রহ্মার সহস্র যুগে একদিন, সহস্র যুগান্তে রাত্রি। ব্রহ্মার দিনে সৃষ্টি, রাত্রে প্রলয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগত অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম সৃষ্টি। প্রলয় কি, না ব্যক্ত জগতের অব্যক্তে তিরোভাব। কিন্তু সেই সত্য সনাতন পরম পুরুষ সর্ব্বকালে সমভাবেই থাকেন, প্রলয়ের সময় তাঁহার বিনাশ নাই। তাঁহাকে লাভ করিয়া জীব অমর হয়।

অব্যক্ত অক্ষর সেই, জীবের পরম গতি,
পেলে যাঁরে একবার নাহি হয় অবনতি,
লভি যোগী পুণ্যবান্ সে মম পরম ধাম,
ফিরে নাহি আসে পুন, পূরে সর্ব্ব মনস্কাম। ২১

অনন্য ভক্তিতেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

পরে যোগিদের পুনর্জন্ম কোন্ পথ দিয়া কিরূপ হয়—কখন্ বা তাঁহারা জন্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন তাহা বুঝাইয়া দিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন,

মুক্তির পথ শুক্ল কৃষ্ণ, এই দুই চিরন্তন পথ—
"এ পথ জানিয়া যোগী হন মোহ-মুক্ত,
সর্ব্বকালে, পার্থ, তুমি হও যোগযুক্ত।"

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে :
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্ম-যোগ।

অর্জ্জুন।

ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি বা?
কর্ম্ম কি বা? সুধাই কেশব;
অধিভূত, অধিদৈব কারে বলে,
কহ মোরে সব।
অধিযজ্ঞ কি প্রকার?
এই দেহে কেবা করে বাস?
যোগিগণ হৃদি, দেব,
অন্তে তব কেমনে প্রকাশ? ১-২

শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ।

অক্ষর পরম ব্রহ্ম; তাঁহার যে ভাব
অধ্যাত্ম সে—জীবরূপে যবে আবির্ভাব।
জীবের জনম আর বিস্তার কারণ
যজ্ঞার্থ উৎসর্গ—তাহা কর্ম্মের লক্ষণ।
অধিভূত—এই যত সৃষ্ট চরাচর,
অচেতন, ক্ষরশীল, ইন্দ্রিয় গোচর।
অধিদৈব—সেই তিনি পুরুষ মহান্
আদিত্য মণ্ডলে যিনি সদা দীপ্যমান্।
অধিযজ্ঞ জেন এই জীবদেহে আমি
অন্তর্যামী রূপে হই সর্ব্ব যজ্ঞ স্বামী। ৩-৪

অন্তিম কাল

অন্তকালে স্মরি হরি সাধক যে হয় অপহৃত,
হেথা হতে গিয়ে শেষে পায় মম সারূপ্য-অমৃত। ৫

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

যে যে ভাব স্মরি মনে অন্তে যোগী ত্যজে কলেবর,
সেই সেই ভাব পায় যে ভাবের ভাবুক যে নর। ৬

তাই বলি আমায় স্মরিয়ে সদা যুদ্ধ, ধনঞ্জয়,
মন বুদ্ধি সঁপি আমা পরে—পাবে মোরে অসংশয়। ৭

অভ্যাস যোগেতে যুক্ত, ধ্যান ধরি একাগ্র অন্তর,
পরম পুরুষ লাভে কৃতার্থ হয়েন যোগিবর। ৮

পুরাণ, অনাদি কবি, যিনি বিশ্বপাতা,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, অখিল বিধাতা,
তিমির-অতীত, শুভ্র, আদিত্য বরণ,
অচিন্ত্য স্বরূপ নিত্য যে করে স্মরণ,

অন্তিমকালে, চিত্ত অচঞ্চল,
ধরি ভক্তি হৃদে, ধরি যোগবল,
ভ্রূমধ্যে করি প্রাণ নিবেশন,
পরম পুরুষ দিব্য করে দরশন। ৯-১০

বেদবিৎ যে অক্ষরে কয়রে বর্ণন,
বীতরাগ যতী যাঁর ধ্যান-পরায়ণ,
যাঁহার উদ্দেশে ধরে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত,
সে পদ সংক্ষেপে কহি, শুন অবহিত। ১১

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাঙ্গতাঃ ॥ ১৫ ॥

আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

মোক্ষ সাধনা } রুদ্ধ করি সর্বদ্বার, হৃদি রুদ্ধ মন,
মস্তকে নিবেশি প্রাণ, ধ্যানে নিমগন,
উচ্চারি ওঁকার ব্রহ্ম হইয়া সংযত,
আমায় স্মরিয়া নিত্য হবে যোগ-রত।

দেহ ছাড়ি চলে যবে যোগী শুদ্ধ মতি,
পুনর্জন্ম নাহি তার, হয় পরাগতি। ১২-১৩

সতত অনন্য চিত্তে আমায় যে স্মরে,
জেন গো সুলভ আমি সেই যোগিবরে। ১৪

সিদ্ধ যোগী সুধীগণ আমাকে পাইয়া
অনিত্য সংসারে আর না আসে ফিরিয়া। ১৫

ব্রহ্মলোক হতে লোক ফিরে পুনর্বার,
আমারে পাইয়া কিন্তু জন্ম নাহি আর। ১৬

সৃষ্টি ও প্রলয় } ব্রহ্মার সহস্র যুগ দিবস প্রমাণ [illegible],
সহস্র যুগান্তে রাত্রি অহোরাত্র বেত্তাগণ জানে। ১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয় সবে আসে যবে দিন
আবার আসিলে রাত্রি হয় তারা অব্যক্তে বিলীন। ১৮

জীবেদের এইরূপ জনন মরণ যাওয়া আসা,
দিবসেতে হয় জন্ম, রাত্রে তাদের প্রলয় দশা। ১৯

অব্যক্ত ও ব্যক্তাতীত সেই সত্য সনাতন প্রভু,
ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে তবু বিনাশ না হয় তাঁর কভু। ২০

অব্যক্ত অক্ষর যেই, জীবের পরম গতি,
পেলে যাঁরে একবার নাহি হয় অবনতি,
লভি যোগী পুণ্যবান্ সে মম পরম ধাম,
ফিরে নাহি আসে পুন পুরে সর্ব্ব মনস্কাম। ২১

সেই বিভু ব্যাপ্ত যিনি বিশ্ব-চরাচরে,
সর্ব্বভূত অবস্থিত যাঁহার অন্তরে,
পরম পুরুষ সেই বিশ্ব-বিধরণ,
অনন্য ভক্তিতে তাঁর হয় দরশন। ২২

মোক্ষপদ হয় লাভ কোন্ পথ দিয়া,
গিয়ে যেথা যোগী আর না আসে ফিরিয়া,
কখন্ বা হয় তার পুনরাগমন,
কহিব তোমারে, পার্থ, করহ শ্রবণ। ২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

শুক্ল কৃষ্ণ পথ } অগ্নি দিবা শুক্লপক্ষ যে যে দেবস্থান,
উত্তর অয়নে যেই দেব-অধিষ্ঠান,
অন্তকালে সেই পথে যাত্রী যারা যায়,
ব্রহ্মজ্ঞ সে যোগিবৃন্দ ব্রহ্মপদ পায়। ২৪

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণ অয়ন—
সেই পথে চন্দ্রলোকে করয়ে গমন—
পুণ্য অনুযায়ী সেথা ভোগ সমাপিয়া,
পুনর্জন্ম ধরে যোগী সংসারে আসিয়া।

শুক্ল কৃষ্ণ পথ-দ্বয় পথ চিরন্তন,
একে অনাবৃত্তি, অন্যে পুনরাবর্ত্তণ। ২৬

এ পথ জানিয়া যোগী হন মোহ মুক্ত—
সর্ব্বকালে, পার্থ, তুমি হও যোগ-যুক্ত। ২৭

বেদ-অধ্যয়নে কিবা যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে,
যাহা কিছু পুণ্য ফল তপস্যায়, দানে,
ততোধিক লভে ফল এ তত্ত্ব জানিয়া,
সিদ্ধার্থ হয়েন যোগী ও পদ পাইয়া। ২৮

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
তারকব্রহ্মযোগো নাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

টিপ্পনী।

৩-৪ অধ্যাত্ম = জীবাত্মারূপে পরমাত্মার আবির্ভাব। এই শব্দ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ—এ অর্থেও অন্যত্রে ব্যবহৃত দেখা যায়।

কর্ম্ম = জীবের কল্যানার্থ যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান। বেদোক্ত যজ্ঞাদি ভিন্ন আমরা সচরাচর যাহাকে "কর্ম্ম" বলি—তাহায় কাজ বলে—তাহাও কর্ম্ম শব্দে বাচ্য; যেমন—

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ৩য়। ৫

"নিয়তং কুরুকর্ম্মত্বং" ইত্যাদি (৩য়। ৮)

গীতায় যোগ, কর্ম্ম, বুদ্ধি প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অধিভূত = অচেতন জড়জগৎ।

অধিদৈবত = সবিতাধিষ্ঠিত জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষ।

অধিযজ্ঞ = যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ।

১৭ নরলোকের একবৎসর দেবতাদের দিবা রাত্রি; এইরূপ দ্বাদশ সহস্র বৎসর একযুগ। এক সহস্র যুগে ব্রহ্মার দিন, অপর সহস্র যুগ রাত্রি। ব্রহ্মার জীবন এই শত যুগ ব্যাপী, তাহার অন্তে প্রলয়!

মনুতে আছে—যদেতৎ পরিসংখ্যাতং আদাবেব চতুর্যুগং

এতৎ দ্বাদশ সাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে। ১। ৭১

পূর্ব্বে যে চতুর্যুগ বলা হইয়াছে তাহার দ্বাদশ সহস্র দেবতাদের যুগ।

দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া

ব্রাহ্মমেব মহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেবচ। ১। ৭২

সহস্র দৈব যুগ ব্রহ্মার একদিন—ততটাই একরাত্রি।

২ তবৈ যুগ সহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ

রাত্রিঞ্চ তাবতীমেব তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ। ৭৩

যাঁহারা অহোরাত্রবিৎ তাঁহারা যুগ সহস্রান্ত ব্রহ্মার একটি পুণ্যাহ বলিয়া জানেন, তাহাই এক রাত্রির পরিমাণ।

যৎপ্রাগ্দশ সাহস্রমুদিতং দৈবকং যুগং

তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে। ৭৯

মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গং সংহার এবচ

ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ

দৈব যুগ দশ সহস্রের ৭১ গুণ মন্বন্তর বলিয়া বিদিত; এই অসংখ্য মন্বন্তরে পরমেশ্বর যেন ক্রীড়াচ্ছলে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করেন।

যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেতং চেষ্টতে জগৎ

যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি। ৫২

সেই দেব যখন জাগ্রত থাকেন তখন জগৎ সচেষ্ট থাকে—যখন শান্তাত্মা নিদ্রা যান তখন সকলি নিমীলিত হয়। মনু—(প্রথমাধ্যায়)

২৪-২৫ শ্রীধর স্বামীর মতে অগ্নির্জ্যোতি প্রভৃতি শব্দে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝিতে হইবে। সেই দেবতাগণ যোগীদিগকে নিজ নিজ পথে লইয়া যান। শুক্লজ্যোতি দর্শনকালে উত্তরায়নে যে যোগীর প্রাণ বায়ু বাহির হয় তিনি ব্রহ্মে বিলীন হয়েন—তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। আর ধূম রাত্রি প্রভৃতি তামসিক শক্তি দেখিতে দেখিতে দক্ষিণায়নে যে যোগী দেহত্যাগ করেন, তাঁহাকে সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি মর্ম্মাহত হইয়া শরশয্যায় নিশ্চয় করিলেন যে আমি দক্ষিণায়নে মরিব না (তাহা হইলে সদ্গতির হানি হয়); অতএব প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে উত্তরায়ন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উত্তরায়নে দেহত্যাগ করিলে যোগীদের সদ্গতি হয়, গীতার ও এই উপদেশ। আদিম উপনিষদের মধ্যে এরূপ কোন সংস্কার লক্ষিত হয় না।

নবম অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম রাজগুহ—ইহাতে ঈশ্বর বিষয়ক নিগূঢ়তত্ত্ব সকল উপদিষ্ট হইতেছে। পরমাত্মা সর্ব্বভূতস্থিত অথচ নির্লিপ্ত—

আমি কর্ত্তা, আমি ভর্ত্তা,
কিছুতেই নহি লিপ্ত দেখ মায়াবল! ৫
সর্ব্বগামী বায়ু যথা আকাশে বিস্তৃত,
আমাতেই জেন তথা চরাচর স্থিত। ৬

পরমাত্মা অধ্যক্ষ হইয়া সকল দেখিতেছেন—তাঁহার নিয়মানুসারে প্রকৃতি নিয়ত কার্য্য করিতেছে—১০

ভগবান বলিতেছেন, মূঢ়ব্যক্তি আমার নরদেহ দেখিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু দেব-প্রকৃতি মহাত্মাগণ আমাকে সকল ভূতের আত্মরাত্মা রূপে অনুভব করিয়া ভজনা করেন। কেহ বা এক, কেহ বা পৃথক্ ভাবে আমার উপাসনা করে।

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, মহৌষধ, আমি পিতৃোদক,
আমি মন্ত্র, আমি হোম, আমি হবি, আমিই পাবক। ১৬
জগতের পিতামহ, পিতা, মাতা, ধাতা সবাকার,
ঋক্ যজুঃ সাম বেদ, সর্ব্ববেদ্য পুরুষ ওঁকার। ১৭
গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, বন্ধু, সর্ব্বসাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়,
নিধান, অক্ষয় বীজ, জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয়। ১৮

পরে বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মের অসারতা দেখাইয়া কহিতেছেন, যাহারা হোম যাগযজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করেন, তাঁহাদের সে ভোগ ক্ষণস্থায়ী, পুণ্যক্ষয় হইলে তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে আবার ফিরিয়া আসেন। কিন্তু যাহারা অনন্যচিত্তে আমার আরাধনা করেন আমি তাঁহাদের

মোক্তার বহন করিয়া তাঁহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাই। যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত অন্য দেবতার ভজনা করেন তাঁহারা অবৈধরূপে আমারই ভজনা করেন—আমি তাঁহাদের শ্রদ্ধা অচলা রাখি। আমাকে যে যেমন ভাবেই ভজনা করুক না কেন, তাহাতেই তাহার সদ্গতি হয়—আমার ভক্তের কখন বিনাশ হয় না। পাপযোনি অন্ত্যজ স্ত্রী বৈশ্য শূদ্রও আমার প্রসাদে তরিয়া যায়। পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিদের ত কথাই নাই। অতএব আমাকে একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে ভজনা কর, আমার আনন্দ-স্বরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে।

আমাতেই কর তুমি আত্ম-সমর্পণ,
জীবন মরণে লহ আমারি শরণ,
ভজন পূজন মোর কর বার বার,
আমাকেই ভক্তিভরে কর নমস্কার,
হইয়া অনন্যগতি, মচ্চিত্ত, মৎপরায়ন,
আনন্দ-স্বরূপ মম হবে তব দরশন। ৩৩-৩৪

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম ॥ ২ ॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

নবম অধ্যায়।

রাজ-গুহ্য যোগ।

এই যে পরম গুহ্য কহি, পার্থ, তোমারে এখন,
জ্ঞান সহ ব্রহ্মজ্ঞান, হয় যাহে অশুভ-মোচন,

রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, পবিত্র, উত্তম, অসংশয়,
জ্ঞানীর প্রত্যক্ষ ফল, সুখসাধ্য, সধর্ম্ম, অক্ষয়।

এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন হয় যারা, তারা কোন মতে
না পেয়ে আমাকে, ভ্রমে মৃত্যুময় সংসারের পথে। ১-৩

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী অথচ নির্লিপ্ত

অতীন্দ্রিয় রূপে আমি
    চরাচর-ব্যাপ্ত ভরপূর,
সর্ব্ব ভূত আমাতে সংস্থিত,
    আমি দূর হৈতে দূর। ৪
আমাতেই অবস্থিত
    জীবকুল, অসংশ্লিষ্ট কিন্তু এ সকল,
আমি কর্ত্তা, আমি ভর্ত্তা,
    কিছুতেই নহি লিপ্ত—দেখ মায়াবল। ৫

সর্ব্বগামী বায়ু যথা আকাশে বিস্তৃত,
আমাতেই জেন তথা চরাচর স্থিত। ৬

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

কল্পান্তে সর্ব্বভূতে জানি হে স্বজন
কল্পকল্পে করে সবে আমাতে গমন। ৭

ভূতগণ সৃজি আমি, প্রকৃতিতে রহি আপনার,
অবশ সকল জীব কর্ম্মবশে ফিরে বারে বার।৮

সে সব করমে কিন্তু আমি হে আবদ্ধ কভু নই,
ক্রিয়াতে আসক্তি হীন, উদাসীন আমি সদা রই। ৯

অধ্যক্ষ } অধ্যক্ষ হইয়া দেখি প্রকৃতি প্রসবে চরাচর,
এই হেতু বহে, পার্থ, ভবের প্রবাহ নিরন্তর। ১০

সর্ব্বভূত মহেশ্বর আমায় না জানে মূঢ়জন,
নরদেহ নিরখিয়ে অবজ্ঞায় করে নিরীক্ষণ। ১১

ব্যর্থ আশা, বৃথা তার জ্ঞান কর্ম্ম, চিত্ত বিচলিত,
রাক্ষসী, আসুরবৃত্তি প্রকৃতির বশে যে পালিত।
করিয়া মহাত্মাগণ দৈবরূপী প্রকৃতি ধারণ,
ভজে নিত্য জানি মোরে জগত-কারণ সনাতন। ১২-১৩

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮॥

দৃঢ়ব্রত ভজে মোরে,
সতত কীর্ত্তণ কেহ করে,
নিত্য-যুক্ত উপাসয়ে
নমি নমি মোরে ভক্তি ভরে। ১৩

কেহ বা বিশ্বাত্মা রূপে
বিশ্বাত্মা } জ্ঞান যজ্ঞ করিয়া সাধনা,
এক বা পৃথক্ ভাবে,
নানা ভাবে করে উপাসনা। ১৫

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ,
মহৌষধ, আমি পিতৃোদক,
আমি মন্ত্র, আমি হোম,
আমি হবি, আমিই পাবক। ১৬

জগতের পিতামহ,
পিতা, মাতা, ধাতা সবাকার,
ঋক্ যজুঃ সামবেদ,
সর্ব্ববেদ্য পুরুষ ওঁকার। ১৭

গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, বন্ধু,
সর্ব্বসাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়,
নিধান, অক্ষয় বীজ,
জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়। ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

উত্তাপে তাপি এ ধরা,
　　সলিল আকর্ষি রবি পুন,
মৃত্যু ও অমৃত আমি,
　　সদসৎ আমি হে অর্জ্জুন। ১৯

বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মের অসারতা

সোম পানে পূতপাপ ত্রৈবেদ-ব্রাহ্মণ
স্বর্গ কামনায় করে যজন যাজন,
লভি নিজ পুণ্যবলে পুণ্য স্বর্গধাম,
সেথা দিব্য দেব ভোগ ভুঞ্জে অবিরাম ;

বিশাল সে সুরলোকে ভোগ সমাপিয়া
পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যধামে আইসে ফিরিয়া ;
ত্রিধর্ম্ম আচারী যারা ভোগলালসায়,
এইরূপে তারা সবে আসে আর যায়। ২০-২১

আমার অনন্য চিত্তে যে করে ভজনা
যোগক্ষেম বহি তার ঘুচাই যাতনা ;
সঞ্চিত যে ধন তার, করি সংরক্ষণ,
অভাব তাহার যত করি বিমোচন। ২২

শ্রদ্ধায় যাহারা ভজে অন্য দেবতায়,
তারাও অবিধিমতে ভজে গো আমায়।
ভোক্তা আমি সর্ব্ব যজ্ঞে, প্রভু আমি তার,
না জানিয়া মূঢ়মতি মজে বার বার। ২৩-২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥২৫॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭॥

শুভাঽশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০॥

দেবার্চ্চনা করি লোক দেবলোকে যায়,
পিতৃগণে পূজা করি পিতৃলোক পায়;
ভূতযাজী ভূতরাজ্যে করয়ে প্রয়ান,
ভক্ত মম আমারই চরণে পায় স্থান। ২৫

ভক্তি-সহ যে যা দেয়
পত্র পুষ্প ফল জল আর,
লই আমি, সুপ্রসন্ন,
ভক্ত দত্ত সব উপহার। ২৬

যজন, ভোজন, দান,
আচরিবে যাহা যাহা ধর্ম্ম,
তপস্যা তপিবে যাহা,
সঁপিবে আমায় সব কর্ম্ম। ২৭

এড়াইয়া এইরূপে
কর্ম্ম ফল বন্ধনের দায়,
সন্ন্যাস যোগেতে যুক্ত,
হবে মুক্ত পাইয়া আমায়। ২৮

সর্ব্ব ভূতে সম আমি,
কেবা দ্বেষ্য, প্রিয় কেবা আর,
যে ভজে ভকতি ভরে
আমি তার সে হয় আমার। ২৯

আমাকে অনন্য ভাবে ভজি নিত্য দুরাচার,
সাধু চেষ্টা ধরি সেও অনায়াসে হয় পার। ৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
রাজগুহ্যযোগো নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ।

ধর্ম্মাত্মা হইয়া কালে লভে শান্তির নিবাস,
আমার ভকতে, পার্থ, না হয় কভু বিনাশ। ৩১

পাপ-যোনি বৈশ্য শূদ্র, নারী যেই অল্পমতি,
তারাও আশ্রয়ে মোর লভয়ে পরমা গতি। ৩২

পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ বা রাজ ঋষি ভক্তগণ—
তাঁদের কথাই নাই— তাঁরা ত আমারই জন।

অতএব সখা তুমি ভজহ আমারে
অনিত্য অসুখকর সংসার মাঝারে,
আমাতেই কর তুমি আত্ম-সমর্পণ,
জীবন মরণে লহ আমারই শরণ,
ভজন পূজন মোর কর বার বার,
আমাকেই ভক্তিভরে কর নমস্কার;

হইয়া অনন্য গতি, মদ্ভক্ত মৎপরায়ন,
আনন্দ স্বরূপ মম হবে তব দরশন।৩৩-৩৪

নবম অধ্যায়।

টিপ্পনী।

৯—আমি অব্যক্ত, কেবল জীবরূপেই আমি ব্যক্ত হই। এই ব্যক্তাবস্থাতেই উক্তরূপ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া আমি বারবার জন্ম-গ্রহণ করি। কিন্তু অব্যক্তাবস্থায় আমি প্রকৃতির অধীন নহি, সুতরাং কর্ম্মে আবদ্ধ হই না।

১৭-২০-২১-

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্ফল অসার, বেদ অপেক্ষাও ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, গীতা অনেক স্থলেই এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ফলে জীব স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। পুণ্য কর্ম্মের ফল ভোগ সমাপ্ত হইলে কর্ম্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব কর্ম্মীকে পুনর্ব্বার দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানই প্রকৃত মোক্ষ সাধনের উপায়। উপনিষদেও এইভাব সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত:—

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ, বাড়ায় কেবল খেদ,
সামবেদ তেমনি অথর্ব্ব—
শিক্ষা কল্প সেথা অন্ধ, নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ,
ব্যাকরণ বৃথা করে গর্ব্ব।
অপরা বিদ্যা সকলি, পরা বিদ্যা তারে বলি,
যাতে হয় নিত্য ধন লাভ।

পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী, দেখা দেন [illegible] আসি,
ঘুচাইয়া সকল অভাব।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম।

ব্রহ্ম বাদিনী গার্গীর প্রতি উপদেশ :—

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

ইঁহারে না জানি যারা যত বীর্য বলে,
যজে যজ্ঞ, জুহে হোম, তপো আর তপে,
বহু বর্ষ ধরি করে যত অনুষ্ঠান,
কালের কবলে হয় সব অবসান।
ইঁহারে না জানি যারা হেথা হৈতে যায়,
কি দুর্দশা তাদের কি কব, হায় হায়!
অবিনাশী ব্রহ্মে জানি যেই ভাগ্যবান্
হেথা হৈতে পুণ্য লোকে করয়ে প্রয়াণ,
সেই ধন্য! সেই ধন্য! তিনিই ব্রাহ্মণ,
বলিনু তোমায়, গার্গি, সত্য এ বচন।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম।

বৈদিক ধর্ম্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ তাহা গীতা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোকে বেদের প্রতি গীতাকারের বিলক্ষণ কটাক্ষপাত উপলক্ষিত হয়। কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম, বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া

গিয়াছিল। এই সকল কারণে অনেক উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তি কর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন। কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য গেল। তাঁহারা বুঝিলেন যে কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম নিকৃষ্ট ধর্ম্ম—যদ্দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। বেদের যে অংশকে উপনিষদ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিষদ সকলের উদ্দেশ্য। উপনিষদে যে অত্যুন্নত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনী; বেদ কিন্তু সাধারণতঃ কর্ম্মকাণ্ডময়। যাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে ইহা ছাড়া আর ধর্ম্ম নাই তাহারা মূঢ়। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়—বিলাসী, তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক কর্ম্মবাদিদিগের নিন্দা; যাহারা বলে যে, বেদোক্ত কর্ম্মই (যথা অশ্বমেধাদি) ধর্ম্ম, তাহাই আদরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দা যে এতদ্দ্বারা বেদের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়। তিনি অনেক স্থলে উচ্চ অঙ্গের যোগতত্ত্বকে বেদের উপরেও প্রাধান্য দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে—

"জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে"

যোগের জিজ্ঞাসুও বেদের অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি জানিতেন যে তাঁহার কথিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কখন লৌকিক ধর্ম্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে না—এ জন্য তিনি বেদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহাকে যদি বৈদিক ধর্ম্মের বিদ্রোহী মধ্যে গণ্য করা যায়, তবে সে বিদ্রোহের সীমা এই পর্য্যন্ত যে, তাঁহার মতে বৈদিক ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, নিষ্কাম কর্ম্ম যোগাদি

দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই জন্য তিনি সকাম কর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন ও অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন যে, বেদ সকল "ত্রৈগুণ্য বিষয়," তুমি বেদ সকলকে অতিক্রম করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য হও। কেন না সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে বাপী কূপ তড়াগাদিতে যেমন কাহারো প্রয়োজন হয় না, তেমনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির বেদে প্রয়োজন হয় না। ঘরে বসিয়া জল পাইলে কেহ আর বাপী কূপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে তাহার পক্ষে বেদে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ২। ৪৫।

দশম অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, আমার বিভূতি অনন্ত, আমি সকল জীবের আদি, অন্ত ও মধ্য।

আদিত্যের আমি বিষ্ণু,
জ্যোতির্গণে রবি অংশুমান্,
মরীচি মরুত দলে,
নক্ষত্রে সুধাংশু কান্তিমান্। ২১
বেদে আমি সামবেদ,
দেবগণে আমি হে বাসব,
ইন্দ্রিয়গণেতে মন
জীবকুলে চেতনা, পাণ্ডব। ২২

* * * *

মহর্ষির আমি ভৃগু,
বচনেতে ওঁকার অক্ষর,
যজ্ঞে আমি জপ যজ্ঞ,
স্থাবরেতে হিমগিরি-বর। ২৫

* * * *

সমাস সমূহে দ্বন্দ্ব,
অক্ষরের আমি হে অ-কার,
আমিই অক্ষয় কাল,
বিশ্বমুখ বিধাতা সবার। ৩৩

* * * *

সামবেদে বৃহৎ সাম,
গায়ত্রী ছন্দের ভিতর,
মাসে আমি মার্গশীর্ষ,
ঋতুতে বসন্ত ঋতুবর । ৩৫

এত কথার কাজ কি ?
যা কিছু প্রভাব, বল, শ্রী ঐশ্বর্য্য-যুত,
মম তেজ অংশে তাহা সকলি সম্ভূত ।
অথবা বাহুল্যে এত কিবা প্রয়োজন ?
একাংশে ব্যাপিয়া রহি সমগ্র ভুবন । ৪১-৪২

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ় স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেবচ॥ ৪॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫॥

দশম অধ্যায়।

বিভূতি-যোগ।

শ্রীকৃষ্ণ।

মহাবাহু, আরো শুন,
প্রীত আমি মম বাক্যে তুমি প্রীতিমান্,
হিতার্থ তোমার পুন
কহিব পরম কথা, কর প্রণিধান। ১

মহর্ষি অমরগণ নাহি জানে প্রভব আমার,
মহর্ষি কি সুরগণ জেন আমি আদি সবাকার। ২

যে জানে অনাদি আমি, নিখিল ভুবন অধীশ্বর,
পাপ হতে মর্ত্ত্যধামে মুকতি লভয়ে সেই নর। ৩

নির্মোহ, বিবেকবুদ্ধি, আত্মজ্ঞান, প্রভব, প্রলয়,
ক্ষমা, সত্য, শম, দম, সুখ দুঃখ ভয় ও অভয়,

অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, যশ, অপযশ, তপোদান,
জীব-ভাব পৃথক্ পৃথক্ সব, আমারি বিধান। ৪-৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

ছিলেন সপ্তর্ষি যাঁরা, ঋষি পূর্ব্বতন;
পূর্ব্বে তার মনু চার, মুনি তপোধন,
আমার মানসী সৃষ্টি আছিলেন সবে,
তাঁহাদের প্রজাকুল এই যত ভবে। ৬

এ মম বিভূতি-যোগে যাঁর জ্ঞানোদয়,
যোগ-যুক্ত স্থির-যোগী সে জন নিশ্চয়। ৭

নিখিল কারণ আমি পূর্ণ পরাৎপর,
আমা হতে প্রবর্ত্তিত সর্ব্বচরাচর,
এই পরমার্থ তত্ত্ব বুঝিয়া অন্তরে,
ভজেন বিবেকী যাঁরা মোরে ভক্তিভরে।

আমাতেই মনঃপ্রাণ, তোষণ, রমণ,
সতত আমার গুণ করয়ে কীর্ত্তন,
আমার অমৃতময় তত্ত্বকথা যত,
বিতরিয়ে পরস্পরে তৃপ্তি আহা কত! ৮-৯

আমার তন্ময় চিত্ত, ধ্যান-পরায়ণ,
ভজে যেই প্রেমানন্দে হইয়া মগন,
হেন ভক্তে করি আমি বুদ্ধি-যোগ দান,
যাহাতে অবাধে তিনি আমাকেই পান। ১০

ভক্ত জনে করি কৃপা রহি অপ্রকাশ,
তাঁহার হৃদয়-ধামে করি আমি বাস,
তায় আমি জ্ঞানালোক করিয়া সঞ্চার,
উজ্জ্বল প্রকাশে নাশি অজ্ঞান-আঁধার। ১১

অর্জ্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪ ॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন।

স্তোত্র } পরব্রহ্ম পরম ধাম, আদি দেব পুণ্য নাম,
দিব্য পুরুষ সনাতন,
মহর্ষি দেবর্ষি সবে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
স্বয়ং প্রকাশ নারায়ণ।

যাহা শুনি সত্য মানি, প্রভু, সত্য তব বাণী,
বাখানিলে আপনি কেশব।

তব ব্যক্তি গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
নাহি জানে দেব কি দানব।

আছ নিজ মহিমায়, জান তুমি আপনায়,
ভূত-ভাবন মহেশ্বর,
বিভূতি তব অশেষ কহ তাহে সবিশেষ,
ব্যাপ্ত যাহে বিশ্বচরাচর।

মহাযোগী তুমি বিভু, কেমনে জানিব প্রভু,
ধ্যান ধরি ও-পদে সদাই,
কোন্ কোন্ ভাবে বল, যেখানে ভাবিব বল,
ভাবিয়া কিছুই নাহি পাই।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

যোগৈশ্বর্য্য যাহা তব, বিভূতি বিচিত্র সব,
কৃপা করি কহ, জনার্দ্দন,
সে অমৃত যত শুনি, ইচ্ছা হয় আরো শুনি,
কিছুতেই তৃপ্ত নহে মন। ১২ ১৮

শ্রীকৃষ্ণ।

বিভূতি } কহিব বিভূতি মম,
নাহি অন্ত, নাহি পরিমাণ,
না পারে বর্ণিতে কেহ,
বলিব হে প্রধান প্রধান। ১৯
পরমাত্মা সর্ব্বগত
আমি হে সবার অন্তর্যামী,
আমি আদি, আমি মধ্য,
সকল জীবের অন্ত আমি। ২০
আদিত্যের আমি বিষ্ণু,
জ্যোতির্গণে রবি অংশুমান্,
মরীচি মরুত দলে,
নক্ষত্রে সুধাংশু কান্তিমান্। ২১
বেদে আমি সামবেদ,
দেবগণে আমি হে বাসব,
ইন্দ্রিয়গণেতে মন,
জীবকুলে চেতনা, পাণ্ডব। ২২
রুদ্রেতে শঙ্কর আমি,
যক্ষ রক্ষঃকুলে ধনেশ্বর,
পাবক আমি,
গিরি মাঝে সুমেরুশিখর। ২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

পুরোহিতে যেন আমি
　　　　পুরোহিত গুরু বৃহস্পতি,
সাগর সরসী মাঝে,
　　　　সেনানীর স্কন্দ সেনাপতি। ২৪
মহর্ষির আমি ভৃগু,
　　　　বচনেতে ওঁকার অক্ষর,
যজ্ঞে আমি জপ যজ্ঞ,
　　　　স্থাবরেতে হিমগিরিবর। ২৫
অশ্বথ বিটপি মাঝে,
　　　　ঋষিগণে নারদ দেবর্ষি;
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ
　　　　সিদ্ধ জনে কপিল মহর্ষি। ২৬
সাগর মন্থন-জাত
　　　　উচ্চৈঃশ্রবা আমি হয়েশ্বর,
গজেন্দ্রে ঐরাবত,
　　　　নরকুলে আমি নৃপবর। ২৭
ধেনু মধ্যে কামধেনু,
　　　　আয়ুধেতে আমি হই বাজ,
কামদেব জীব-যোনি,
　　　　বিষধরে আমি নাগরাজ। ২৮
নাগেতে অনন্ত আমি,
　　　　জলচরে আমি গো বরুণ,
অর্য্যমন্ পিতৃকুলে
　　　　সংযমীর যম, হে অর্জ্জুন। ২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০ ॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১ ॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২ ॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩ ॥

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীনাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥৩৪॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫ ॥

প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে,
গণকের গণনায় কাল,
মৃগের মৃগেন্দ্র আমি,
বিহঙ্গমে গরুড় দয়াল। ৩০
গতিশীলে আমি বায়ু,
শস্ত্রধরে আমি দাশরথি,
মৎস্যেতে মকর আমি,
নদী মাঝে আমি ভাগীরথী। ৩১
সকল সৃষ্টির আমি
আদি অন্ত মধ্য, হে অর্জ্জুন,
বিদ্যার অধ্যাত্মজ্ঞান,
বাগ্মীদের বাদ সুনিপুণ। ৩২
সমাস সমূহে দ্বন্দ্ব,
অক্ষরের আমি হে অ-কার,
আমিই অক্ষয় কাল,
বিশ্বমুখ বিধাতা সবার। ৩৩
আমি সর্ব্ব হর মৃত্যু,
ভবিষ্যৎ জন্ম মহাযোনি,
কীর্ত্তি, বাক্, শ্রী, ক্ষমা, মেধা,
স্মৃতি, ধৃতি, দেবী স্বরূপিণী। ৩৪
সামবেদে বৃহৎসাম,
গায়ত্রী ছন্দের ভিতর,
মাসে আমি মার্গশীর্ষ,
ঋতুতে বসন্ত ঋতুবর। ৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
নতদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

প্রবঞ্চকে আমি দ্যূত,
তেজস্বীর তেজ, হে অর্জুন,
আমি জয়, ব্যবসায়,
সাত্ত্বিকের আমি সত্ত্বগুণ। ৩৬

বৃষ্ণিবংশে বাসুদেব,
পাণ্ডবে গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধর,
কবি কুলে শুক্রাচার্য্য,
মুনিগণে ব্যাস মুনিবর। ৩৭

দণ্ড বিধাতার দণ্ড,
জিগীষুর আমি নীতিবল,
গুহ্য বিষয়েতে মৌন,
জ্ঞানিদের আমি জ্ঞানোজ্জ্বল। ৩৮

সর্ব্বভূত-বীজ আমি, কেহ ক্ষণতরে
আমা বিনা তিষ্ঠিতে না পারে চরাচরে;

অনন্ত, হে পরন্তপ, বিভূতি আমার,
সংক্ষেপে তোমায় আমি কহিলাম সার। ৩৯-৪০

যা কিছু প্রভাব, বল, শ্রী, ঐশ্বর্য্য-যুত,
মম তেজ-অংশে তাহা সকলি সম্ভূত।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিভূতিযোগোনাম
দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথবা বাহুল্যে এত কি বা প্রয়োজন ?
একাংশে ব্যাপিয়া রহি সমগ্র ভুবন । ৪১-৪২

দশম অধ্যায় ।

টিপ্পনী।

৬—পৌরাণিক মতে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু কল্পে কল্পে উদয় হন। ঋষি ত্রিবিধ—রাজর্ষি, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি। রামায়ণে আরো বিংশতি প্রকার ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়—মহাভারতেও অনেক প্রকার ঋষির কথা লিখিত আছে। প্রতিমাসে এক এক ঋষি সূর্য্যের রথে থাকেন। বৃহৎঋক্ষ (Great Bear) নামক নক্ষত্রপুঞ্জ সপ্তর্ষির আবাসস্থান।

৭—বিভূতি=ঐশ্বর্য্য

পরাৎ পরতরং তত্বং পরং ব্রহ্মৈকমব্যয়ং

ঐশ্বর্য্যং তস্য যন্নিত্যং বিভূতি রিতি গীয়তে।

১৪—ব্যক্তি=প্রকাশ—জীবরূপে আবির্ভাব

২১ আদিত্য=অদিতির দ্বাদশপুত্র—দ্বাদশ সূর্য্য। ঋগ্বেদের (২-২৭) সূক্তে আদিত্যের সংখ্যা ৬, অন্যান্য সূক্তে ৭, ৮। তৈত্তিরীয় সংহিতায় অষ্ট আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। দ্বাদশ আদিত্য

মরীচাৎ কাশ্যপাজ্জাতা তেঽদিত্যা দক্ষ কন্যয়া

তত্র শক্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হ।

অর্য্যমা চৈব ধাতাচ ত্বষ্টা পূষা চ ভারত

অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশাঃস্মৃতাঃ

হরিবংশ।

২১-মরীচি, মরুৎ

মরীচি, ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষি বিশেষ। ইনি দক্ষকন্যা সম্ভূতিকে বিবাহ করেন। ইহার পুত্র কশ্যপ।

মরুৎ=কশ্যপের পুত্র, দিতিগর্ভসম্ভূত। দিতির পুত্র দেবগণ কর্ত্তৃক

নিহত হইলে, তিনি স্বামীর নিকট অন্য অজেয় পুত্র প্রার্থনা করেন। তদনন্তর কশ্যপের বরে তাঁহার গর্ভে মরুতের উৎপত্তি হইলে, ইন্দ্র গর্ভ মধ্যে ইহাকে বজ্রাঘাতে ৪৯ খণ্ডে বিভক্ত করেন। ইহারা মরুৎ নামে বিখ্যাত।

২৩—রুদ্র, শঙ্কর, বসু, পাবক

রুদ্র=বেদে বায়ুর অধিষ্ঠাতা ও মরুদ্গণের জনক বলিয়া বর্ণিত। পুরাণে ইনি একাদশ মূর্ত্তিতে একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত।

অজৈকপাদহি র্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ
সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ
এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ গণেশ্বরাঃ।

বসু=অষ্ট বসু

আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ

ইহাঁরা শাপগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। ইহাঁদের অংশে ভীষ্মদেবের উৎপত্তি হয়।

২৫—জপ। যজ্ঞ মধ্যে জপ শ্রেষ্ঠ কেন না তাহাতে পশুহত্যা নাই।

২৬—চিত্ররথ=গন্ধর্ব্বরাজ।

ইনি ইন্দ্রের একজন সারথি ও সঙ্গীতাধ্যক্ষ। ইহাঁর যথার্থ নাম অঙ্গারপর্ণ; ইন্দ্রের সারথ্য কার্য্য দ্বারা চিত্ররথ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ ইহাঁর এক বিচিত্র রথ ছিল। যখন পাণ্ডবগণ একচক্রা হইতে পাঞ্চালে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় সোমাশ্রয়ায়ণ তীর্থে ইনি রমণীপরিবৃত হইয়া গঙ্গায় বিহার করিতেছিলেন। পাণ্ডবগণকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুরাস্ফালনকরত তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। পরে ইহাঁর সঙ্গে অর্জ্জুনের বচসা হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন

আগ্নেয়াস্ত্রপ্রভাবে ইহাঁর সচিত্র রথ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, এবং ইহাঁকে বন্দী করিয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে আনয়ন করিলেন। ইহাঁর পত্নী কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রাণভিক্ষা লইয়া ইহাঁকে মুক্ত করেন। সেই দিন হইতে ইনি পরাজয় স্বীকার চিহ্নস্বরূপ অঙ্গারপর্ণ নাম ত্যাগ করেন এবং অর্জ্জুনের সহিত সখ্যতাবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে চাক্ষুষীবিদ্যা শিক্ষা ও একশত গান্ধর্ব্ব অশ্ব উপঢৌকন দেন। অর্জ্জুন তাহার প্রতিদানস্বরূপ ব্রহ্মাস্ত্র দান করেন।

মহাভারত-আদিপর্ব্ব

২৬—কপিলমুনি = সাংখ্যশাস্ত্র প্রণেতা।

ইনি ভাগবত মধ্যে নারায়ণের পঞ্চম অবতার। এই অবতারে নষ্ট-প্রায় নিখিল তত্ত্বশাস্ত্রের নিশ্চিত সাধন সাংখ্যদর্শন প্রচার করেন। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে সাংখ্যদর্শনের প্রভাব বিলক্ষণ লক্ষিত হয় এবং বৌদ্ধদের মধ্যে প্রবাদ এই যে কপিল মুনির নাম হইতে বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলবাস্তর নামকরণ হয়। ইত্যাদি কারণে কপিল মুনির জন্ম বুদ্ধযুগেরও পূর্ব্বে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী, প্রতিপন্ন হইতেছে। কপিল প্রণীত কোন লিখিত পুস্তক বিদ্যমান নাই। যে সকল গ্রন্থে সাংখ্য সূত্র সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও প্রামাণিক। ইহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়, সুতরাং পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

২৭—উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত

উচ্চৈঃশ্রবা ইন্দ্রের অশ্ব, ঐরাবত ইন্দ্রের হস্তী সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত।

২৯—অর্য্যমা = পিতৃদেবতাবিশেষ

যম—(যম্ ধাতু সংযম অর্থে) যিনি জীবদিগের কর্ম্মফল নিয়মিত করেন।

[illegible]

দমো দম ইতি [illegible]

[illegible]

[illegible] নির্বেদেন বা [illegible]

[illegible]

দম, দম করিয়া লোকে দুঃখ ব্যথিত হয়—যাহার [illegible] জিত হয় তিনিই দম। দম ও নিয়ম দ্বারা যিনি আত্মসংযম করেন, তিনি আমাকে (দমকে) না দেখিয়া সনাতন পরব্রহ্মের প্রতি [illegible] করেন।

শুকদেব—(দম)

৩২—বাদ—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই তিন প্রকার কথা আছে। পরস্পর বিজীগিষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদীর যে যথার্থ বিচার তাহাই বাদ; তর্কাদি দ্বারা যে কোন রূপে পরের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত স্থাপনের নাম জল্প; আর স্বকীয় মত স্থাপন হউক বা না হউক, ছল তর্কাদি দ্বারা কেবল পর-মত খণ্ডনের নিমিত্ত যে বাগাড়ম্বর তাহাকে বিতণ্ডা বলে, অতএব কথার মধ্যে বাদই শ্রেষ্ঠ।

৩৪—এই সকল গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

৩ —বৃহৎসাম = সামবেদের মন্ত্রবিশেষ।

৩৭—উশনা কবি = দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য।

পৌরোহিত্যেন যাজ্যস্যে কাব্যস্ত্বশনসং পরে।

মহাভারত

৪২—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ

[illegible] আমি একাংশ দ্বারাই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি।”

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে (দশম মণ্ডল ৯০)

এই ভূত সকল সেই বিরাট্পুরুষের একাংশ মাত্র—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলং। ১
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। ২
এতাবানস্য মহিমাহতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ৩

সহস্রশীর্ষ, সহস্র চক্ষু, সহস্রপদবিশিষ্ট পুরুষ বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাহারও দশাঙ্গুল পরিমাণ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত।

ভূত ভবিষ্যং এই সকল সেই পুরুষ - যাহা অমৃত—যাহা অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট, সকলেরই তিনি প্রভু।

ইঁহার এমনই মহিমা—এ হ'তেও এই পুরুষ শ্রেষ্ঠ—এই সমুদয় ভূত ইঁহার চতুর্থাংশ, অমৃতস্বরূপ যে অবশিষ্টাংশ তাহাতে ইনি স্বপ্রকাশ রূপে বিরাজিত।

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দর্শনে ইচ্ছা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করিলেন ও বিশ্বব্যাপী নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

দেখ, পার্থ, দেখ চেয়ে
　　শত রূপ সহস্র প্রকার,
নানাবর্ণে বিভূষিত
　　জ্যোতির্ম্ময়, বিচিত্র আকার। ৫
দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র,
　　দেখ যুগ্ম অশ্বিনীকুমার,
কখন যা' দেখ নাই
　　বহু রূপ চিত্ত চমৎকার। ৬

অর্জ্জুন সেই অপরূপ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত স্তম্ভিত ভাবে যে স্তব করিলেন তাহা অপূর্ব্ব কবিত্বকল্পনায় পূর্ণ:—

কত ভুজানন, 　　উদর নয়ন,
　　হেরি অনন্ত রূপ,
আদি অন্ত তার 　　পায় সাধ্য কার,
　　বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ। ১৬

• 　• 　• 　•

পুরুষ অক্ষর, 　　তুমি পরাৎপর,
　　সকল জগ-নিধান,
অজর অব্যয়, 　　সত্য ধর্ম্মাশ্রয়,
　　মুমুক্ষুর সমাধান। ১৮

সংসারে সচরাচর আমরা দুইদিক্ দেখিতে পাই। একদিকে যেমন দেবগণের অধিষ্ঠান, প্রেম সৌন্দর্য্য আনন্দের প্রভাব, ঈশ্বরের সৌম্য-ভাব প্রত্যক্ষ হয়, অন্য দিকে তেমনি সর্ব্বসংহারক মৃত্যুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত—ঈশ্বরের রুদ্র করালমূর্ত্তি প্রকাশিত দেখা যায়। এই সকল বিভীষিকা দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের বীরহৃদয়ও সন্ত্রস্ত হইল।

দেখি ও মুরতি, উগ্র ঘোর অতি,
ভয়াকুল লোকত্রয়।

* * * *

ব্যাদিত আনন, পরশে গগণ,
আঁখি জ্বল জ্বল ভায়,
ও রূপ হেরিয়া, তরাসিত হিয়া,
ধৃতি-শান্তি লুপ্ত প্রায়। ২৪

* * * *

করাল দশন, বিকট বদন
যেন কালানল-ভাস,
হৈনু দিশাহারা, দেহি শান্তি ধারা,
প্রসীদ জগন্নিবাস। ২৫

পরে কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেন,

ওহে দেববর, রুদ্রমূর্ত্তিধর,
কে তুমি কহ বাখানি,
আগু দেবতারে, ইচ্ছি জানিবারে,
কি তব কার্য্য কি জানি। ৩১

ভগবান্ কহিলেন—

আমি বৃদ্ধ কাল, এই আমার সর্ব্বসংহারক করালমূর্ত্তি। আমি বিনাযুদ্ধেই তোমার প্রতিপক্ষীয় বীরদলকে মারিয়া রাখিয়াছি—তুমি

নিমিত্তমাত্র—ইহাদিগকে যুদ্ধে বধ করিবার কোন বাধা নাই—বধ করিয়াও তোমার শোক করিবার কোন কারণ নাই।

পরে অর্জ্জুন ভগবানের মহিমা না জানিয়া মোহবশতঃ তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও তাঁহার চিরপরিচিত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিবার অভিলাষ জানাইলেন।

হেন বিশ্বরূপ তব, মহিমা অপার,
প্রমাদ প্রণয় বশে না জানিয়া সার,
সখা জ্ঞানে বলিয়াছি আমি কতবার,
"ওহে কৃষ্ণ! হে যাদব, সখা হে আমার!"
একাকী অথবা দেখি সখীগণ সনে,
আসনে, ভোজনে কিম্বা বিহারে শয়নে,
অবজ্ঞায় পরিহাস করিয়াছি কত,
সমক্ষে পরোক্ষে করি অপরাধ শত,
মোহান্ধ হইয়া যাহা করিয়াছি কভু
নিজগুণে ক্ষম তাহা, এ মিনতি প্রভু! ৪১-৪২
লোক চরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগতবন্দ্য গুরু গরীয়ান্,
কেহ না সমান তব, অধিক কোথায়,
তোমার মহিমা-ভাতি ত্রিভুবনে ভায়। ৪৩
অতএব নমি, দেব, প্রণত শরীরে,
তোমার প্রসাদ আমি মাগি অশ্রুনীরে।
পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা,
সব সহে সখার সখায়,
সহে প্রিয় প্রেয়সীর,
সব দোষ ক্ষম গো আমার। ৪৪

যে রূপ দেখি নি কভু হেরি হৃষ্টমতি,
তেমনি, হইনু, প্রভু, ভয়াকুল অতি,
প্রকাশ হে পূর্ব্বরূপ করুণা করিয়া,
হেরি ওই দিব্য রূপ জুড়াইব হিয়া। ৪৫

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের মনস্কাম পূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় মানুষীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন :—

অনন্য ভক্তিতে যবে সাধনা কর নিরত,
দেখিবে জানিবে তবে প্রবেশিয়া স্বরূপতঃ।
সাধিয়া আমার কার্য্য মদ্ভক্ত আসক্তিহীন।
সর্ব্বভূতে দয়া রত, আমাতে হইবে লীন।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ দর্শন।

অর্জ্জুন।

অধ্যাত্ম পরম গুহ্য, কৃপা করি, করিলে বিবৃত,
তোমার বচনে মম মোহ-তম হল অপহৃত। ১

অক্ষয় মহিমা তব সবিস্তারে করিলে বর্ণন,
জীবের প্রভব লয় শুনিলাম, কমল-লোচন। ২

কিন্তু দেব, আত্মরূপ বর্ণি যাহা করিলে প্রচার,
স্বচক্ষে দেখিতে চাহি অপরূপ সে রূপ তোমার। ৩

দেখিতে সক্ষম আমি, প্রভু, যদি হেন মনে লয়,
প্রকাশো স্বরূপ তব, যোগেশ্বর, অনন্ত, অব্যয়। ৪

শ্রীকৃষ্ণ।

দেখ, পার্থ, দেখ চেয়ে
শত রূপ সহস্র প্রকার,
নানাবর্ণে বিভূষিত,
জ্যোতির্ম্ময়, বিচিত্র-আকার। ৫

বিশ্বরূপ প্রকাশ

দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র,
দেখ যুগ্ম অশ্বিনী-কুমার,
কখন যা দেখ নাই,
বহুরূপ, চিত্ত-চমৎকার। ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্‌ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

একত্রিত এক ঠাঁই
সমুদায় বিশ্ব-চরাচর,
দেখ যাহা ইচ্ছা তব,
মম দেহে রহে গুড়াকেশ। ৭

তোমার এ চর্ম্ম-চক্ষে
এ দৃশ্য না আসিবে কখন,
দিব্য-চক্ষু করি দান,
হবে তাহে সুলভ দর্শন। ৮

সঞ্জয়।
এত কহি, হে রাজন্, যোগেশ্বর হরি
প্রকাশিলা ধনঞ্জয়ে শ্রীমূর্ত্তি-মাধুরী। ৯

বহু মুখ, বহু নেত্র, অদ্ভুত দর্শন,
বহু দিব্য অস্ত্র-সজ্জা, দিব্য আভরণ। ১০

দিব্য মাল্য গল-দেশে, দিব্যাম্বর-ধর,
দিব্য গন্ধে সুবাসিত সর্ব্ব কলেবর।
অত্যাশ্চর্য্যময় দেব, অনন্ত, অব্যয়,
বিশ্বমুখ ব্যাপিয়া রহেন সমুদয়। ১১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

একত্রে সহস্র ভানু, অযুত কিরণে,
আলো করি দশদিক্ উদিলে গগনে,
সহস্র সহস্র রশ্মি দীপ্তি নাহি পায়
দেবের সে অতুলন প্রভায় ছটায়। ১২
দেব-দেব দেহে দেখে কিরীটি তখন
বহুরূপ ধরি শোভে নিখিল ভুবন;
পুলকিত পার্থ, মগ্ন বিস্ময়-সাগরে,
কহিল্য প্রণমি কৃষ্ণে, কৃতাঞ্জলি-করে। ১৩—১৪

অর্জ্জুন।

অর্জ্জুনের স্তব

দেব-দেহ মাঝে, দেব, দেবগণে
করি আমি নিরীক্ষণ,
বিশ্ব চরাচর, জঙ্গম স্থাবর,
অচেতন, সচেতন।
সুরলোক-পতি, ব্রহ্মা প্রজাপতি
কমল-আসনে বসি,
দেখি নাগকুল, বিচিত্র বিপুল,
বশিষ্ঠাদি মহাঋষি। ১৫
কত ভুজানন, উদর, নয়ন,
হেরি অনন্ত-রূপ,
আদি অন্ত তার পায় সাধ্য কার,
বিশেশ্বর বিশ্বরূপ। ১৬
কিরীট শেখরে, গদা চক্র করে,
তেজঃপুঞ্জ দীপ্তকায়,
জিনি দীপ্তানল, তপন উজ্জ্বল
ঝলসে নয়ন তায়। ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্ব্বযক্ষা সুরসিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

পুরুষ অক্ষর, তুমি পরাৎপর,
সকল জগ-নিধান,
অজর অব্যয় সত্য ধর্ম্মাশ্রয়,
মুমুক্ষুর গম্যস্থান। ১৮
বাহু দিশি দিশি, নেত্র রবি শশী,
মুখ দীপ্ত হুতাশন,
আদি মধ্য অন্ত কোথায় আদ্যন্ত,
প্রভাবে ভরে ভুবন। ১৯
দ্যুলোক ভূলোকে, তথা অন্তরীক্ষে,
ব্যাপ্ত ভুবনময়,
দেখি ও মুরতি উগ্র ঘোর অতি,
ভয়াকুল লোকত্রয়। ২০
ওই সুরগণ মাগিছে শরণ,
ভয়ে কৃতাঞ্জলি-করে,
ঋষি সিদ্ধচয় 'স্বস্তি' উচ্চারয়—
স্তুতি করে ভক্তিভরে। ২১
আদিত্য দ্বাদশ, রুদ্র একাদশ,
যক্ষ রক্ষ অগণন,
কত সিদ্ধ সাধ্য, বরণি কি সাধ্য,
মরুদ্গণ, পিতৃগণ;
গন্ধর্ব্ব নিকর, দিব্য মূর্ত্তিধর,
বিশ্বদেব সমুদয়,
বসু অষ্ট আর অশ্বিনীকুমার
চাহি রহে সবিস্ময়। ২২

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥
নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসাদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

মুখ নেত্র বহু,　　　　বহু উরু বাহু,
　　বহু পদ, বহূদর,
দশন করাল,　　　　যেন মহাকাল,
　　হেরি ব্যথিত অন্তর। ২৩

ব্যাদিত আনন　　　　পরশে গগন,
　　আঁখি জ্বল জ্বল তায়;
ওরূপ হেরিয়া　　　　ত্রাসিত হিয়া,
　　ধৃতি শান্তি লুপ্ত প্রায়। ২৪

করাল দশন,　　　　বিকট বদন,
　　যেন কালানল-ভাস,
হৈনু দিশাহারা,　　　　দেহি শান্তি-ধারা,
　　প্রসীদ জগন্নিবাস! ২৫

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,　　　　সঙ্গে নৃপ অন্য,
　　ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ,
আমাদের পক্ষ,　　　　যত বীর দক্ষ,
　　সেনাপতি বিচক্ষণ,

করাল দশনে　　　　ভীষণ বদনে
　　ত্বরায় প্রবেশে গিয়া,
রহে চূর্ণ-শির,　　　　হত কোন বীর
　　দন্তাগ্রে লটকিয়া। ২৬-২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

প্রবাহ নদীর, হইয়া অধীর,
প্রবেশে সাগর-বুকে,
দেখি তারি মত, পশে বীর শত
জ্বলন্ত তব মুখে। ২৮

পতঙ্গ যেমন, নাশের কারণ,
দীপ্তানলে ছুটি যায়,
দেখি সর্ব্ব নরে, মরিবার তরে,
বদন-বিবরে ধায়। ২৯

গ্রাসি নর কায়, বিলোল জিহ্বায়,
রুধির কর লেহন,
পূরি দিক্ সব তীব্র তেজ তব
দহে সমগ্র ভুবন। ৩০

ওহে দেববর, রুদ্র মূর্ত্তিধর,
কে তুমি কহ বাখানি,
আদ্য দেবতারে ইচ্ছি জানিবারে,
কি তব কার্য্য কি জানি। ৩১

শ্রীকৃষ্ণ।

বৃদ্ধকাল } আমি বৃদ্ধকাল, ভীষণ করাল,
লোকের সংহারে প্রবৃত্ত এখন,
প্রতিপক্ষগত, মহাযোদ্ধা যত,
বিনা যুদ্ধে সবে করিব হনন। ৩২

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয়এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥ ৩৬॥

উঠ তবে, পার্থ, লভ পুরুষার্থ,
করি রিপু জয় লভ রাজ্য-সুখ,
আগে আমা হতে হয়েছে নিহত,
নিমিত্তমাত্র তুমি, কেন বিমুখ। ৩৩

আমি আগে হতে কর্ণ জয়দ্রথে,
ভীষ্ম দ্রোণে আর করেছি নিপাত,
বধিতে তা সবে, ক্ষতি কি আহবে,
যুদ্ধে রিপুকুল যাক্ অধঃপাত। ৩৪

সঞ্জয়।

কেশবের এইরূপ শুনিয়া বচন,
কম্পমান্-কলেবর কিরীটি তখন,
প্রণমিয়া বারবার কৃতাঞ্জলি-করে
কহেন সভয়ে পুনঃ গদগদস্বরে। ৩৫

অর্জ্জুন।

স্তোত্র } তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে প্রচার,
তব নামে পুলকিত অখিল সংসার,
রক্ষঃকুল শুনি ভয়ে দিগন্তে পলায়,
সিদ্ধগণ ভক্তিভরে নমে তব পায়। ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

কেনই বা না নমিবে, তুমি যে মহান্,
ব্রহ্মার জনক তুমি সর্ব্ব গরীয়ান্।
সুরপতি, জীবগতি, জগত-নিবাস,
সদসৎ পরতর, পূর্ণ অবিনাশ। ৩৭

তুমিই দেবাধিদেব, পুরুষ পুরাণ,
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান।
সর্ব্বজ্ঞ, জানিবার বস্তু ওহে তুমি,
অনন্তস্বরূপে ব্যাপ্ত স্বর্গ মর্ত্ত্য তুমি। ৩৮

অনল, অনিল, যম, শশাঙ্ক, বরুণ,
প্রজাপতি, পিতামহ, চাহ সকরুণ।
নমি আমি কর-যোড়ে, নমি শতবার,
ভূয়োভূয়ঃ প্রভু পদে করি নমস্কার। ৩৯

সম্মুখে পশ্চাতে, হরি, করি নমস্কার,
সর্ব্বদিকে প্রণিপাত চরণে তোমার।
তুমি হে অনন্ত-বীর্য্য, অমিত বিক্রম,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, পুরুষ পরম। ৪০

হেন বিশ্বরূপ তব, মহিমা অপার,
প্রমাদ প্রণয় বশে, না জানিয়া সার,
সখাজ্ঞানে বলিয়াছি আমি কতবার
"ওহে কৃষ্ণ! হে যাদব! সখা হে আমার

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব। ৪৩।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ৪৪ ॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

একাকী অথবা দেখি সখীগণ সনে,
আসনে, ভোজনে কিম্বা বিহারে, শয়নে,

অবজ্ঞায় পরিহাস করিয়াছি কত,
সমক্ষে পরোক্ষে করি অপরাধ শত,
মোহান্ধ হইয়া যাহা করিয়াছি কভু,
নিজ গুণে ক্ষম তাহা এ মিনতি, প্রভু। ৪১-৪২

লোক চরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগতবন্দ্য গুরু গরীয়ান্,
কেহ না সমান তব, অধিক কোথায়,
তোমার মহিমা ভাতি ত্রিভুবনে ভায়। ৪৩

অতএব নমি, দেব, প্রণত শরীরে,
তোমার প্রসাদ, প্রভু, মাগি অক্রনীরে।
পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা,
    সব সহে সখায় সখার,
সহে প্রিয় প্রেয়সীর,
    সব দোষ ক্ষম গো আমার। ৪৪

যেরূপ দেখিনি কভু হেরি হৃষ্টমতি,
তেমনি হইনু প্রভু, ভয়াকুল অতি,
প্রকাশ হে পূর্ব্বরূপ করুণা করিয়া,
দেখি ওই দিব্যরূপ জুড়াইব হিয়া। ৪৫

কিরীট-শেখর, গদাচক্রধর,
দেখিতে আমার বড় সাধ,
চতুর্ভুজ রূপ, ওহে বিশ্বরূপ,
দেখাও হে বিতরি প্রসাদ। ৪৬

শ্রীকৃষ্ণ।

মায়াবলে এই মম অনন্ত-স্বরূপ,
প্রসন্ন হইয়া যাহা প্রকাশি এখন,
পূর্ণ মানুষী মূর্ত্তি ধারণ } তেজোময় আদ্যরূপী সেই বিশ্বরূপ
তুমি ভিন্ন অন্য কেহ দেখেনি কখন। ৪৭

নাহি বেদে দানে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে,
ক্রিয়াবলে কিবা ঘোর তপস্যায়,
নরলোকে হেন দৃষ্ট কোন জন
তোমা বিনা, পার্থ দেখিতে না পায়। ৪৮

হয়ো না ব্যথিত, মোহাচ্ছন্ন চিত,
হেন ঘোর রূপ হেরিয়া আমার,
নির্ভয় প্রসন্ন, কর দরশন,
পূর্ব্ব রূপ মম তুমি পুনর্ব্বার। ৪৯

সঞ্জয়।

এতেক কহিয়া, হরষিত হিয়া,
দেখাইলা স্বরূপ আবার,
হৈলা আশ্বস্ত ধনঞ্জয় ত্রস্ত,
হেরি সৌম্যবপু পুনর্ব্বার। ৫০

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন।

মানুষী মূরতি সৌম্য, হেরি তব, জনার্দ্দন,
প্রকৃতিস্থ হৈনু এবে, প্রসন্ন হইল মন। ৫১

শ্রীকৃষ্ণ।

দুর্দ্দর্শ মূরতি মম নিরখিলে, পার্থ, যাহা,
উপদেশ } দেবেও দর্শনাকাঙ্ক্ষী— দেবতা-দুর্লভ তাহা।

যে রূপ হেরিলে মম আজি তুমি, ধনঞ্জয়,
বেদে, তপে, যজ্ঞে, দানে, কভু দৃষ্ট নাহি হয়।

অনন্য ভক্তিতে যবে সাধনা কর নিয়ত,
দেখিবে জানিবে তবে প্রবেশিয়া স্বরূপতঃ।

সাধিয়ে আমার কার্য্য মদ্ভক্ত আসক্তি হীন,
সর্ব্বভূতে দয়ারত, আমাতে হইবে লীন। ৫২-৫৫

একাদশ অধ্যায়।

টিপ্পনী।

অশ্বিনীকুমার = সূর্য্যের যমজ সন্তান—সংজ্ঞাগর্ব্ভসম্ভূত। ইহারা স্বর্গবৈদ্য।

বিশ্বদেব = বিশ্বে দেবাঃ—ঋগ্বেদের অনেকানেক সূক্তে এই সমবেত দেবগণের স্তুতিবাদ আছে।

ক্রতুর্দক্ষো বায়ুঃ সত্যঃ কামঃ কালস্তথা ধ্বনিঃ
রোচকশ্চাদ্রবাশ্চৈব তথা চান্যে পুরূরবাঃ
বিশ্বেদেবা ভবন্ত্যেতে দশঃ সর্ব্বত্র পূজিতাঃ

পিতৃগণ = একত্রিংশৎ পিতৃগণ—যমরাজা ইঁহাদের অধিপতি।

সাধ্য = দ্বাদশ গণদেবতা।

সিদ্ধ = দেবযোনি বিশেষ—ইঁহাদের স্থান ব্রহ্মলোক।

যক্ষ = কুবেরের অনুচর দেবযোনি বিশেষ।

গন্ধর্ব্ব = ইহারা স্বর্গের গায়ক, ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন—রূপদাতা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা ঈশ্বরকে সাকার ভাবে উপাসনা করে আর যাহারা তাঁহাকে অব্যক্ত নিরাকার ভাবে উপাসনা করে, এই দুই উপাসকদের মধ্যে কাহারা উত্তম ?

উত্তর—নিরাকার উপাসকই শ্রেষ্ঠ কিন্তু অব্যক্ত-স্বরূপে দেহাভি-মানিদিগের চিত্তপ্রবণতা সহজে জন্মে না, সুতরাং অব্যক্তের উপাসনা কঠিন। সেইজন্য অভ্যাস আবশ্যক। আমাতে চিত্ত সমাধান করিয়া আমার শরণাপন্ন হইলে সাধক সিদ্ধকাম হয়েন।

একচিত্তে করে যারা ধ্যান আরাধন,
আমাতে সকল কর্ম্ম করি সমর্পণ,
মৃত্যুময় এ ভীষণ সংসার-সাগরে
আমার আশ্রয়ে তারা অনায়াসে তরে।

এইরূপ সমাধি অভ্যাসে অশক্ত হইলে আমার প্রীতির উদ্দেশে কর্ত্তব্য সাধন করিবে। তাহাই প্রথম সোপান, পরে সাধনার অধিক-তর সিদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমে সিদ্ধযোগীর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই অবস্থাপন্ন যোগীই আমার প্রিয়। সিদ্ধ যোগীর চরিত্র ১৩ হইতে ২০ শ্লোকে অঙ্কিত।

নাহি শোক হর্ষ দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষার নাহি লেশ,
শুভাশুভ না করে বিচার,
আমাতে অচলা ভক্তি, আমায় অনন্যাসক্তি,
সেই ভক্ত প্রিয় সে আমার।
শত্রু মিত্রে সম জ্ঞান, তথা মান অপমান,
অনাসক্ত ভকত উদার,

শীত উষ্ণ হর্ষ খেদ, সুখ দুঃখে নাহি ভেদ,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যার,
স্তুতি নিন্দা তুল্য দেখে, বাক্যেতে সংযম শেখে,
যাহা পায় সন্তুষ্ট আপন,
গেহহীন ভ্রমে যতী, অভ্রান্ত সরল গতি,
প্রিয় বড় আমার সে জন। ১৮-১৯

দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তি-যোগ।

অর্জ্জুন। তোমাতে সতত যুক্ত তব ভক্তগণ
তোমায় একান্ত যারা ভজে সর্ব্বক্ষণ ;
কিম্বা যারা অব্যক্ত অক্ষরে করে ধ্যান,
কহ কৃষ্ণ, কোন্ যোগী দোঁহার প্রধান ? ১

শ্রীকৃষ্ণ।

সাকার নিরাকার উপাসনা

আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত, অনন্য শরণ,
শ্রদ্ধাসহকারে করে ভজন পূজন,
আমায় যে উপাসয়ে কায়-মনঃ-প্রাণে
যোগীশ্রেষ্ঠ যুক্ততম সবে তারে মানে। ২
কিন্তু সেই অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অক্ষর,
অচিন্ত্য, অনন্ত, ধ্রুব, অজর, অমর,
বিশ্বাতীত, সর্ব্বগত, কূটস্থ, অব্যয়ে
যাহারা একাগ্র মনে নিত্য উপাসয়ে,
যতনে ইন্দ্রিয়গ্রাম করিয়া সংযত,
সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সর্ব্ব হিতে রত,
অনন্য ভাবেতে মগ্ন ধ্যান ধারণায়,
এ হেন সাধক যারা, আমাকেই পায়। ৩-৪

অব্যক্তের উপাসনা

কিন্তু পার্থ, বহু ক্লেশকর,
দেহাভিমানীর তরে
অব্যক্তের মার্গ সুদুস্তর। ৫

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

একচিত্তে করে যারা ধ্যান আরাধন,
আমাতে সকল কর্ম্ম করি সমর্পণ,
মৃত্যুময় ভীষণ এ সংসার-সাগরে
আমার আশ্রয়ে তারা অনায়াসে তরে। ৬-৭

আমাতে তুমিও, পার্থ, কর মন স্থির,
নিবেশ করহ বুদ্ধি আমাতে, সুধীর,
আমার প্রসাদে হবে জ্ঞান বিকশিত,
দেহান্তে আমাতে বাস পাইবে নিশ্চিত। ৮

না পার করিতে যদি চিত্ত-সমাধান,
করহ অভ্যাস-যোগে আমার সন্ধান। ৯

অভ্যাসেও যদি সখা, হও গো অক্ষম,
আমার প্রীতির হেতু করহ করম।
এই মত সাধি কার্য্য হবে সিদ্ধ-কাম,
আমাকে পাইয়া শেষে লভিবে বিরাম। ১০

অশক্ত হইলে তাহে লহ যোগাশ্রয়,
যতাত্মা হইয়া ত্যজ কর্ম্ম-ফলাশয়। ১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণএব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥

অভ্যাস হইতে শ্রেয় জ্ঞান,
জ্ঞান হতে ধ্যান মহত্তর,
ধ্যান হতে কর্ম্মফল-ত্যাগ,
ত্যাগে পাবে শান্তি নিরন্তর। ১২

আমার প্রিয় কে?

নাহি দ্বেষ কোন জনে, বাঁধে সবে মৈত্রীগুণে,
সর্ব্বজীবে সকরুণ প্রাণ,
নির্ম্মম নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখ সম যার,
শত্রুতেও যেই ক্ষমাবান্। ১৩
সতত সন্তুষ্ট যতী, আমা পরে স্থির মতি,
সংযতাত্মা যেই জিতেন্দ্রিয়,
আমাতেই বুদ্ধি মন, সঁপয়ে জীবন ধন,
সেই ভক্ত—আমার সে প্রিয়। ১৪
অন্যে নাহি দেয় বাধা, অবাধ আপনি তথা,
নাহি জানে চিত্তের বিকার,
হর্ষ রাগ ভয়োদ্বেগ, ক্রোধের নাহি আবেগ,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার। ১৫
সর্ব্বভাবে নিরপেক্ষ, যিনি শুচি, যিনি দক্ষ,
উদাসীন রহে নিরাধার,
কর্ম্মে নাহি অনুরাগ, বিষয়েতে বীতরাগ,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার। ১৬
নাহি শোক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষার নাহি লেশ,
শুভাশুভ না করে বিচার,
আমাতে অচলা ভক্তি, আমায় অনন্যাসক্তি,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার। ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
ভক্তিযোগো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শত্রু মিত্র সমজ্ঞান, তথা মান অপমান,
অনাসক্ত ভকত উদার,
শীত উষ্ণ হর্ষ খেদ, সুখ দুঃখে নাহি ভেদ,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যার,
স্তুতি নিন্দা তুল্য দেখে, বাক্যেতে সংযম শেখে,
যাহা পায় সন্তুষ্ট আপন,
গেহহীন ভ্রমে যতী, অভ্রান্ত সরল গতি,
প্রিয় বড় আমার সে জন। ১৮-১৯
কহিনু যে ধর্ম্মামৃত, সদা তাহে অনুরত,
উপাসয়ে যথা যে নিয়ম,
শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্, আমায় তদ্গত প্রাণ,
সব হতে মম প্রিয়তম। ২০

দ্বাদশ অধ্যায়।

টিপ্পনী।

এই অধ্যায়ে আবার সাকার নিরাকার উপাসনার কথা হইতেছে। নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা কঠিন, তথাপি নিরাকারের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, কেন না ঈশ্বর সাকার নহেন। অভ্যাসদ্বারা এই উপাসনা সহজ হইয়া আসে। ঈশ্বরোপাসনা-সাকারই হউক্, নিরাকারই হউক্, ভক্তিই উপাসনার সার। ঈশ্বরে যদি যথার্থ বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তবে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না। ভগবান্ কহিতেছেন—

একচিত্তে করে যারা ধ্যান আরাধন,
আমাতে সকল কর্ম্ম করি সমর্পণ,
মৃত্যুময় ভীষণ এ সংসার-সাগরে
আমার আশ্রয়ে তারা অনায়াসে তরে। ৬-৭

রঘুবংশের দশমসর্গে দেবতাদের বিষ্ণুস্তবের মধ্যে একটী শ্লোকে ঐ ভাব ব্যক্ত—

ত্বয্যাবেশিত চিত্তানাং ত্বৎসমর্পিত কর্ম্মণাং
গতিস্ত্বং বীতরাগানাং অভূয়ঃ সন্নিবৃত্তয়ে। ২৭

বিষয়-বিরাগ মতি যেই যতিগণ,
যোগবলে নিজ চিত্ত নিবেশি তোমায়,
সর্ব্ব কর্ম্ম তোমাপরে করে সমর্পণ,
মোক্ষগতি পায় তারা তোমারই কৃপায়।

নবীনচন্দ্র দাস।

৮-৯-১২

ঈশ্বরে প্রীতির সহিত চিত্তার্পণ ও তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান, এই দুইটি বিধান নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইহাই সকল ধর্ম্মের সারতত্ত্ব। ঈশ্বরে চিত্তসমাধান করিতে না পার, তবে অন্ততঃ তাঁহার আদেশানুযায়ী স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন কর—সর্ব্বলোক-হিতসাধনে নিযুক্ত হও। স্বার্থপরতা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের বিঘ্নকারী—অতএব স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। এই হেতু ১২ শ্লোকে ত্যাগের প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেয়—জ্ঞানও ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ বিধান। ত্যাগই শান্তির নিদান।

১৩—২০

যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সুখ দুঃখে অবিচলিত, যিনি স্তুতি নিন্দা, শত্রু মিত্র সমান জ্ঞান করেন, বাক্যেতে সংযমী, বিষয়ে বীতরাগ, যিনি ঈশ্বরে ভক্তিমান্, তাঁহাতেই বুদ্ধি মন জীবন ধন সমর্পণ করেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ এইরূপ ভক্তের প্রতিই প্রসন্ন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত গীতার তৃতীয় ভাগ বলা যাইতে পারে। এই ভাগে সাংখ্যতত্বের সবিস্তার ব্যাখ্যা উপলব্ধি করা যায়। গীতায় কপিলমুনি যেমন মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন (১০ম ২৬) গীতার দর্শন ভাগে সেইরূপ সাংখ্য মতেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া গীতা যে সাংখ্য মতের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষক তাহা নহে। বেদান্ত ও যোগতত্বের সহিত সাংখ্যের সমন্বয় চেষ্টা—নিরীশ্বর সাংখ্যের সহিত ঈশ্বরবাদের সমন্বয় চেষ্টা—ইহা হইতেই গীতার নিজস্ব অনুভূত হয়। এই অধ্যায়ের নাম ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগ, অন্য কথায় প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ। প্রকৃতি-পুরুষের অবতারণা যাহা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে (৭ম অধ্যায়) এইস্থলে তৎসম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। প্রকৃতি পুরুষ উভয় অনাদি এবং গুণ ও বিকারমাত্রই প্রকৃতি-সম্ভূত। সাংখ্যের যে পঞ্চবিংশতি তত্ব, তাহারও উল্লেখ আছে। তাহা কি? না বিকার সহিত প্রকৃতি এবং পুরুষ। সবিকার প্রকৃতি এখানে সবিকার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি (অব্যক্ত), তাহার বিকার মহত্তত্ব (বুদ্ধি), মহতের বিকার অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিকার শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্র ও মনের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রের বিকার ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূত; এতদ্ভিন্ন শরীর এবং মনের ধর্ম্ম—ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ দুঃখ, চেতনা এবং ধৃতি—এই সমস্ত মিলিয়া সবিকার ক্ষেত্র; ইহা ছাড়া ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ পুরুষ।

এই প্রকৃতি পুরুষ কি?

প্রকৃতি পুরুষ-যোগ কহি, ধনঞ্জয়,
অনাদি কালের স্রোতে চলেছে উভয়,

ইন্দ্রিয়াদি যে বিকার, সত্ত্বাদি যে গুণ,
উদিত প্রকৃতি-অঙ্গে জেনহ, অর্জ্জুন। ২০
দেহেন্দ্রিয় হতে কার্য্য যাহা কিছু হয়,
প্রকৃতি তাহার হেতু, মুনিজন কয়,
সুখ দুঃখ যাহা কিছু ভুঞ্জে ইথে নয়,
পুরুষ তাহার হেতু, নহে সে অপর।
উপজে প্রকৃতি হতে সুখ দুঃখ যত,
পুরুষ, প্রকৃতি মাঝে, ভুঞ্জয়ে নিয়ত,
বিবিধ যোনিতে জন্ম ঘটে বারবার,
এই গুণ-সঙ্গ জেনো কারণ তাহার। ২১-২২

প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়—প্রলয়কালে প্রকৃতির সহিত বিলীন হইয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন জীব ভাব, আসিলে প্রলয়,
প্রকৃতিতে মিশি গিয়া একীভূত হয়;
সৃষ্টিকাল উদয় হইলে পুনর্ব্বার
প্রকৃতি হইতে হয় প্রাণীর বিস্তার। ৩১

প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, পুরুষ অকর্ত্তা, উদাসীন, সাক্ষীস্বরূপ—

প্রকৃতিতে সর্ব্ব কর্ম্ম হয় সম্পাদন,
অকর্ত্তা আপনি—জানে সূক্ষ্মদর্শীগণ। ৩০

সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন। পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র রূপে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন তখন তিনি জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ সুধী বিচক্ষণ
জ্ঞাননেত্রে ধ্যানযোগে করি নিরীক্ষণ,
প্রকৃতি তরিয়া মুক্তি জানিয়া সন্ধান,
চরমে পরম গতি—মোক্ষপদ পান। ৩৫

কিন্তু গীতা এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং সুখ দুঃখ ভোগী পুরুষের কথা বলিয়াই থামিয়া যান নাই। গীতা বলিতেছেন, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অতীত এক পরমপুরুষ বিদ্যমান আছেন, যিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত, অথচ প্রকৃতির আবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রে বিচলিত হয়েন না—পুরুষের সুখ দুঃখে নির্লিপ্ত থাকেন।

সর্ব্বগত সূক্ষ্মগতি আকাশ যেমনি,
নিবসেন সর্ব্ব দেহে নির্লিপ্ত আপনি,
এক রবি প্রকাশয়ে সমগ্র ভুবন,
ক্ষেত্রীও সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে তেমন। ৩৩-৩৪

এই অবিনাশী অক্ষর পুরুষই জ্ঞেয়।

যে দেখে পরম-আত্মা সর্ব্বভূতে সম,
নশ্বর সংসার মাঝে অক্ষর পরম,
তাঁহার দেখাই দেখা—সেই সত্য জানে,
দেখা দেন পরমাত্মা তাঁর দিব্য জ্ঞানে। ২৮

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

ঋষিভির্ব্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রকৃতি-পুরুষ যোগ।

অর্জ্জুন।

ক্ষেত্র কি ? ক্ষেত্রজ্ঞ কিবা ? প্রকৃতি পুরুষ কারে কয় ?
জ্ঞান কি, জ্ঞেয় বা, কৃষ্ণ ? জানিতে বাসনা বড় হয়। ১

শ্রীকৃষ্ণ।

এ শরীর, হে কৌন্তেয়, ক্ষেত্র অভিহিত,
ইহাকে যে জানে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বিদিত। ২

আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বক্ষেত্রে বিদ্যমান,
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান—সেই দিব্যজ্ঞান।
ক্ষেত্র কি, প্রভাব তার, উৎপত্তি, বিকার,
সংক্ষেপে তোমায় কহি তত্ত্ব যাহা সার। ৩-৪

বৈদিক বিবিধ ছন্দে, মহাঋষিগণ
মন্ত্রগীতে যেই তত্ত্ব করিলা কীর্ত্তন,
যুক্তি-যোগে কূটতর্ক করি পরিহার,
ব্রহ্মসূত্র-পদে যাহা করিলা প্রচার। ৫

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্র } পঞ্চভূত, দশেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি আর
ইন্দ্রিয়-বিষয় পঞ্চ, ধৃতি অহঙ্কার,
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখ, শরীর, চেতনা,
সবিকার ক্ষেত্র এই, সংক্ষেপে বর্ণনা। ৬

দম্ভ-শ্লাঘা পরিত্যাগ, ক্ষমা, সরলতা,
অহিংসা সকল জীবে, চিত্তের স্থিরতা,
অন্তর-বাহির-শুচি, ইন্দ্রিয় দমন,
অহঙ্কার পরিহার, সদ্‌গুরু সেবন,
বিষয়ে বিগত-তৃষ্ণা, বৈরাগ্য আশ্রয়,
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভাবা বিষময়। ৮-৯

পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্তি রহিত
সুখ দুঃখে সম-ভাব, সম হিতাহিত,
আমাতে অনন্য যোগে অচলা ভকতি,
বিজনতা অভিরুচি, জনতা-বিরতি,
পরম অধ্যাত্মজ্ঞান সদা উপার্জন,
বারবার পরমার্থ তত্ত্ব-আলাপন,
এই সমুদায় যাহা যথার্থ সে জ্ঞান,
বিপরীত যাহা কিছু সে সব অজ্ঞান। ১০-১২

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

জ্ঞেয় } জানিবার বস্তু যাহা বলিব এখন,
অমৃত সমান, পার্থ, শুন সে বচন!
জ্ঞেয় এক পরব্রহ্ম, বিভু, বিশ্বাতীত,
সৎ বা অসৎ, যিনি দুয়েরি অতীত। ১৩

সর্ব্বদিকে চক্ষু তাঁর, মস্তক, আনন,
সর্ব্বদিকে বাহু তাঁর, সর্ব্বত চরণ,
সর্ব্বত শ্রবণ তাঁর কিছু না লুকায়,
ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচর স্বীয় মহিমায়। ১৪

যতেক ইন্দ্রিয় আর যাহার যে গুণ,
সবার ভিতরে জ্বলে তাঁহার আগুন,
অথচ আপনি তিনি ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত,
সবার আধার, স্বয়ং সঙ্গ-বিরহিত,
সত্ত্ব-আদি গুণত্রয় পালিত তাঁ হতে,
অথচ নির্গুণ তিনি, নির্লিপ্ত জগতে। ১৫

ব্যাপ্ত বিশ্ব-চরাচর, বাহির অন্তর,
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বুদ্ধি-অগোচর,
দূর হৈতে দূরে তিনি ছাড়ায়ে আকাশ,
তেমনি অন্তরে দেখ তাঁহারি প্রকাশ। ১৬

কারণ রূপেতে যেই অভিন্ন বিরাজে
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত জীবগণ মাঝে।
জগত-জনক তিনি জগত-পালন,
তিনিই প্রলয় কালে সংহার-কারণ। ১৭

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

সব জ্যোতি জ্যোতিষ্মান্ তাঁহার প্রকাশ,
তিমির অতীত সে যে অকলঙ্ক তায়।
তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় তিনি, লভ্য হন জ্ঞানে,
সবার হৃদয় পূর্ণ তাঁর অধিষ্ঠানে। ১৮
জ্ঞান, জ্ঞেয়, ক্ষেত্র-তত্ত্ব কহিলাম যাহা,
সাধনায় ভক্ত মম জানে সব তাহা,
জানিয়া আমার সাথে হয় গো তন্ময়,
আমার সারূপ্য লাভে মোহ অপচয়। ১৯
প্রকৃতি পুরুষ
প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ কহি, ধনঞ্জয়,
অনাদিকালের স্রোতে চলেছে উভয়।
ইন্দ্রিয়াদি যে বিকার, সত্ত্বাদি যে গুণ,
উদিত প্রকৃতি-অঙ্কে, জেনহ অর্জ্জুন। ২০
দেহেন্দ্রিয় হতে কার্য্য যাহা কিছু হয়,
প্রকৃতি তাহার হেতু মুনিজন কয়,
সুখ দুঃখ যাহা কিছু ভুঞ্জে ইথে নর
পুরুষ তাহার হেতু, নহে সে অপর। ২১
উপজে প্রকৃতি হতে সুখ দুঃখ যত,
পুরুষ, প্রকৃতি মাঝে, ভুঞ্জয়ে নিয়ত;
বিবিধ যোনিতে জন্ম ঘটে বারবার,
এই গুণ-সঙ্গ, জেন, কারণ তাহার। ২২
অনুমন্তা, সাক্ষী, ভর্ত্তা, ভোক্তা মহেশ্বর,
পরমাত্মা, উত্তম পুরুষ, পরাৎপর,
এই দেহে, জান ওহে, তাঁর অধিষ্ঠান,
পরমাত্মা পরম পুরুষ বিদ্যমান। ২৩

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

ত্রিগুণা প্রকৃতি-সহ পুরুষের তত্ত্ব,
সম্যক্ যে জন জানে করেন আয়ত্ত,
নাহি আর রহে তাঁর জনম-বন্ধন,
রহিয়াও কর্ম্ম-রত পান মোক্ষ-ধন। ২৪

ধ্যান-যোগ, জ্ঞান-যোগ, কর্ম্ম-যোগ

ধ্যান যোগে যোগী কেহ দেখেন আত্মার,
নিরখেন জ্ঞান-যোগে জ্ঞানী কেহ তাঁর,
কর্ম্মফল ঈশ্বরেতে করি সমর্পণ,
কর্ম্ম-যোগে কেহ কেহ করেন দর্শন।
সাধনায় না পারিয়া লভিবারে জ্ঞান,
কেহবা শুনেন গিয়া গুরু-সন্নিধান,
গুরু উপদেশ মতে করি উপাসনা

শ্রুতি

শ্রুতির আশ্রয়ে তরে ভবের যাতনা। ২৫-২৬

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-প্রকৃতি পুরুষ-যোগ

যাহা কিছু লভে জন্ম, স্থাবর জঙ্গম,
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের-যোগে লভে সে জনম। ২৭

যে দেখে পরম আত্মা, সর্ব্বভূতে সম,
নশ্বর সংসার মাঝে অক্ষর পরম,
তাঁহার দেখাই দেখা—সেই সত্য জানে,
দেখা দেন পরমাত্মা তাঁর দিব্য জ্ঞানে।
সর্ব্বভূতে সমভাবে নিরখি আত্মার,
আত্ম-হিংসা পরিহরি, সুখে ত'রে যায়। ২৮-২৯

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশো নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রকৃতি কর্ত্তা। } প্রকৃতিতে সর্ব্বকর্ম্ম হয় সম্পাদন,
পুরুষ সাক্ষী } অকর্ত্তা আপনি—জানে সূক্ষ্মদর্শী জন। ৩০

ভিন্ন ভিন্ন জীব-ভাব আসিলে প্রলয়,
প্রকৃতিতে মিশি গিয়া একীভূত হয়;
সৃষ্টিকাল উদয় হইলে পুনর্ব্বার
প্রকৃতি হইতে হয় প্রাণীর বিস্তার;
এই ভাবে প্রকৃতির দর্শক যে হয়
ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি তাঁর নাহিক সংশয়। ৩১

অনাদি নির্গুণ সেই পরম-আত্মার
আবর্ত্তিত কর্ম্ম-চক্রে না হয় বিকার।
থাকিয়াও দেহে কিছু না করেন প্রভু,
শুভাশুভ কর্ম্ম-ফলে লিপ্ত ন'ন কভু। ৩২

সর্ব্বগত সূক্ষ্মগতি আকাশ যেমনি
নিবসেন সর্ব্বদেহে নির্লিপ্ত আপনি,
এক রবি প্রকাশয়ে সকল ভুবন,
ক্ষেত্রীও সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে তেমন। ৩৩-৩৪

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ সুধী বিচক্ষণ,
জ্ঞান-নেত্রে ধ্যান-যোগে করি নিরীক্ষণ,
মুক্তি } প্রকৃতি তরিয়া মুক্তি জানিয়া সন্ধান,
চরমে পরম গতি, মোক্ষপদ পান। ৩৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

টিপ্পনী।

১৪—উপনিষদেও ব্রহ্মের বিশ্বব্যাপক ভাব অনেকাংশে এই ভাবে ব্যক্ত। তাহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ
সম্বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ
দ্যাবা ভূমী জনয়ন্ দেব একঃ
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎসর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি,
সর্ব্বানন শিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূত গুহাশয়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।

সর্ব্বদিকে চক্ষু তাঁর, সর্ব্বত্র আনন,
সর্ব্বদিকে বাহু তাঁর সর্ব্বত চরণ,
পক্ষি দেহে দিলা পক্ষ, নরদেহে হস্ত,
রচিলা দ্যুলোক মহী একাকী সমস্ত।
সর্ব্বত চরণ হস্ত নিখিল কাজে ব্যস্ত,
সর্ব্বত শিরোমুখ, সর্ব্বত কাণ,
চরাচর সমুদায়, আবরি মহিমায়,
আপনি আপনায় বিরাজমান।
নিখিল মুখমস্তক মিলিয়াছে একে,
সর্ব্ব হৃদে নিবসেন, দেখে যে—সে দেখে,
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত সে যে ভগবান্
বিশ্ববন্ধু তিনি, তাই, মঙ্গলনিধান।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

১৫— সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং সুহৃৎ।
যতেক ইন্দ্রিয় আর যাহার যে গুণ,
সবার ভিতরে জাগে তাঁহার আগুন,
সকলের প্রভু তিনি ইন্দ্রিয় রহিত,
সবার শরণ তিনি সবার সুহৃৎ।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম।

দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং
দূর হৈতে দূরে তিনি ছাড়ায়ে আকাশ,
দেখে যে, তাহার তিনি অন্তরে প্রকাশ।

১৫—সাংখ্য মতে মূলতত্ত্ব দুইটি প্রকৃতি ও পুরুষ। উভয়ই নিত্য ও অনাদি। প্রকৃতি জড়, পুরুষ চেতন; প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, পুরুষ অকর্ত্তা—উদাসীন, সাক্ষীমাত্র। প্রকৃতি স্বতঃই জগৎ সৃষ্টি করে কিন্তু সে সৃষ্টি নিজের জন্য নহে—পরের জন্য। তাহার উদ্দেশ্য জীবের ভোগ ও মোক্ষসাধন। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আরম্ভ হইয়া এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার উপর আর প্রকৃতির বল খাটে না। দগ্ধ বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও সেইরূপ কোন ফল প্রসব করে না। প্রকৃতি নর্ত্তকীর ন্যায় পুরুষের সম্মুখে সংসার রূপ মায়ার খেলা খেলিতেছেন, পুরুষ নিজ দর্পণে তাহা দর্শন করিতেছেন। প্রকৃতির এই অজ্ঞানরচিত মায়াময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত করিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র রূপে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখন সেই মায়ার খেলা থামিয়া যায়—তখনি তিনি দুঃখ ক্লেশ, জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য ও অনাদি—ইহারা বিশ্বের চরম দ্বৈততত্ত্ব, ইহাদের উর্দ্ধে আর কিছুই নাই। এ মত গীতার অনুমোদিত নহে। গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ত্ব নহে। ইহাদের অতিরিক্ত আর একটী শক্তি আছে যাহা প্রকৃতির পরিচালক। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "আমার যোনি মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতি) এই মহদ্ব্রহ্মে আমি যে গর্ভাধান করি, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। জগতে যে কিছু মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহার যোনি এবং আমি তাহার বীজপ্রদ পিতা।"

পূর্ব্ব অধ্যায়ে গুণের কথা আসিয়া পড়িয়াছে, ভগবান্ এই অধ্যায়ে গুণের স্বরূপ আরও বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছেন। গুণ ত্রিবিধ—সত্ত্ব রজ তম। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতি এই গুণ ত্রয়ের সাম্যাবস্থা। এই তিন বিরোধী গুণের মধ্যে নিয়তই সংগ্রাম চলিতেছে; একে অন্যকে পরাভব করিবার জন্য সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন সত্ত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ, সুখ, লঘুতা উৎপন্ন করিতেছে; কখনও রজঃ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি, দুঃখ, চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে, আবার কখন তম তেজস্বী হইয়া মোহ, অজ্ঞান, জড়তা উৎপাদন করিতেছে।

সত্ত্ব গুণ রজ তমে, জিনে রজ সত্ত্ব তমোবল,
তম তথা সত্ত্ব রজে পরাভবে হইয়া প্রবল। ১০

সত্ত্ব রজ তমো গুণের স্বরূপ ও লক্ষণ কি?

গুণ মাঝে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, ভাস্বর, নিরাময়,
সুখ-সঙ্গে, জ্ঞান-সঙ্গে, সেই গুণে দেহী বাঁধা রয়।

রজোগুণ রাগময়, জন্মে তাহা বিষয়-তৃষ্ণায়,
সতত কর্ম্মোদ্ভবে দেহীগণে আসক্তি জন্মায়।
অজ্ঞানজ তমোগুণ সর্ব্ব জীবে করে মোহাবৃত,
প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রা-পাশবদ্ধ তাহে এ জগত। ৮
সত্ত্ব হতে সুখাসক্তি, রজ হতে কর্ম্ম উত্তম,
আঁধারে আবরি জ্ঞান প্রমাদ ঘটায় আসি তম। ৯

ফলাফল—

সুকৃত কর্ম্মের ফল—জ্ঞান, যাহা সাত্ত্বিক, নির্ম্মল,
রজসের ফল দুঃখ, অজ্ঞান সে তমসের ফল। ১৬

* * * * *

সত্ত্বগুণ সমাশ্রিত সাত্ত্বিক যে জন
ঊর্দ্ধে পুণ্য দেবলোকে করে সে গমন,
মধ্যপথে নরলোক, সেথা রাজসিক,
অধোগতি পায় হীনবৃত্তি তামসিক। ১৮

এই ত্রিগুণের প্রভাব অতিক্রম না করিলে মুক্তি নাই।

দেহসমুদ্ভূত গুণত্রয়
অতিক্রমি আত্মা-দেহধারী,
জন্ম জরা মৃত্যু করি জয়
অমৃতের হয় অধিকারী। ২০

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন

যিনি এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহার লক্ষণ কি? কিসে তাঁহাকে চেনা যায়?

উত্তর—

গুণেই গুণের কার্য্য জানিয়া নিশ্চিত,
উদাসীন সুখে দুখে নহে বিচলিত;

সুখ দুঃখ—লোষ্ট্র-খণ্ড কাঞ্চন-পাষাণ,
স্তুতি নিন্দা প্রিয়াপ্রিয় তুল্য যার জ্ঞান,
ভেদাভেদ নাহি জানে শত্রু মিত্র-পক্ষে,
মান অপমান তুল্য যাহার সমক্ষে,
সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগী হইবে যখন
তখন ত্রিগুণাতীত জানিবে সেজন। ২৪-২৫

ভক্তিযোগে ত্রিগুণ অতিক্রম করা যায়—

অনন্ত ভকতি যোগে যে জন সেবে আমায়,
হয়ে সর্ব্ব গুণাতীত ব্রহ্মভাব সেই পায়।
অমৃত অব্যয় রূপ আমি ব্রহ্ম নির্ব্বিকার,
শাশ্বত ধর্ম্মের সেতু, সর্ব্ব সুখ মূলাধার। ২৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণত্রয় বিভাগ।

শ্রীকৃষ্ণ। কহিতেছি পুনরায়, শুন, পার্থ, করি অবধান,
বলিব তোমারে পুনঃ জ্ঞানের উত্তম দিব্য জ্ঞান ;
যেই জ্ঞানে মুনিগণ সিদ্ধ-কাম হইয়া কৃতার্থ,
লোকান্তরে গিয়ে অন্তে হন ধন্য লভি পরমার্থ। ১

পাইয়া সাধর্ম্ম্য মম, এই জ্ঞান হইলে বিকাশ,
সৃষ্টিকালে নাহি জন্ম, প্রলয়েতে না হয় বিনাশ। ২

যোনি মম মহদ্ব্রহ্ম, তাহাতে করি যে গর্ভাধান,
সর্ব্বভূত চরাচর জন্মে তাহে, কহিনু সন্ধান। ৩

যোনিতে যোনিতে, পার্থ, জনমে মূরতি যে যেথায়,
মহদ্ব্রহ্ম যোনি, পিতা বীজপ্রদ জানিও আমায়। ৪

প্রকৃতি হইতে জন্মি সত্ত্ব-রজ তম গুণত্রয়
দেহীকে নিবন্ধে দেহে, দেহী আত্মা যদিও অব্যয়। ৫

সত্ত্ব রজ তমোগুণ } গুণ মাঝে সত্ত্ব-গুণ, নির্ম্মল, ভাস্বর, নিরাময়,
সুখ-সঙ্গে, জ্ঞান-সঙ্গে সেই গুণে দেহী বাঁধা হয়। ৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

রজোগুণ রাগময়, জন্মে তাহা বিষয়-তৃষ্ণায়,
সতত করমোত্তমে দেহীগণে আসক্তি জন্মায়। ৭

অজ্ঞানজ তমোগুণ সর্ব্বজীবে করে মোহাবৃত,
প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রা-পাশ-বদ্ধ তাহে এ জগত। ৮

সত্ব হতে সুখাসক্তি, রজ হতে করম-উত্তম,
আঁধারে আবরি জ্ঞান প্রমাদ ঘটায় আসি তম। ৯

সত্বগুণ রজ তমে, জিনে রজ সত্ব-তমো-বল,
তম তথা সত্ব রজে পরাভবে হইয়া প্রবল। ১০

লক্ষণ } এই দেহে সর্ব্বদ্বারে জ্ঞান যবে হয় বিকশিত,
বুঝিবে লক্ষণে সেই, সত্বগুণ-প্রভাব উদিত। ১১

প্রবৃত্তি, উত্তম, লোভ, কর্ম্ম-স্পৃহা সদা জাগে মনে,
প্রবৃদ্ধ হইলে রজ ধরা পড়ে এ সব লক্ষণে। ১২

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভএব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

অবিবেক, অপ্রবৃত্তি, মোহ প্রমাদ আনি তার,
প্রবল হইলে তম জীবে নানা অনর্থ ঘটায়। ১৩

সত্বের প্রাধান্য সত্বে হয় যদি জীবের মরণ,*
জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ-অলঙ্কৃত পুণ্যলোকে করে সে গমন। ১৪

রজসে যাদের মৃত্যু, কর্ম্মীকুলে ধরয়ে জনম,
তমের প্রভাবে মরি. মূঢ়যোনি লভে নরাধম। ১৫

ফলাফল } সুকৃত কর্ম্মের ফল—জ্ঞান, সাত্বিক, নির্ম্মল'
রজসের ফল দুঃখ, অজ্ঞান সে তমসের ফল। ১৬

সত্ব হতে জন্মে জ্ঞান,
রজ হতে লোভের জনম,
অজ্ঞান, প্রমাদ, মোহ
এ ভবে প্রসবে শুধু তম। ১৭

গতি } সত্বগুণ-সমাশ্রিত সাত্বিক যে জন,
ঊর্দ্ধে পুণ্য দেবলোকে করে সে গমন;
মধ্য পথে নরলোক, সেথা রাজসিক,
অধোগতি পায় হীনবৃত্তি তামসিক। ১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

গুণে গুণ পরখিয়া সুধী বিচক্ষণ
গুণ ভিন্ন কর্ত্তা বলি' না করে দর্শন,
গুণাতীত পরব্রহ্মে জানিয়া নিশ্চয়
আমাতে একান্ত চিত্তে হয়েন তন্ময়। ১৯

গুণত্রয় অতিক্রম

দেহ-সমুদ্ভূত গুণত্রয়
অতিক্রমি আত্মা দেহধারী,
জন্ম জরা মৃত্যু করি জয়
অমৃতের হন অধিকারী। ২০

অর্জ্জুন।

কি তার লক্ষণ বল
ত্রিগুণ-গুণ লঙ্ঘনে যে হয় সক্ষম ?
বল, প্রভু, কি আচারে,
কি উপায়ে গুণত্রয় করে অতিক্রম ? ২১

শ্রীকৃষ্ণ।

ত্রিগুণাতীত কে ?

প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ, পাণ্ডুর নন্দন,
এ সকল গুণ-কার্য্য করেছি বর্ণন,
জ্ঞান বা প্রবৃত্তি মোহ হইলে উদয়,
বিরাগ বিদ্বেষ যার কভু নাহি হয়,
নিবৃত্ত হইল যদি উহারা নিঃশেষ
সুখ-আশে নাহি করে আকাঙ্ক্ষার লেশ,

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগোনাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

গুণেই গুণের কার্য্য জানিয়া নিশ্চিত,
উদাসীন সুখে দুখে—নহে বিচলিত,
সুখ-দুঃখ শিলাখণ্ড কাঞ্চন পাষাণ,
স্তুতি নিন্দা প্রিয়াপ্রিয় তুল্য যার জ্ঞান,
ভেদাভেদ নাহি জানে শত্রু মিত্র পক্ষে,
মান অপমান তুল্য যাহার সমক্ষে,
সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগী হইবে যখন,
তখন ত্রিগুণাতীত জানিবে সেজন। ২২-২৫

অনন্ত ভকতি-যোগে যে জন সেবে আমায়,
হয়ে সর্ব্ব গুণাতীত, ব্রহ্ম-ভাব সেই পায়। ২৬
অমৃত অব্যয় রূপ, আমি ব্রহ্ম নির্ব্বিকার,
শাশ্বত ধর্ম্মের সেতু সর্ব্ব সুখ মূলাধার। ২৭

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

টিপ্পনী।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তম গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। এই সাম্যাবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়া যে পরিণাম হয় তাহাই সৃষ্টি। সাংখ্যেরা বলেন যে, এই পরিণাম প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, সেইজন্ত তাহার এই সাম্যাবস্থার স্বতঃই বিচ্যুতি ঘটে, কারণান্তরের অপেক্ষা করে না। প্রকৃতি স্বতঃই পরিণত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। সৃষ্টির ক্রম এইরূপ;—প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতির পরিণাম যে স্বভাবসিদ্ধ, তাহার জন্ত কারণান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না, গীতা এ মতের অনুমোদন করেন না। সেই প্রকৃতির অভ্যন্তরে ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অধিষ্ঠান করেন, তাঁহার অধিষ্ঠানবশতঃ, তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি এই বিশ্বচরাচর প্রসব করিতেছে। এই অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্পষ্টই বলিতেছেন,—

মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার যোনি, আমি বীজপ্রদ পিতা, প্রকৃতিতে আমি যে গর্ভাধান করি তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়।

২২—প্রকাশ=সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানালোক প্রকাশ।

প্রবৃত্তি=রজোগুণে কর্ম্মে প্রবৃত্তি।

মোহ=তমোগুণ হইতে মোহের উৎপত্তি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এই ত্রিগুণাত্মক সংসার কিরূপ? ইহা ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখা-বিশিষ্ট একটী অশ্বথ বৃক্ষ তুল্য। এই বৃক্ষের ঊর্দ্ধমূল পরব্রহ্ম; ঊর্দ্ধ অধঃ শাখা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট জীবগণ; বেদ পত্রাবলি; সত্বাদি গুণ দ্বারা এই বৃক্ষ বর্দ্ধিত—রূপরসাদি বিষয় দ্বারা ইহা পল্লবিত; বাসনার নানা মূল অধো-গামী হইয়া জীবগণকে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মূঢ় ব্যক্তির নিকট ইহার যথার্থ স্বরূপ প্রতিভাত হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি শাণিত বৈরাগ্য অস্ত্র দ্বারা এই সুদৃঢ়মূল মহান্ অশ্বথ ছেদন করিয়া সেই পরম পদ লাভ করেন,

গিয়ে যেথা নাহি আসে সংসারে ফিরিয়া।

* * * *

না ভায় যেথায় রবি,
শশাঙ্ক, অনল-দ্যুতি,
লভে সেই ব্রহ্মধাম
যা' হতে নাহি বিচ্যুতি। ৬

জন্ম মৃত্যুকালে এই ত্রিগুণান্বিত ইন্দ্রিয়সকল কোথায় যায়? দেহ-প্রাপ্তিকালে ঈশ্বর এই প্রকারস্থ ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণ করিয়া লন—মৃত্যুকালে ইহাদিগকে দেহান্তরে সঙ্গে লইয়া যান—

"পুষ্প হতে গন্ধ যথা লয় সমীরণ।"

আত্মা এই দেহ ধারণ করিয়া যখন বিবিধ বিষয়-সুখে নিমগ্ন থাকে, পরমাত্মা তখন সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় ভাবে অবস্থিতি করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে দর্শন করেন, মূঢ় তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

আত্মাকে আত্মায় দেখি পুলকিত-চিত মতিমান্
মূঢ়মতি অচেতন আসে ফিরে না পেয়ে সন্ধান। ১১
আমিই প্রথম তেজ,
আদিত্য আমারি তেজে প্রকাশে ভুবন।
শশাঙ্কে আমার জ্যোতি,
আমারি ধরিয়া তেজ জ্বলে হুতাশন। ১২

এই ত্রিগুণান্বিত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভূত সকল 'ক্ষর', ভূতস্থ পুরুষ অক্ষর। পূর্ব্বোক্ত অপরা প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতি এখানে ক্ষর ও অক্ষর বলিয়া অভিহিত।

পুরুষ দুইটি জেন ক্ষর ও অক্ষর,
চরাচর ভূতগ্রাম তার নাম 'ক্ষর',
দেহস্থিত আত্মা যিনি বিগত-কলুষ,
তিনিই চৈতন্যময় 'অক্ষর পুরুষ'। ১৬

এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ ভিন্ন কি আর কিছু নাই? গীতা বলেন, ইহা ভিন্ন আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা। এই পরমাত্মা ক্ষরের অতীত, অক্ষরেরও উত্তম, সেইজন্য তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত—আমিই সেই পুরুষোত্তম।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম-যোগ।

শ্রীকৃষ্ণ।

অশ্বত্থরূপী সংসার

অব্যয় অশ্বত্থরূপী যেন এ সংসার,
ঊর্দ্ধমূল্, অধঃ-শাখা করিছে বিস্তার ;
বেদ যার পত্রাবলী—বেদবিদ্‌গণ
অশ্বত্থ নামেতে ইহা করেন বর্ণন। ১

ঊর্দ্ধ অধঃ শাখা তার রহে পসারিয়া,
আদি অন্ত কেহ তার না পায় ভাবিয়া—
কিবা রূপ ধরে তরু, দাঁড়ায়ে কোথায়,
সকলি মানব-চক্ষে প্রহেলিকা-প্রায় ;
সত্ত্বাদি সলিল সেকে পাদপ বর্দ্ধিত,
রূপাদি বিষয়ে সদা রহে পল্লবিত ;
বাসনার মূল্ নানা, নিম্নগামী সবে,
কর্ম্মে বাঁধিয়া রাখে জীবগণে ভবে।
সুদৃঢ় শিকড় এই অশ্বত্থ মহান্
শাণিত বৈরাগ্য-অস্ত্রে করি খানখান,
সে পদ লইবে পরে যতনে খুঁজিয়া
গিয়ে যেথা নাহি আসে সংসারে ফিরিয়া।
যাঁহার নিয়মে এই নিখিল সংসার
পুরাণ প্রবৃত্তি-চক্রে ভ্রমে অনিবার,
অনাদি পুরুষ যিনি বিশ্ব-বিধরণ,
তাঁহার অভয়পদে লইনু শরণ। ২-৪

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি

মোহমান হত, সঙ্গদোষ গত,
কামনা অবসান,
দুঃখ পরাজিত, দ্বন্দ্ব নিবারিত,
আত্মনিষ্ঠ মতিমান্।
এ হেন সুধীজন, পায় ব্রহ্মপদ,
অভয় পরম গতি, শাশ্বত সম্পদ,
ব্রহ্মে করয়ে প্রয়াণ। ৫
না ভায় যেথায় রবি,
শশাঙ্ক, অনল-দ্যুতি,
লভে সেই ব্রহ্মধাম
যা হতে নাহি বিচ্যুতি।

জীবের যোনি ভ্রমণ

জেন গো চিদংশ মম
এই দেহে জীবমূর্তি করিয়া ধারণ,
সুষুপ্তি প্রলয়-লীন
বহিরিন্দ্রিয় মন সহ করে আকর্ষণ। ৭
দেহ ছাড়ি জীব যবে যায় দেহান্তর,
দেহস্বামী জীবরূপী সেই সে ঈশ্বর
দেহীর ইন্দ্রিয়গণ করেন গ্রহণ,
পুষ্প হতে গন্ধ যথা লয় সমীরণ। ৮
রসন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ,
আশ্রয় করিয়া আর জ্ঞানেন্দ্রিয় মন,
সুখ দুঃখ রূপ রস আছে আর যত,
বিবিধ বিষয়-ভোগে রহেন নিরত। ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

দেহান্তর-গামী কিম্বা দেহে অবস্থিত,
দেহধর হ'য়ে যবে বিষয়-ব্যাপৃত,
এ সবার মাঝে তিনি রহেন নিগূঢ়,
জ্ঞান-নেত্রে দেখে জ্ঞানী না দেখে বিমূঢ়। ১০
আত্মাকে আত্মায় দেখি, পুলকিত-চিত মতিমান্,
মূঢ়মতি অচেতন আসে ফিরে না পেয়ে সন্ধান। ১১

জ্যোতির জ্যোতি } আমিই প্রথম তেজ,
আদিত্য আমারি তেজে প্রকাশে ভুবন।
শশাঙ্কে আমার জ্যোতি,
আমারি ধরিয়া তেজ জ্বলে হুতাশন। ১২

পৃথিবী } আমিই প্রবিষ্ট হয়ে পৃথিবী ভিতর
বলেতে ধরিয়া আছি সব চরাচর,
চন্দ্র } আমিই হইয়া পুন সোম রসময়
পোষণ করিয়া রাখি ওষধি-নিচয়। ১৩

অগ্নি } বৈশ্বানর রূপে আমি
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় অন্ন চতুষ্টয়,
জীবের জঠরে পশি
প্রাণাপান-যোগে পাক করি সমুদয়। ১৪

অন্তর্যামী } সকল হৃদয়-স্বামী অন্তর্যামী সারাৎসার,
আমা হতে স্মৃতি জ্ঞান— প্রকাশ বিনাশ তার,
বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ } সকল বেদের বেদ্য আমি পূর্ণ জ্ঞান,
বেদান্ত-কৃৎ, বেদার্থবিৎ, পুরুষ পুরাণ। ১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষরএব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

ইতিগুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসুব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
পুরুষোত্তমযোগোনাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষরাক্ষর পুরুষ

পুরুষ দুইটি যেন ক্ষর ও অক্ষর,
চরাচর ভূতগ্রাম, তার নাম 'ক্ষর';
দেহস্থিত আত্মা যিনি, বিগত-কলুষ,
তিনিই চৈতন্যময় 'অক্ষর' পুরুষ। ১৬

পুরুষোত্তম

ক্ষরাক্ষর ভিন্ন যিনি পরম ঈশ্বর,
লোকত্রয় ভর্ত্তা, পরমাত্মা পরাৎপর,
ক্ষরাতীত, অক্ষরেরও উত্তম সে আমি
লোকে বেদে বিদিত 'পুরুষোত্তম' স্বামী। ১৭-১৮

সংসারের মোহবন্ধ কাটি দিব্যজ্ঞানে,
আমায় 'পুরুষোত্তম' স্বরূপে যে জানে,
সকলি সে জানে, পার্থ,—সার্থক জীবন ;
আমাকে সে সর্ব্বভাবে ভজে সর্ব্বক্ষণ। ১৯

কহিনু তোমায় এ যে গুহ্য পরমার্থ,
যে জানে সে হয় জ্ঞানী—হয় সে কৃতার্থ। ২০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

টিপ্পনী।

১—সংসার অশ্বত্থরূপ। ঊর্দ্ধমূল=পরব্রহ্ম। শাখা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি অপর দেবগণ। বেদ=পত্রাবলী। ঊর্দ্ধ অধঃ শাখা=উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট জীবগণ। সত্বগুণাদি দ্বারা এই বৃক্ষ বর্দ্ধিত, রূপরসাদি বিষয় দ্বারা পল্লবিত। অধোগামী মূল=বাসনাদি। মূঢ় ব্যক্তির নিকটে ইহার যথার্থ স্বরূপ প্রতিভাত হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি বৈরাগ্য-অস্ত্রে এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া পরমপদ লাভ করেন।

৬— ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

উপনিষদ

না ভায় সেথানে সূর্য্য, না চন্দ্র, না তারা,
না ভায় চপলা সেথা, চমৎকারা-কারা।
কোথায় বা অগ্নি! তাঁরি প্রকাশের পিছু
প্রকাশিছে সমস্ত যেথানে যাহা কিছু।
নিখিল জগৎ আলো তাঁহারি জ্যোতিতে,
প্রকাশেন, প্রাণ ইনি, সবার সহিতে।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম

৭-৮—পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন সুষুপ্তি অথবা প্রলয়কালে প্রকৃতিতে বিলীন থাকে, সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়।

জন্ম-মৃত্যু-কালে এই গুণগ্রাহী ইন্দ্রিয়গণ কোথায় যায়?

উত্তর—জীবরূপী ঈশ্বর ইন্দ্রিয় সঙ্গে লইয়া—

"পুষ্প হইতে গন্ধ যথা লয় সমীরণ।"

এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করেন। পরে তিনি দেহধর হইয়া সগুণ রূপে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকেন। তিনি যে এই সকলের মধ্যে নিগূঢ় ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিতেছেন মূঢ় ব্যক্তি তাহা জানিতে পারে না—জ্ঞান-চক্ষেই তিনি প্রত্যক্ষ হন।

১৩—চন্দ্র-রসে ওষধিসকল পোষিত হয়।

১৪—বৈশ্বানর=অগ্নি।

১৫—বেদান্তকৃৎ=গীতার যে যে স্থলে বেদ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা যাগযজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ডময় বেদ। এই শ্লোকে বেদান্ত-কৃৎ বলিয়া যে বেদান্তের উল্লেখ দেখা যায় তাহা সম্ভবতঃ উপনিষদের আরণ্যক ভাগ, মহাত্মা তেলঙ্গ এইরূপ অনুমান করেন। তাঁহার মতে উপনিষদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে গীতার উৎপত্তি। (See Introduction to Bhagavatgita, Sacred Books of the East Vol VIII. কিন্তু কোন্ সময়কার উপনিষদ এই হচ্ছে সমস্যা।

১৬-১৭—ক্ষর=ত্রিগুণান্বিত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভূতগণ—অপরা প্রকৃতি।

অক্ষর=ভূতস্থ পুরুষ—পরা প্রকৃতি।

পুরুষোত্তম=ক্ষরাক্ষর উভয়ের অতীত পরম পুরুষ।

ষোড়শ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম দৈবাসুর সম্পদ-বিভাগ। পৃথিবীতে দেবজন্মা ও অসুরজন্মা দুই প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ধৃতি, ক্ষমা, শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্পন্ন তাঁহারা দৈব-সম্পদে অভিজাত আর যাহাদের দম্ভ, দর্প, ক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল তাহারা আসুরিক সম্পদে অভিজাত। এই অধ্যায়ে আসুরিক প্রকৃতি লোক-দের স্বভাব চরিত্র প্রশস্তভাবে চিত্রিত। এই সকল লোকেরা—

শৌচ কিম্বা, সত্য কিম্বা না করে বিচার,
না আছে তাদের কাছে ধর্ম্ম সদাচার।
অপ্রতিষ্ঠ, অসত্য জগত নিরীশ্বর,
আপনা আপনি চলে বিশ্ব-চরাচর।
অসম্বন্ধ পরস্পর এ জগত কহে,
কাম-বশে জীবজন্ম, আর কিছু নহে। ৮
দুর্ম্মতি অখিল-শত্রু, নষ্টাত্মা, পামর,
ধর্ম্মে নাহি শ্রদ্ধা, নাহি অধর্ম্মের ডর,
ঘোর অবিশ্বাস হৃদে করিয়া আশ্রয়,
উগ্রকর্ম্মা জন্মে তারা সাধিতে প্রলয়। ৯

ভগবান্ কহিতেছেন, আমি এই সকল আসুরিক লোকদিগকে অসুর-যোনিতে নিক্ষেপ করি। তাহারা সেই সমস্ত যোনিতে জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমণ করিয়া আমাকে না জানিয়া অধঃ হইতে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অর্জ্জুনের দৈবী-সম্পদে জন্ম তাই তাঁহাকে আশ্বাস-বাক্যে বলিতেছেন —

দৈব-সম্পদে, পার্থ, জনম তোমার,
তবে কেন বৃথা শোক কর বারবার।

কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিন হইতে সংসারে যত অনর্থ ঘটে, এই তিন শত্রু দমন না করিলে নিস্তার নাই, শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া এই রিপুত্রয় পরাজয় করিতে হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই :—

কিবা কার্য্য কি অকার্য্য, তার ব্যবস্থায়
শাস্ত্রই প্রমাণ তব, কহিনু তোমায়।
শাস্ত্রের জানিয়া তত্ত্ব গুরু-সন্নিধান,
হও কর্ম্ম-নিষ্ঠ, মানি শাস্ত্রের বিধান।

ষোড়শোঽধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপআর্জবম্ ॥ ১ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবাসুর সম্পদ-বিভাগ।

দৈব সম্পদ

নির্ভীকতা শুদ্ধাচার, জ্ঞানযোগে অবস্থান,
বেদাধ্যয়নে রতি, তপ, জপ, যজ্ঞ, দান,

পরপীড়া পরিত্যাগ, জীবে অহিংসা আশ্রয়,
দয়ামায়া দীন জনে, শান্তি, নম্রতা, বিনয়,

অলোভ, অক্রোধ, সত্য, লজ্জা-ভয়, স্থৈর্য্য তথা,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ত্যাগ, অমায়িক সরলতা,

তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, নিরভিমান,
দৈব-সম্পদ-মুখী জন্ম ধরে পুণ্যবান্। ১-৩

আসুর সম্পদ

দম্ভ, দর্প, অভিমান, পারুষ্য, ক্রোধ, অজ্ঞান
আসুর সম্পদে জন্মে আসুরিক কর্ম্মবান্। ৪

দৈব যে সম্পদ তাহা মোক্ষের কারণ,
আসুর সম্পদে ঘটে সংসার বন্ধন;
দৈব সম্পদে, পার্থ, জনম তোমার,
তবে কেন বৃথা শোক কর বারবার। ৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

আসুরিক লক্ষণ

দৈবাসুর আদি-সৃষ্টি যেন বিধাতার,
দেবাসুর রূপে হয় প্রাণীর সঞ্চার,
দেবতার সবিশেষ করেছ শ্রবণ,
অসুরভাবের কথা শুনহে এখন। ৬

অসুর-প্রকৃতি যারা তত্ত্ব-জ্ঞান-হারা,
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি কিবা না জানে তাহারা,
শৌচ কিবা, সত্য কিবা, না করে বিচার,
না আছে তাদের কাছে ধর্ম, সদাচার। ৭

অপ্রতিষ্ঠ, অসত্য জগত নিরীশ্বর;
আপনা আপনি চলে বিশ্ব-চরাচর।
অসম্বন্ধ পরম্পর, এ জগত কহে,
কাম-বশে জীবজন্ম, আর কিছু নহে। ৮

দুর্মতি, জগত-শত্রু, নষ্টাত্মা, পামর,
ধর্ম্মে নাহি শ্রদ্ধা, নাহি অধর্ম্মের ডর,
ঘোর অবিশ্বাস হৃদে করিয়া আশ্রয়,
উগ্রকর্ম্মা জন্মে তারা সাধিতে প্রলয়। ৯

দম্ভ মান মদান্বিত, কামনা দুষ্পূর,
সতত অশুচি ব্রতে নিরত অসুর,
মোহে দুরাগ্রহ ধরি অশেষ প্রকার,
অশুভ দুষ্কৃতি-জাল করয়ে বিস্তার। ১০

চিন্তা মরে আমরণ নাহিক নিস্তার,
কাম-ভোগে মাতে, ভাবি ভবে এই সার। ১১

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

শত আশা-পাশে বদ্ধ, কাম-ক্রোধ-ময়,
অন্যায় অনর্থে করে অর্থের সঞ্চয়। ১২

"আজি হল লাভ এত,　　পরে আরো পাব কত,"
এই ধ্যান চিন্তা অবিরত,
"এত ধন আছে হাতে,　　বাড়িবে আবার তাতে,
সিদ্ধ হবে সর্ব্ব মনোরথ। ১৩

এই রিপু হল হত,　　বধিব যে আরো কত,
অরিকুল করিব নির্ম্মূল,
ভোগী সুখী সিদ্ধকামী,　　সবার ঈশ্বর আমি,
মহাবল, মহিমা অতুল।" ১৪

"ঐশ্বর্য্যের নাহি সীমা,　　কুলের কিবা গরিমা,
আছে কেবা আমার সমান ?"
আমোদ-প্রমোদ নানা,　　দান যজ্ঞ অগণনা,
মোহবশে কাঁদে সে অজ্ঞান। ১৫

বিষয় বিভ্রান্ত চিত,　　মোহ-জালে সমাবৃত,
ম্রিয়মাণ হয় অবসাদে,
কামভোগে হয়ে মুগ্ধ,　　বিবেক ক্রমেই লুপ্ত,
নরকে পড়িয়া শেষে কাঁদে। ১৬

ধন-মান-মদোদ্ধত,　　অবিনয়ী অসংযত,
অতি গর্ব্বে রহে গরবিত,
আস্ফালনে মহা দম্ভে,　　ক্রিয়াকাণ্ড বহ্বারম্ভে,
নামে যজ্ঞ করে অবিহিত। ১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩॥

কাম-ক্রোধ-দর্প-ভারে, মত্ত সদা অহঙ্কারে,
আত্ম-পরে দেয় বহুক্লেশ,
আমি যে তাদের দেহে, আমিই অপর দেহে,
না জানি আমায় ধরে দ্বেষ। ১৮

ক্রূর, দ্বেষ্টা, পাপী যারা, পাপ-ফল ভোগে তারা,
কর্ম্ম-অনুরূপ এ সংসারে,
নরাধম এই সবে, অসুর-যোনিতে ভবে
পাঠাই আমি হে বারেবারে। ১৯

আসুরী যোনিতে ভ্রমে, যুগ যুগ যথাক্রমে,
জন্ম জন্ম হেন মূঢ়মতি,
আমায় না পেয়ে পার্থ, হারাইয়া পরমার্থ
অধঃ হতে যায় অধোগতি। ২০

তিন শত্রু } ত্রিবিধ নরক-দ্বার, বিনাশ কারণ,
কাম, ক্রোধ, লোভ তিনে করিবে দমন,
এই তিন তমোদ্বার এড়ায়ে সুমতি,
জীবনে কল্যাণ লভে, মরণে সুগতি। ২১-২২

শাস্ত্রবিধি ছাড়ি যেই করে স্বেচ্ছাচার,
সিদ্ধি-সুখে বঞ্চিত সে, ত্রাণ কোথা তার ?
শাস্ত্র-বলে রিপুত্রয় যে না করে জয়,
অশেষ দুর্গতি তার জানিও নিশ্চয়। ২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ২৪

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

কিবা কার্য্য কি অকার্য্য—তার ব্যবস্থায়
শাস্ত্রই প্রমাণ তব, কহিনু তোমায়।
শাস্ত্রের জানিয়া মর্ম্ম গুরু-সন্নিধান,
হও কর্ম্ম-নিষ্ঠ, মানি শাস্ত্রের বিধান। ২৪

ষোড়শ অধ্যায়।

টিপ্পনী।

এই অধ্যায়ে আসুরিক পুরুষদের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ চার্ব্বাকমতাবলম্বী লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিরচিত। চার্ব্বাকদর্শন-প্রণেতা কোন্ সময় জন্মগ্রহণ করেন তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে, চার্ব্বাক নামে দুর্য্যোধন-সখা একজন রাক্ষসের কথা আছে, সে মুনিবেশে রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তিনা-পুরে প্রবেশকালে তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ক্রোধানলে দগ্ধ হয়।

চার্ব্বাকদর্শন বৃহস্পতিসূত্র হইতে প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে এই মতের সারসংগ্রহ আছে। এই সকল দার্শনিকেরা আকাশ ভিন্ন ভূতচতুষ্টয় বাদী। ইহাদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। (ন্যায়সংগ্রহ)। ক্ষিতি, তেজ, জল ও বায়ু এই চারি ভূত হইতে দেহের উৎপত্তি হয়। যদিও ভূত সকল অচেতন, তথাপি তাহারা মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য জন্মে। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্যামবর্ণ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারেও আত্মাই স্থূল কৃশাদি ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। কিন্তু স্থূলতার ধর্ম্ম সচেতন ভৌতিক দেহেই লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই।

এই মতে প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে। আর আহার, বিহার, আমোদ-প্রমোদই পরম পুরুষার্থ। পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, কেবল আত্মসুখেরই উপায় চেষ্টা করিবে। যেমন কথায় বলে, 'হেসে খেলে নেওরে ভাই মনের সুখে,' ইহাদের মতও সেইরূপ। অধিক কি, ঋণ করিয়াও ঘৃতাদি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার

করা বিধেয়। পারলৌকিক সুখের লিপ্সায় ধর্ম্মোপার্জ্জনে আত্মাকে সাতিশয় কষ্টভাগী করা নিতান্ত মূঢ়তার কর্ম্ম, যেহেতু এই দেহ ভস্মাবশেষ হইলে কোন প্রকারে তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা থাকে না। যদি শরীর হইতে আত্মা পরলোকে গমন করে এবং তাহার দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে বন্ধুবান্ধবের স্নেহে ঐ দেহেই ফিরিয়া আসে না কেন?

যদিও এই সমস্ত সুখের আস্বাদন করিতে হইলে, তৎসহযোগে, দুঃখ ভোগ অপরিহার্য্য, তথাপি সে দুঃখের আশঙ্কায় সুখ-সম্ভোগ হইতে বিরত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। দেখ কণ্টক শল্কাদি পরিবৃত বলিয়া কেহই সুস্বাদু মৎস্য ভক্ষণে পরাঙ্মুখ হয়েন না। এবং তুষাদি অসারাংশ সম্বলিত বলিয়া কেহই পুষ্টিকর ধান্য ফেলিয়া দেয় না। পশুগণ দ্বারা শস্যাপচয় হইবে বলিয়া কি কেহ ধান্যবীজ বপন করিবেন না? না, ভিক্ষুক দ্বারা বিরক্ত হইবার ভয়ে অন্নাদি পাক করিবেন না? অতএব যতকাল পর্য্যন্ত জীবন থাকে, সুখস্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

অনেকানেক পণ্ডিতেরা অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও বহু ধনব্যয় ও কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক বেদ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে অবশ্যই পরলোক থাকিবে। বস্তুতঃ পরলোক নাই। তবে যে তাঁহারা ঐ সকল নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার কারণ এই যে, কতিপয় প্রতারক ধূর্ত্তেরা বেদের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে স্বর্গ নরকাদি নানাপ্রকার অলৌকিক পদার্থ প্রদর্শন করত, সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহারা স্বয়ং ঐ সকল বেদবিধির অনুষ্ঠান করত জনসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে। এবং রাজাদিগকে যাগযজ্ঞে প্রবৃত্ত করাইয়া বিপুল অর্থ লাভের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। তাহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে

না পারিয়া উত্তরকালীন লোকসকল ঐ সমস্ত বেদোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে বহুকালাবধি ঐ প্রথা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দণ্ডধারণ, ভস্মলেপন, এই সমস্ত বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র।

বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টি যাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরী যাগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেন যাগ করিলে শত্রুনাশ হয়। তদনুসারে অনেকেই ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন কিন্তু কোন ফলই দৃষ্ট হইতেছে না। একস্থানে বিধি রহিয়াছে, সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, অন্য স্থানে তাহার বিপরীত বিধি। এইরূপে বেদে অনেক বাক্যের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় বারম্বার এক কথারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে, তখন কি প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? ফলতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল অবোধ অক্ষম ব্যক্তিদিগের জীবনোপায় মাত্র।

ধূর্ত্তেরা ইহাও কহিয়া থাকে যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে জীবহত্যা হয়, সে জীব স্বর্গলোকে গমন করে। যদি ঐ ধূর্ত্তদের ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞেতে আপন আপন বৃদ্ধ পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির মস্তক ছেদন না করে কেন? তাহা হইলে অনায়াসে পিতামাতা প্রভৃতির স্বর্গলাভ হইতে পারে, এবং তাঁহাদের স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। আর লোকেরা ঘটা করিয়া কেনই বা শ্রাদ্ধ করে তাহা বুঝা ভার। শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহার সঙ্গে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাটীতে তাহার উদ্দেশে কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে। অপিচ, এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে যদি স্বর্গস্থিত ব্যক্তির

তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থ ব্যক্তির তৃপ্তি না হয় কেন? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র, বস্তুতঃ কোন ফলোপধায়ক নহে।

ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক একত্র হইয়া বেদ রচনা করিয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয় সকল ভণ্ডের রচিত, স্বর্গ নরকাদি বিষয় সকল ধূর্ত্তের প্রণীত এবং যে সকল অংশে মদ্যমাংস নিবেদনাদির বিধি আছে তাহা নিশাচরের কল্পিত। অতএব বেদশাস্ত্র মিথ্যা। স্বর্গ অপবর্গ, ও পারলৌকিক আত্মা সমস্তই মিথ্যা কথা, বুদ্ধিমান্ লোকেরা কোনমতেই তাহাতে বিশ্বাস করেন না। বৃহস্পতির মতাবলম্বী নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাকদের স্থূল মত এই।

(সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ)

শৌচ কিবা, সত্য কিবা, না করে বিচার,
না আছে তাহার কাছে ধর্ম্ম সদাচার
অপ্রতিষ্ঠ, জগত অসত্য, নিরীশ্বর,
আপনা আপনি চলে বিশ্ব-চরাচর,
অসম্বন্ধ পরস্পর এ জগত কহে,
কামবশে জীবজন্ম, আর কিছু নহে,
দুর্ম্মতি অখিলশক্র, নষ্টাত্মা পামর,
ধর্ম্মে নাহি শ্রদ্ধা, নাহি অধর্ম্মের ডর,
ঘোর অবিশ্বাস হৃদে করিয়া আশ্রয়,
উগ্রকর্ম্মা জন্মে তারা সাধিতে প্রলয়।

ক্রূর যেষ্টা পাপী যারা, পাপফল ভোগে তারা,
কর্ম্ম অনুরূপ এ সংসারে,

নরাধম এই সবে, অসুর যোনিতে ভবে,
পাঠাই আমি হে বারে বারে।
আসুরী যোনিতে ভ্রমে, যুগ যুগ যথাক্রমে,
জন্ম জন্ম যত মূঢ়মতি,
আমায় না পেয়ে, পার্থ, হারাইয়া পরমার্থ,
অধঃ হতে যায় অধোগতি।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মানুষের শ্রদ্ধা তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধানুসারে লোকের পূজা, আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ত্রিবিধ লক্ষিত হয়। অবিহিত দারুণ কঠোর তপস্যা তামসিক।

দম্ভ অহঙ্কারেস্ফীত, কামরাগে উদ্দীপিত,
অশাস্ত্র-বিহিত ঘোর তপঃপরায়ণ,
অনশন ব্রতাচারে, শরীর শোষণ করে,
অন্তরস্থ আমাকেও করে নির্যাতন।
হেন ঘোর তপস্যায়, জীবন বৃথায় যায়,
ইহাতেই নিরত যাহারা, ধনঞ্জয়,
সহে ক্লেশ অকারণ, মূঢ়মতি অচেতন,
জেন তারা ক্রূরকর্ম্মা অসুর নিশ্চয়। ৫-৬

আহারও তিন প্রকার—

আয়ুষ্যবর্দ্ধন, প্রসাদজনন, আরোগ্য-আধার,
স্বাদু, স্নিগ্ধ, রসময়, বলকর, সাত্ত্বিক আহার। ৮
অতি উষ্ণ, কটু, অম্ল, বিদাহক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, ক্ষার,
দুঃখ শোক ব্যাধিমূল, রাজসের প্রিয় সে আহার। ৯
চিরপক্ব, বাসী, জীর্ণ, রসহীন, পূতিগন্ধময়,
উচ্ছিষ্ট, অমেধ্য অন্ন, তামসের ইষ্ট অতিশয়। ১০

সেইরূপ দান, যজ্ঞ, তপস্যাও ত্রিবিধ।

পরিশেষে ওঁ, তৎ, সৎ এই বচনের ব্যাখ্যা।

ওঁ—ব্রহ্মবাদী ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ দান তপস্যাদি ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।

"তৎ"—ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে তৎপর থাকেন, তাঁহারা 'তৎ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া সেই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন।

'সৎ'—সদ্ভাব, সাধুভাব, বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে এই শব্দ প্রযুজ্য।

সদ্ভাব, অস্তিত্ব অর্থে, যথা অবিদ্যমান পুত্রাদির জন্ম।

সাধুভাব=অসাধু ব্যক্তির মঙ্গল কামনা।

যজ্ঞ দানাদি ক্রিয়ায় যদি কিছু অঙ্গবৈগুণ্য থাকে, উল্লিখিত বচনের যথাপ্রয়োগে তাহা মোচন হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুনউবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ সএব সঃ ॥ ৩ ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ।

অর্জ্জুন।

শাস্ত্রবিধি ত্যজি, কৃষ্ণ,
ভজন পূজনে যারা শ্রদ্ধান্বিত,
তাঁহাদের নিষ্ঠা, প্রভু,
সত্ত্ব রজ কিম্বা তমোগুণান্বিত ? ১

শ্রীকৃষ্ণ।

স্বভাবে জনমে শ্রদ্ধা দেহীদের, শুন হে ভারত,
সাত্ত্বিকী, রাজসী আর তামসী সে শ্রদ্ধা ভিন্ন মত। ২

গুণত্রয় ভেদে শ্রদ্ধা বিভাগ

যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, দেখিবে হে, সেও সেইরূপ,
শ্রদ্ধাময় জেনো নর, শ্রদ্ধা হয় সত্ত্ব অনুরূপ। ৩

সাত্ত্বিক দেবতা ভজে, যক্ষ রক্ষে ভজে রাজসিক,
ভূত প্রেত নানামত ভজে তারা, যারা তামসিক। ৪

আসুরিক তপস্যা

দম্ভ অহঙ্কারে স্ফীত, কামরাগে উদ্দীপিত,
অশাস্ত্র-বিহিত ঘোর তপঃপরায়ণ,
অনশন ব্রতাচারে, শরীর-শোষণ করে,
অন্তরস্থ আমাকেও করে নির্যাতন।

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

হেন ঘোর তপস্যায়, জীবন বৃথায় যায়,
ইহাতেই নিরত যাহারা, ধনঞ্জয়,
সহে ক্লেশ অকারণ, মূঢ়মতি অচেতন,
জেন তারা ক্রূরকর্ম্মা অসুর নিশ্চয়। ৫-৬

আহার প্রিয় যে আহার, তাও সবাকার,
একরূপ কভু নাহি হয়,
যজ্ঞ তপোদান, সেও অপমান,
ভেদ যাহা, শুন ধনঞ্জয়। ৭

আয়ুষ্যবর্দ্ধন, প্রসাদজনন, আরোগ্য আধার,
স্বাদু, স্নিগ্ধ, রসময়, বলকর সাত্ত্বিক আহার। ৮

অতি উষ্ণ, কটু অম্ল, বিদাহক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ ক্ষার,
দুঃখ শোক ব্যাধিমূল, রাজসের প্রিয় সে আহার। ৯

চিরপক্ব, বাসী, জীর্ণ, রসহীন, পূতিগন্ধময়,
উচ্ছিষ্ট, অমেধ্য অন্ন, তামসের ইষ্ট অতিশয়। ১০

যজ্ঞ সকল ফল কামনা দিয়া বিসর্জ্জন,
'অবশ্য কর্ত্তব্য' বলি' দৃঢ় বাঁধি মন,
যে যজ্ঞ নিষ্কাম সাধু যজে বিধিমতে,
সেই সে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বিদিত জগতে। ১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

হয় যাহা অনুষ্ঠিত, দম্ভভয়ে, ফল-কামনায়,
সাত্ত্বিক নহে সে যজ্ঞ, রাজসিক তারে কহা যায়। ১২
যাহাতে শাস্ত্রের বিধি না হয় পালন,
শাস্ত্রের বিধানে নাই মন্ত্র উচ্চারণ,
ব্রাহ্মণেরা অন্ন পানে নাহি যাহে পুষ্ট,
দান দক্ষিণায় তারে নাহি হন তুষ্ট,
শ্রদ্ধাসহকারে যাহা নহে অনুষ্ঠিত,
তামস নামেতে সেই যজ্ঞ অভিহিত। ১৩
তপস্যা } দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু সুধীর অর্চ্চন,
শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ,
অহিংসা সকল জীবে সকল সময়,
শারীরিক তপঃ পার্থ, ইহাকেই কয়। ১৪
সত্য কহা, প্রিয় কহা, হিতবাক্য তথা,
যাহাতে কাহারো মনে নাহি লাগে ব্যথা,
সুনৃত ভাষণ হেন, বেদ অধ্যয়ন,
বাঙ্ময় তপস্যা তাহা, কহে মুনিগণ। ১৫
আত্মার প্রসাদ স্বচ্ছ, ক্রূরতা বর্জ্জন,
বাক্য মনে নিরন্তর সংযম-রক্ষণ,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শুদ্ধ-ভাব যাহে রয়,
মানসিক তপস্যার তাহে পরিচয়। ১৬
শ্রদ্ধায় রাখিয়া স্থির, যোগযুক্ত হ'য়ে ধীর,
ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি রাখি মনে,
কায়মনোবাক্যে নরে, ত্রিবিধ যে তপশ্চরে,
সাত্ত্বিক সে প্রথিত ভুবনে। ১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২॥

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩॥

সৎকার পূজার আশে, দম্ভভরে মহোল্লাসে,
তপস্যা যা' করে আচরণ,
অধ্রুব যা অচঞ্চল, অস্থায়ী যাহার ফল,
রাজসিক সে হয় সাধন। ১৮

বহু দুরাগ্রহ ধরি, আত্মনির্যাতন করি,
স্মরি তথা পরের পীড়ন,
মূঢ় যে তপস্যা করে, ঘোর ঘটা আড়ম্বরে,—
তামসিক তপশ্চরণ। ১৯

দান } "অবশ্য উচিত দান," দাতব্য জানিয়া,
দেশ কাল পাত্র আদি সব বিচারিয়া,
যা হতে কোনই আশা নাহি প্রতিদানে,
সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া সবে মানে। ২০

প্রতি-উপকার কিম্বা ফল-কামনায়,
রাজস সে—ক্ষুণ্ণ মনে যাহা দেওয়া যায়। ২১

অদেশে অকালে যাহা, অপাত্রে সম্মান,
অশ্রদ্ধায় অবজ্ঞায়,—তামস সে দান। ২২

ওঁ-তৎসৎ } ওঁ-তৎ-সৎ ব্রহ্মনাম ত্রিবিধ হয় কীর্ত্তিত,
ব্রাহ্মণ বা বেদ যজ্ঞ সে নামে সুসমাহিত

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

ওঁকার উচ্চারি তেঁই, তপঃ ক্রিয়া যজ্ঞ দান
ব্রহ্মবাদী যথাবিধি নিত্য করে অনুষ্ঠান। ২৩-২৪

"তৎ" এই শব্দ, পার্থ, করি উচ্চারণ,
ফল-অভিসন্ধি ত্যজি মুক্তি কামীগণ
আচরেণ যজ্ঞ তপঃক্রিয়া বহুতর,
দান ধর্ম্মে অবিরত রহেন তৎপর। ২৫

পুত্রজন্ম বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্য—
প্রশস্ত সমস্ত কর্ম্মে "সৎ" ব্যবহার্য্য। ২৬

যজ্ঞ তপ দান নিষ্ঠা সৎ অভিজ্ঞাত,
তদর্থ কর্ম্মও যাহা "সৎ" নামে খ্যাত। ২৭

হোম, দান, তপশ্চর্য্যা, যাগ যজ্ঞচয়,
ক্রিয়াকর্ম্ম অশ্রদ্ধায় যাহা কৃত হয়,
শ্রদ্ধাহীন যাহা কিছু 'অসৎ' সকল,
ইহলোক পরলোকে সব সে বিফল। ২৮

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায় ত্যাগ-তত্ত্বের উপদেশ হইতে আরম্ভ। কর্ম্মত্যাগ ত্যাগ নহে—ফলাসক্তি পরিত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। ফলকামনা বিসর্জ্জন দিয়া কর্ত্তব্য-সাধনই সারধর্ম্ম। ইষ্ট, অনিষ্ট আর ইষ্টানিষ্ট মিশ্র ফল, কর্ম্মের এই ত্রিবিধ ফল। সকাম কর্ম্মীরাই সেই ফল ভোগ করে—ত্যাগী তাহা করে না। পরে সত্ত্ব-রজ-তমের প্রভাব আবার সমালোচিত হইতেছে। জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখ, গুণভেদে ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

নাহি এই পৃথিবীতে হেন কোন জন,
ত্রিদিবেও নাহি কোন দেবতা এমন,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কোথাও না পাইবে দেখিতে
মুক্ত যেই প্রকৃতিজ ত্রিগুণ হইতে। ৪০

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—ইহাদেরও গুণভেদে কর্ম্মভেদ।

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা,
বিজ্ঞান, শাস্ত্রার্থজ্ঞান, পরার্থপরতা,
বেদ পরমার্থতত্ত্বে বিশ্বাস সরল,
ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ধর্ম্ম এ সকল। ৪২
শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্য-কুশলতা,
রণক্ষেত্রে নাহি যার রণ-বিমুখতা,
স্বাভাবিক ক্ষাত্রকর্ম্ম, বিধির বিধান। ৪৩
গো-রক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, বৈশ্য-অভিমত,
পরিচর্য্যা শূদ্রকর্ম্ম স্বভাব-নিয়ত। ৪৪

যাহার যে কর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ তাহা করিলে কোন পাপ নাই।

"কোন কর্ম্ম এ সংসারে নহে দোষহীন,
রহে দেখ পাবকও ধূমেতে মলিন।" ৪৮

পরধর্ম্ম অশেষ গুণসম্পন্ন হইলেও স্বধর্ম্ম তাহা অপেক্ষা শ্রেয়।

অনুষ্ঠানে হয় যদি কলঙ্ক-বিহীন,
পরধর্ম্ম হইলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,
স্বধর্ম্ম যদিও পার্থ, হয় অঙ্গহীন,
পরধর্ম্ম হতে তবু তাহা শ্রেয়স্কর।
করম যাহার যাহা স্বভাব-নিয়ত,
নহে তার অনুষ্ঠান পাপেতে দূষিত। ৪৭

শ্রীকৃষ্ণ—

এক কথায়, যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম, অতএব যুদ্ধে বিমুখ হইও না, আমার আশ্রয়ে সকল পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

তেয়াগিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম আর
লহ এক আমারি শরণ
হরিব সকল পাপ-ভার,
করিও না শোক অকারণ। ৬৬

গীতার এই শেষ কথা। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কহ পার্থ এবে কহিলাম যাহা
শুনিলে কি তুমি একাগ্র মনে?
অজ্ঞান-রচিত মোহ কি তোমার
হইয়াছে দূর এ কথা শুনে? ৭২

অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—

তোমার প্রসাদে প্রভু মোহ অপনীত,
তত্ত্বজ্ঞান-স্মৃতিসম হল বিকশিত.

সকল সংশয় দূর হইল এখন,
অবাধে পালিব সর্ব্ব তোমার বচন। ৭৩

সঞ্জয়।

কৃষ্ণার্জ্জুন এ সম্বাদ অদভুত পুণ্যাধার,
স্মরিয়া স্মরিয়া চিত পুলকিত এ আমার;
কৃষ্ণরূপ অপরূপ স্মরি স্মরি অনুক্ষণ,
উপজে বিস্ময় মম আনন্দ উথলে ঘন। ৭৪-৭৬

যে পক্ষে রহেন কৃষ্ণ, মহা যোগেশ্বর,
যে পক্ষে গাণ্ডীবধর, পার্থ বীরবর,
রাজে সেথা রাজ্যলক্ষ্মী, চির-অভ্যুদয়,
বিরাজিত ধ্রুবনীতি, অনন্ত বিজয়।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষযোগ।

অর্জ্জুন।

সন্ন্যাসের তত্ত্ব-কথা
বড়ই বাসনা মোর করিতে শ্রবণ,
ত্যাগ বা কাহাকে বলে,
পৃথক্ করিয়া কহ, কেশি-নিসূদন। ১

শ্রীকৃষ্ণ।

সন্ন্যাস ও ত্যাগ-লক্ষণ
কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,
কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাসের, জেন, সার-মর্ম্ম।
ফল-ত্যাগ ত্যাগের প্রকৃত লক্ষণ,
ত্যাগের লক্ষণ নহে কর্ম্ম-বিসর্জ্জন। ২

কহেন মনীষী কেহ, কর্ম্ম দোষময়,
কর্ম্মমাত্র দোষবৎ করিবে বর্জ্জন ;
অন্যে কহে, সর্ব্বকর্ম্ম দোষাবহ নয়,
যজ্ঞ-দান-তপঃ কর্ম্ম প্রকৃষ্ট সাধন। ৩

ত্যাগ-তত্ত্ব
শুন তবে ত্যাগ-তত্ত্ব যাহা সুনিশ্চিত,
জগতে ত্রিবিধ ত্যাগ-তত্ত্ব প্রকীর্ত্তিত।
যজ্ঞ, দান, তপঃ কর্ম্ম অখিল-পাবন,
যজ্ঞ দান তপ ত্যাজ্য নহে কদাচন। ৪-৫

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

আসক্তি, ফল-কামনা করি পরিহার
কর্ত্তব্যসাধন, পার্থ, কর্ম্মতত্ত্ব-সার।
সমূলে কর্ম্মের নাশ যুক্তিযুক্ত নয়,
মোহবশে কর্ম্মত্যাগ তামস সে হয়। ৬-৭

কায়ক্লেশে কষ্ট ভয়ে কর্ম্ম পরিহার—
নাহি ত্যাগ-ফল তাহে,—রাজস আচার।
ফলাসক্তি পরিহরি কর্ম্ম অনুষ্ঠান
আপন কর্ত্তব্য জ্ঞানে—সাত্ত্বিক বিধান। ৮-৯

ভে না আসক্তি-লেশ, অশুভে নাহিক' দ্বেষ,
ছিন্ন-মূল সংশয় অজ্ঞান;
রিহরে বাসনায়, ফলাফল কামনায়,
মেধাবী পরম সত্ত্ববান্। ১০

সর্ব্বকর্ম্ম ত্যজিবারে দেহী সাধ্য নয়,
কর্ম্মফল ত্যাগী যেই ত্যাগী সেই হয়। ১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ॥১২॥

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫॥

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭॥

ইষ্টফল মতে নর নহে ত অনিষ্ট,
কিম্বা মিশ্র কর্ম্মফল, যাহা ইষ্টানিষ্ট,
ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল সকাম কর্ম্মীর,
হেন কর্ম্মফল ভোগ না হয় ত্যাগীর। ১২

কর্ম্মের পঞ্চ কারণ

কহি সে কারণ পঞ্চ, শুন অবহিত,
সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধিপ্রদ, সাংখ্যেতে কথিত। ১৩

আশ্রয় শরীর আর কর্ত্তা অহঙ্কার,
করণ ইন্দ্রিয়, চেষ্টা বিবিধ প্রকার,
এ চার ছাড়িয়ে দৈব কারণ পঞ্চম,
এ পঞ্চ কারণসূত্রে জনমে করম। ১৪

ভাল মন্দ যাহা কিছু কর আচরণ
কায়মনোবাক্যে, তার পাঁচটি কারণ। ১৫

কর্ম্মের কারণ এই, তাহা না বুঝিয়া
আত্মায় যে ভাবে কর্ত্তা মোহান্ধ হইয়া;
অসঙ্গ নির্গুণ আত্মা—অজ্ঞান সে জন
মোহবশে নাহি করে সম্যক্ দর্শন। ১৬

"আমি কর্ত্তা" বলি' যার নাহি অভিমান,
কর্ম্মেতে নির্লিপ্ত সদা থাকে মতিমান্—
টুটিয়া গিয়াছে তার করম-বন্ধন,
মারিয়াও সমরে সে না করে হনন। ১৭

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা — জ্ঞান তাহা, ইষ্টকর্ম বোধ যাহে হয়,
অভীষ্ট করম হয় জ্ঞানের বিষয়,
জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—কর্মপ্রবর্ত্তক ত্রয়,

করণ, কর্ম, কর্ত্তা — করণ, করম, কর্ত্তা, তিন কর্ম্মাশ্রয়। ১৮
জ্ঞান, কর্ম, কর্ত্তা, ত্রিধা গুণভেদে হয়,
সাংখ্যমত যথাক্রমে কহি, ধনঞ্জয়। ১৯

ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান — অখণ্ড, অব্যয়, যিনি এক অদ্বিতীয়,
অবিভক্ত, সর্ব্বভূতে বিভক্ত যদিও,
এই একীভাব যাতে হয় প্রকাশিত,
সেই সে সাত্ত্বিক জ্ঞান কহেন পণ্ডিত। ২০
অখণ্ড অব্যয় সেই অভিন্ন আত্মার
ভিন্ন ভূতে ভিন্ন ভাব, বিভিন্ন আকার,
এই যে পৃথক্ ভাব দৃষ্ট যাতে হয়,
ভেদ জ্ঞান সেই—তারে রাজসিক কয়। ২১
অকিঞ্চিৎকর কার্য্য সর্ব্বস্ব ভাবিয়া,
নিয়ত তাহাতে রহে আসক্ত হইয়া,
পরিমিত পদার্থে বাঁধিয়া ভাবে নর,
"এ দেহই আত্মা, এ প্রতিমা ঈশ্বর,"
এই অমূলক তত্ত্ব প্রশ্রয়ে যে জ্ঞান—
সে জ্ঞান নিকৃষ্ট অতি—তমঃপ্রধান। ২২

ত্রিবিধ কর্ম — হয়ে অনাসক্তমনা, ত্যজি রাগ দ্বেষ,
না রাখিয়া ফল-লাভে আকাঙ্ক্ষার লেশ,
শুভকর্ম বিধিমত অনুষ্ঠিত যাহা,
সাত্ত্বিক করম, পার্থ, জেন স্থির তাহা। ২৩

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯॥

অহঙ্কারভরে কিম্বা ফল-কামনায়,
বহুল আয়াস সহি করা যাহা যায়,
সাত্ত্বিক নহে সে কর্ম্ম, সুধীগণ তার
দেন রাজসিক নাম, করিয়া বিচার। ২৪

ক্ষতি হিংসা শুভাশুভ কিছু না মানিয়া
পরিণাম বিষসম তাহা না ভাবিয়া,
পৌরুষরক্ষায় যাহে না রহে মানস,
মোহবশে কৃতকর্ম্ম—সে হয় তামস। ২৫

কর্ত্তা তিন } নিষ্কাম, নিরহঙ্কার, যিনি ধৈর্য্যবান্,
উৎসাহ-তরঙ্গ যাঁর হৃদে বহমান,
ফলাফল নিরপেক্ষ যিনি অনুক্ষণ,
তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা, কহে মুনিগণ। ২৬

রাগী, লোভী, ফলাকাঙ্ক্ষী, অশুচি যে নর,
পরহিংসা পরপীড়া-রত নিরন্তর,
সুখ দুখ হর্ষ শোকে অধীর যে হয়,
তাহাকে রাজসকর্ত্তা সুধীজন কয়। ২৭

বর্ব্বর, পাষণ্ড, ধূর্ত্ত, চঞ্চল, অবশ,
পরদ্রোহী, দীর্ঘসূত্রী, অনম্র, অলস,
বিপদে যাহার চিত্ত হয় অবসন্ন,
তামসিক কর্ত্তা বলি হয় সেই গণ্য। ২৮

গুণ ভেদে বুদ্ধি ধৃতি ভেদ যাহা হয়,
কহিব তোমায় এবে শুন, ধনঞ্জয়। ২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩০॥

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১॥

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩॥

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা॥ ৩৫॥

বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মিকা

উপজে যে বুদ্ধিযোগে ধরমে সুমতি,
অধর্ম্মের প্রতি যাহে জনমে বিরতি,
কার্য্য বা অকার্য্য কিবা, ভয় বা অভয়,
বন্ধ মোক্ষ বোধ যাহে, সাত্ত্বিক তা-হয়। ৩০

ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্যে অপূরণ জ্ঞান
বুদ্ধি প্রশ্রয়ে, তাহা—রজঃ প্রধান। ৩১

অধর্ম্মকে ভাবে ধর্ম্ম, হিতে বিপরীত,
বুদ্ধি সে তমসাচ্ছন্ন, তমোগুণান্বিত। ৩২

ধৃতি

একাগ্র সাধনা যোগে করি সংযমন,
মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়া করে যে ধারণ,
এ হেন ধারণাগুণ প্রকৃষ্ট সে অতি,
সাত্ত্বিক সে ধৃতি কহে, জেনহ সুমতি। ৩৩

ধর্ম্ম অর্থ কাম কিন্তু মোক্ষ নাহি যাতে,
স্বর্গসুখ, ফল আশা রহে হাতে হাতে,
সাত্ত্বিক কদাচ নহে সেই ধৃতি গুণ,
রাজসিক সে ধারণা, শুন হে অর্জ্জুন। ৩৪

যে ধৃতি হৃদয়ে ধরি রহে মূঢ় নর,
নিদ্রা ভয় দুঃখ শোক, বিষাদে জর্জ্জর,
অহঙ্কার পরিহার নাহি হয় যাহে,
ধৃতি সেই তামসিক, যেন তুমি তাহে। ৩৫

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

সুখ ত্রিবিধ

ত্রিবিধ সুখের তত্ত্বজ্ঞান,
কহি এবে কর অবধান,
অভ্যাসে জনমে রতি তায়,
দুখ তাপ সব দূরে যায়।

প্রথমে যাহা গরল সম,
পরিণামে অমৃত উপম,
আত্মবুদ্ধি প্রসাদ যাহায়
সাত্ত্বিক সে সুখ কহা যায়। ৩৬-৩৭

ইন্দ্রিয় বিষয় যোগে আগে সুধাময়,
পরিণামে বিষসম, রাজস সে হয়। ৩৮

প্রথমেও যেইরূপ পরিণামে তাহা,
সতত হৃদয়ের সম্মোহন যাহা,
নিদ্রালস্য প্রমাদে জনম যাহার,
তামসিক সুখ বলি' জগতে প্রচার। ৩৯

নাহি এই পৃথিবীতে হেন কোন জন,
ত্রিদিবেও নাহি কোন দেবতা এমন,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কোথাও না পাইবে দেখিতে,
মুক্ত যেই প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে। ৪০

চতুর্ব্বর্ণ

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তথা
বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চতুষ্টয়,
গুণ ভেদে কর্ম্ম ভেদ
তাহাদেরও জানিবে নিশ্চয়। ৪১

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

যতঃ প্রবৃত্তিভূ্র্তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

শম, দম, তপঃ শৌচ, ক্ষমা সরলতা,
বিজ্ঞান, শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, পরার্থপরতা,
বেদ পরমার্থতত্ত্বে বিশ্বাস সরল,
ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ধর্ম্ম এ সকল। ৪২

শৌর্য্য বীর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা,
রণক্ষেত্রে নাহি যার রণ-বিমুখতা,
প্রজায় ঈশ্বর-ভাব, মুক্তহস্তে দান,
স্বাভাবিক ক্ষাত্রকর্ম্ম—বিধির বিধান। ৪৩

গো-রক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য বৈশ্য-অভিমত,
পরিচর্য্যা শূদ্রকর্ম্ম স্বভাব-নিরত। ৪৪

কর্ত্তব্য সাধন

স্বকর্ম্মে নিরত থাকি সিদ্ধি লভে নর,
সিদ্ধিলাভ হয় যাহে শুন, বীরবর। ৪৫

যাহার প্রেরণা হতে প্রবৃত্তি উদয়,
বিভু যিনি ওতপ্রোত ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
তাঁহারি সেবায় নর থাকিয়া তৎপর
স্বকর্ম্ম সাধনে সিদ্ধি লভে নিরন্তর। ৪৬

স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম

অনুষ্ঠানে হয় যদি কলঙ্কবিহীন,
পরধর্ম্ম হইলেও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
স্বধর্ম্ম যদিও পার্থ, হয় অঙ্গহীন,
পরধর্ম্ম হতে তবু তাহা শ্রেয়স্কর।
করম যাহার যাহা স্বভাব-নিয়ত,
নহে তার অনুষ্ঠান পাপেতে দূষিত। ৪৭

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

স্বভাব-বিহিত কর্ম্মে দোষ যদি রয়,
তথাপি তাহার ত্যাগ উচিত না হয়;
কোন কর্ম্ম এ সংসারে নহে দোষহীন,
রহে দেখ পাবকও ধূমেতে মলিন। ৪৮
বুদ্ধি যাঁর সর্ব্বকর্ম্মে আসক্তি বিহীন,
জিতআত্মা, কর্ম্মফলে যিনি স্পৃহাহীন,
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি — সন্ন্যাস আশ্রম তিনি করিয়া আশ্রয়,
নিবৃত্তিরূপিণী সিদ্ধি লভেন নিশ্চয়। ৪৯
জ্ঞানের পরমা নিষ্ঠা ব্রহ্মসনাতনে
যাহে হয় লাভ সেই যোগ-সিদ্ধ জনে,
সংক্ষেপে তোমায় তাহা কহিব এখন,
অবধান করি, পার্থ, করহ শ্রবণ। ৫০

সিদ্ধ-যোগী — হয়ে শুদ্ধ মতি, হৃদি ধরি ধৃতি,
সুসংযত শ্রদ্ধাবান্,
শব্দাদি বিষয়, ত্যজি বিষময়,
রাগ দ্বেষ অভিমান,
বিজনবিহারী, শুদ্ধ মিতাহারী,
সদানন্দ নিরাময়,
লভয়ে আরোগ্য, বিষয়-বৈরাগ্য
নিয়ত করি আশ্রয়।
দর্প অহঙ্কার, কাম ক্রোধ আর
পরিহরি পরিজন,
নির্ম্মম নিষ্কাম, শান্তি অবিরাম,
ধ্যানযোগে নিমগন,
ধীর ব্রহ্মবিৎ, হয়ে সমাহিত,
ব্রহ্মে করি অবস্থান,
এড়ায়ে মরণ, সংসার-বন্ধন,
ভবসিন্ধু তরে যান। ৫১-৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

সুপ্রসন্ন আত্মা যাঁর ব্রহ্মেতে মগন,
সর্ব্বভূতে করে যেই সম-দরশন,
গিয়াছে যা' তার তরে নাহি রহে ক্ষোভ,
বিষয়লাভের আশে নাহি ধরে লোভ ;
আমাপরে হৃদি ধরে অচলা ভকতি,
সেই পরাভক্তি যোগে লভয়ে মুকতি। ৫৪
ব্যাপিয়া যে আছি আমি সর্ব্ব চরাচর
ভক্তিযোগে হয় তাহা জ্ঞানের গোচর,
স্বরূপতঃ জানি মোরে ভকত সে জন.
করয়ে অমরধামে আমাতে গমন। ৫৫
সাধিয়া সকল কর্ম্ম আমার আশ্রয়ে
লভিবে পরম পদ তরিয়া নির্ভয়ে। ৫৬
তেয়াগিয়া আপন কর্ত্তৃত্ব-অভিমান,
আমিই কর্ম্মের স্বামী করি প্রণিধান,
আমাতেই সমর্পিয়া কর্ম্ম সমুদায়
রহ তুমি, ধনঞ্জয়, আমারই আশ্রয়। ৫৭
আমাতে রাখিলে চিত্ত, প্রসাদে আমার
এ ঘোর সংসার-দুর্গ সুখে হবে পার ;
করিলে অনাস্থা ইথে ধরি অহঙ্কার
অবশ্য হইবে তাহে বিনাশ তোমার। ৫৮
অহঙ্কার-বশে যদি তুমি, ধনঞ্জয়,
না করিব যুদ্ধ বলি' করহ নিশ্চয়,
কহিনু হইবে ব্যর্থ হেন অঙ্গীকার,
করিবে প্রবৃত্ত যুদ্ধে প্রকৃতি তোমার। ৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০॥

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। ৬১॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ স্যসি শাশ্বতম্॥৬২॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥৬৫॥

পূর্ব্বকর্ম্ম সংস্কারের রয়েছে বন্ধন—
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা কে করে খণ্ডন ?
মোহবশে যাহা, পার্থ, না কর স্বেচ্ছায়,
করিবে হইয়া বাধ্য তাহা অনিচ্ছায়। ৬০

দারুযন্ত্রে করি, সখা, মূরতি স্থাপন,
পাকচক্রে সূত্রধার করে সঞ্চালন;
তেমতি জীবের হৃদে করি অবস্থান,
ঈশ্বর সবায় যেন মায়ায় ঘুরান্।
লও যদি সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ
পাইবে পরমাশান্তি, ঘুচিবে বন্ধন। ৬১-৬২

তত্ত্বজ্ঞান গুহ্য অতি   কহিনু তোমায় যাহা
বিশেষ বুঝিয়া পরে   যাহা ইচ্ছা কর তাহা। ৬৩

পুনশ্চ কহিব শুন   গুহ্যতম এ বচন
প্রিয়সখা তুমি মোর,   তব হিতের কারণ। ৬৪

আমাতেই প্রাণ মন সকলি সঁপিয়া,
ভক্ত মম হও তুমি, সর্ব্ব তেয়াগিয়া।
ভজ মোরে নিরন্তর, কর নমস্কার,
আমাকে পাইয়া হবে ভবসিন্ধু পার।
সত্যই প্রতিজ্ঞা করি কহিনু এখন,
তোমারে যে ভালবাসি, দিতেছি বচন। ৬৫

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন শুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥৭১॥

ত্যেয়াগিয়া সর্ব্বধর্ম্ম আর,
লহ এক আমারি শরণ,
হরিব সকল পাপ-ভার,
করিও না শোক অকারণ। ৬৬

হয় যেই জন তপোধর্ম্ম হীন,
অভক্ত যে নয়,
গুরু দেবতায় শুশ্রূষাবিহীন,
না মানে ঈশ্বর;
দ্বেষ্টা যে আমার, নিন্দুক যে জন,
অসূয়ার বশ,
রাখ অনুরোধ, তারে না কহিও
গীতার্থ সুরস। ৬৭

এই গুহ্যতম জ্ঞান ভকতে যে কয়
আমার সে ভক্তি গুণে পাইবে নিশ্চয়। ৬৮

তাঁহা হতে নাহি মোর প্রিয়তর ভবে,
তাঁর সম প্রিয় মম কেহ নাহি হবে। ৬৯

ধরম সম্বাদ এই করিয়া শ্রবণ,
জ্ঞানযজ্ঞে যেই মোরে করয়ে ভজন,
ইষ্টদেব আমি তার, নাহি ভুল তায়,
এই স্থির মত মম, কহিনু তোমায়। ৭০

শুনি ইহা অসূয়া বিহীন শ্রদ্ধাবান্
মুক্তিযোগে পুণ্যলোকে করয়ে প্রয়াণ। ৭১

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অর্জ্জুনউবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয়উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥

কহ পার্থ এবে, কহিলাম যাহা
শুনিলে কি তুমি একাগ্র মনে ?
অজ্ঞান-রচিত মোহ কি তোমার
হইয়াছে দূর এ কথা শুন ? ৭২

অর্জ্জুন।

সংশয় ভঞ্জন }
তোমার প্রসাদে, প্রভু, মোহ অপনীত,
তত্ত্বজ্ঞান-স্মৃতি মম হল বিকশিত,
সকল সংশয় দূর হইল এখন,
অবাধে পালিব সর্ব্ব তোমার বচন। ৭৩

সঞ্জয়।

উপসংহার }
কি আর কহিব এবে, শুন নৃপবর,
বাসুদেব-অর্জ্জুনের লোমহর্ষকর,
অদ্ভুত সম্বাদ যাহা করেছি শ্রবণ
তোমা কাছে যথাযথ করিনু বর্ণন। ৭৪

ব্যাসের প্রসাদে এই
গুহ্যযোগ শুনি সবিশেষ,
স্বয়ং যোগেশ্বর হরি—
সাক্ষাৎ তাঁহার উপদেশ। ৭৫

কৃষ্ণার্জ্জুন এ সম্বাদ, অদ্ভুত পুণ্যাধার,
স্মরিয়া স্মরিয়া চিত পুলকিত এ আমার ;
কৃষ্ণরূপ অপরূপ স্মরি স্মরি অনুক্ষণ,
হৃদয়ে বিস্ময় মম আনন্দ উথলে ঘন। ৭৬-৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
মোক্ষযোগোনাম
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

যতো ধর্ম } যে পক্ষে রহেন কৃষ্ণ, মহা যোগেশ্বর,
ততো জয়ঃ } যে পক্ষে গাণ্ডীবধর পার্থ বীরবর,
রাজে সেথা রাজ্যলক্ষ্মী, চির অভ্যুদয়,
বিরাজিত ধ্রুবনীতি, অনন্ত বিজয়।৭৮

অষ্টাদশ অধ্যায়।

টিপ্পনী।

৩-৭—এই কতিপয় শ্লোকে ভগবান্ জ্ঞানবাদী ও কর্ম্মবাদীদের কথা পাড়িয়া, এই দুই দলের মধ্যে বিরোধ-ভঞ্জন করিতেছেন। সাংখ্যেরা জ্ঞানবাদী। তাঁহারা বলেন যে কর্ম্ম বন্ধনকারিতা, জীবহিংসাদি অশেষ দোষের আস্পদ, অতএব সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মত্যাগ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা, এই বলিয়া তাঁহারা যাগ, যজ্ঞ, নিত্য, নৈমিত্তিক সকল প্রকার ক্রিয়াকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন। মীমাংসকেরা কর্ম্মবাদী। তাঁহারা বলেন, বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড অর্থবাদ মাত্র। জীবকে স্বর্গাদি সাধন যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাতেই বেদোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের সার্থকতা। কর্ম্মকাণ্ড-বেদের বিরোধ ভঞ্জন ও সামঞ্জস্য সাধন করা পূর্ব্ব মীমাংসা-দর্শনের উদ্দেশ্য। সাংখ্যদের প্রতি গীতার উপদেশ এই যে, সকাম কর্ম্মই বর্জ্জনীয় কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। মীমাংসকদিগের প্রতি বক্তব্য এই, যাগ যজ্ঞ তপস্যা পুণ্যকর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু এ সমস্ত কার্য্য ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

১৩-১৫—এই পঞ্চ কারণের প্রথম কারণ, ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখাদির অধিষ্ঠানভূত শরীর।

দ্বিতীয় কারণ, সর্ব্ব কর্ম্মের ভোক্তা কর্ত্তারূপী অহঙ্কার।

তৃতীয় কারণ, চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ।

চতুর্থ কারণ, প্রাণাপানাদি বায়ুর কার্য্য। এবং পঞ্চম কারণ, দৈব, ইন্দ্রিয়গণের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'দৈব'কে কারণ রূপে নির্দ্দেশ করায় নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রতিবাদ করা হইতেছে।

১৮-১৯—জ্ঞান = যাহাতে অভীষ্ট কর্ম্মসাধনের বোধ জন্মে।

জ্ঞেয় = অভীষ্ট কর্ম্মের যে জ্ঞান তাহার বিষয়।

পরিজ্ঞাতা = বিষয়ী। এই তিন মিলিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে।

কারণ = ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা—এই তিনের আশ্রয়ে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

২০-২২—যে জ্ঞানদ্বারা সকল প্রাণীতে বিভক্ত অথচ অবিভক্ত রূপে অবস্থিত—এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে, নানাভাবাপন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা রাজস জ্ঞান।

যে জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর কার্য্যকে পরিপূর্ণ বোধে তাহাতেই আসক্ত, যাহা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমিত পদার্থে আবদ্ধ করে; যথা, 'এই দেহই আত্মা, প্রতিমা ঈশ্বর,' এই অমূলক অযৌক্তিক জ্ঞানই তামসিক জ্ঞান।

৪২-৪৪—মনুতে চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম বিভাগ এইরূপ—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।
প্রজানাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়নমেব চ
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।
একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্মসমাদিশৎ
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।

প্রথম অধ্যায়

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের জন্য প্রভু এই ছয় প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

প্রজাপালন, দান যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বিষয়ে অনাসক্তি—সংক্ষেপে এই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম।

পশুরক্ষণ, দান যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, সুদ গ্রহণ ও কৃষি—এই সকল কর্ম্ম বৈশ্যের।

শূদ্রের জন্য প্রভু একটী কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলেন—অসূয়াশূন্য হইয়া এই সকল বর্ণের শুশ্রূষা করিবে।

৪৭—স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম।

যাহার যে ধর্ম্ম তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। যিনি যে অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার সেই অবস্থায় কতকগুলি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও স্বধর্ম্মের অন্তর্গত। মনুষ্যের এই স্বধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম বা যুদ্ধ। তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি পরধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে।

৫৯—৬০—৬১

এই কয়েকটী শ্লোক দেখিলে মনে হয় যে গীতা ঘোরতর অদৃষ্টবাদ সমর্থন করিতেছেন, যেন মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, প্রকৃতি যেরূপ নিয়োগ করিতেছে তাহা বাধ্য হইয়া করিতেই হইবে।

পূর্ব্বজন্ম সংস্কারের রয়েছে বন্ধন—
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা কে করে খণ্ডন ?
মোহবশে যাহা, পার্থ, না কর স্বেচ্ছায়,
করিবে হইয়া বাধ্য তাহা অনিচ্ছায়।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

দারুযন্ত্রে করি যথা, মুরতি স্থাপন,
পাকচক্রে সূত্রধার করে সঞ্চালন,
তেমনি জীবের হৃদে করি অবস্থান,
ঈশ্বর সবায় যেন মায়ায় ঘুরান।

এই ভাবের আর একটী শ্লোক অন্য স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ধর্ম্ম যে কি জানি তবু না তাহে প্রবৃত্তি,
অধর্ম্মও জানি কিন্তু না হয় নিবৃত্তি;
হৃদি মাঝে রহি সদা, তুমি হৃষীকেশ,
যেমন করাও কাজ, করি নির্ব্বিশেষ।

সমাপ্ত

শুদ্ধি-পত্র।

সংখ্যা :—

বাঙ্গালায় যে-সকল শ্লোকসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ মূল সংখ্যার অনুযায়ী,—স্থানে স্থানে ন্যূনাধিক ব্যতিক্রম আছে। দুই এক স্থানে ছাপার ভুলে সংস্কৃত বাঙ্গালায় অমিল রহিয়া গিয়াছে, তাহা এস্থলে দেখানো অনাবশ্যক, পাঠকবর্গ দেখিয়া লইবেন।

মূল সংস্কৃত :—

সংস্কৃত শ্লোকগুলি অসংস্কৃত ভাবে প্রকাশিত হওয়া লজ্জার বিষয়; কিন্তু কি করা যায়, সহস্র চেষ্টাতেও আমাদের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য দোষশূন্য হয় না। এস্থলে দোষ স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ৭০ পৃঃ ২ শ্লোকে "অশক্ত"র পরিবর্ত্তে "অসক্ত" হইবে,—ইত্যাদি আরও কতকগুলি ছাপার ভুল থাকিতে পারে, পণ্ডিত মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন।

অনুবাদ :—

অনুবাদগুলি পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত :—

পৃঃ ২৫—২৮ "অধোমুখে রহেন বসিয়া" তৎপরিবর্ত্তে "রথোপস্থে রহেন বসিয়া" দিলেও ক্ষতি নাই। এইরূপ হইলে মূলে যে "রথোপস্থ" শব্দ আছে তাহা রক্ষিত হয়। রথোপস্থ = রথের পশ্চাদ্ভাগের আসন।

ভাষান্তর :—

৫৭—৬০

বিচক্ষণ পুরুষপ্রবর
যতই করুক না যতন,
প্রমাথী যে ইন্দ্রিয়নিকর
সবলে হরিয়া লয় মন।

৭১—৬ মনেতে বিষয়-স্পৃহা—
সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়
রহে যেই মূঢ় হিয়া,
মিথ্যাচারী তাহারে জানিও।

৭৫—৩।১৫ এই শ্লোকে যে ব্রহ্ম শব্দ আছে তাহার অর্থ বেদ। অক্ষর = পরব্রহ্ম, অতএব অনুবাদ এইরূপ হইলে ভাল হয়, যথা :—

কর্ম্মের উদ্ভব বেদে,
ব্রহ্ম হ'তে বেদ সমুদিত,
তেঁই সর্ব্বগত ব্রহ্ম
যজ্ঞে হন নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্ম যজ্ঞেতে বিরাজিত, কেন না ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে যজ্ঞকর্ম্মের উৎপত্তি।

১০১—৪।১৮ মূল শ্লোকের অর্থ এই :—

যে ব্যক্তি কর্ম্মেতে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, সেই যোগযুক্ত এবং সর্ব্বকর্ম্মকারী।

এই শ্লোকটি হেঁয়ালিচ্ছন্দে রচিত, অর্থও অনেক প্রকার দৃষ্ট হয়। টিপ্পনীতে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে সে এক, আবার ৺ স্বামী বিবেকানন্দ ইহার অন্যরূপ অর্থ করেন।

He who in good action sees that there is something evil in it, and in the midst of evil sees that there is something good in it somewhere,—he has known ihe secret of work.

Karma-Yoga, by Swami Vivekananda.

ইহার ভাবার্থ এই যে, মানুষের কোন কর্ম্ম সম্পূর্ণ ভাল বা সম্পূর্ণ মন্দ বলা যায় না; সতের সঙ্গে 'অসৎ' মিশ্রিত থাকে, অসতের মধ্য

হইতেও 'সৎ' বাছিয়া লওয়া যায়। এইরূপে যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম, অকর্ম্মেও কর্ম্মের নিশান দেখিতে পায়, সেই যথার্থদর্শী বুদ্ধিমান।

ব্যাখ্যা যাহাই হউক, অনুবাদ মূলের যত কাছাকাছি হয় ততই ভাল। শ্লোকের ভাবান্তর এই :—

অজ্ঞের করমত্যাগ বন্ধন কারণ,
নিষ্কাম কর্ম্মীর ঘুচে করম-বন্ধন।
যে দেখে অকর্ম্মে কর্ম্ম, করমে অকর্ম্ম,
বুঝে সেই বুদ্ধিমান কর্ম্মতত্ত্ব মর্ম্ম।

২১৭—[illegible] ভক্তজনে অনুকম্পা করিয়া প্রকাশ,
তাহার হৃদয়ধামে করি আমি বাস।

৩৪৯—[illegible] "ব্রাহ্মণ বা বেদযজ্ঞ সে নামে সুসমাহিত", ইহার স্থানে
„ „ „ সেই নামে সুবিহিত" হইবে।

অনুবাদে শুদ্ধি-পত্রের তালিকা।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ		পৃষ্ঠা		অঃ ও শ্লোক
ব্রহ্মক্ষর	ব্রহ্মাক্ষর	…	৭৫	…	[illegible]
ঋজু	ঋজু	…	১৪০	…	[illegible]
মমতা	সমতা	…	২১৫	…	[illegible]
সারূপ্য	স্বারূপ্য	…	২৮৭	…	[illegible]
জ্ঞান, সাত্ত্বিক নির্ম্মল	জ্ঞান, যাহা সাত্ত্বিক নির্ম্মল	…	৩০৩	…	[illegible]
সকল বেদের বৈদ্য	সকল বেদের বেদ্য	…	৩১৭	…	[illegible]
অপমান	অপমান	…	৩৪৫	…	[illegible]

[illegible]নী।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	
যে কর্ম্ম বিহিত তাহা করিলে।	যে কর্ম্ম বিহিত তাহা না করিলে	[illegible]
যত্নসাধিত	সদাসাধিত	৪ অঃ, ১৭৫—৭
কারণ	করণ	১৮, ৬৮২—৬

উপক্রমণিকার ভ্রমসংশোধন।

অশুদ্ধ		শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
যাবানার্থ	...	যাবানর্থ	১৷/০	৮
নিরময়	...	নিরাময়	১৷৵০	২২
[illegible]পদ্যান্তে	...	প্রপদ্যন্তে	১৷৹	১৯
প্র[illegible]	...	প্রভুর্বৈ	২/০	১৩
[illegible]বান	...	শ্রদ্ধাবান্	২।/০	৫
	...	অবজ্ঞায়	২৷০	১০
	...	তপসা	২৷/০	৮
	...	সমস্তই	২৸০	৭
[illegible]ক্তা	...	ত্যক্তা	২৸/০	২৩
স্বভাব নিয়তং	...	স্বভাবনিয়তং	৩/০	৫
স্বভাব নিয়ত	...	স্বভাব-নিয়ত	,,	১২
তৃষ্ণা	...	তৃষা	৩৶০	৯
না হইলেও	...	হইলে ও	৪৷৵০	১৯
যে চৌর	...	সে চৌ[illegible]	৫।৶০	১৭
উত্তর	...	[illegible]	৫৷০	১৪

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড্।

১৩১১ সাল ৪ পৌষ।

মূল্য ২৷৹ টাকা।